উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮৪,৩৬৩.৩৭ (+৪১১.১৮)
নিফটি : ২৫,৮৪৩.১৫ (+১৩৩.৩০)

কমবে না শুল্কের বোঝা, বার্তা ট্রাম্পের
ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প বলেন, ভারত যদি রাশিয়ার তেল কেনে তাহলে বিশাল পরিমাণ শুল্ক দিতে হবে। শুল্কের হুমকি ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধের দিকে এগোতে বাধা দিয়েছিল।
» ৮

ঠিকাদার নিয়োগে কমিশন-রাজ্য দ্বন্দ্ব
ভোটে ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগকে ঘিরে ফের রাজ্য বনাম কমিশনের সংঘাতের আশঙ্কা। এসআইআর শুরুর আগে ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগকে ঘিরে নতুন করে সংঘাতের সম্ভাবনা।
» ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২১°	২১°	২১°	২০°

প্রয়াত অভিনেতা গোবর্ধন আসরানি
» ১০

৩ কার্তিক ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 21 October 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 151

কথায় কথায়

সবার পিছে সবার নীচে, আজও যাঁরা লাঞ্ছিত

আশিস ঘোষ

অমৃতকালের চটকদার সব স্লোগানের ঝলমলে চাদরটা সরিয়ে নিলেই তার নীচে ঢেকে রাখা এদেশের সারা গায়ের দগদগে ঘা বেরিয়ে আসে। প্রতিদিনই। এরকমই ঘা বের করে এনেছেন বৃদ্ধ আইনজীবী রাকেশ কিশোর। সুপ্রিম কোর্টের ভরা এজলাসে তিনি প্রধান বিচারপতি ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাইকে তাক করে জুতো ছুড়েছেন। চিৎকার করে সেই আইনজীবী বলেছেন, সনাতন ধর্মের অপমান তিনি সহ্য করবেন না।

জুতো যাঁকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল, সেই গাভাই সুপ্রিম কোর্টের দ্বিতীয় দলিত বিচারপতি। তাঁর বাবা ছিলেন বাবাসাহেব বিআর আম্বেদকরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। দলিতদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিতেই আইন পড়েছিলেন গাভাই। তাঁরা বৌদ্ধ। তিনি শীর্ষ আদালতের প্রথম বৌদ্ধ প্রধান বিচারপতি। তাতে কী হয়েছে! তিনি নাকি ভগবানকে অশ্রদ্ধা করেছেন। অতএব তাঁকে জুতো ছোড়াই যায়।

কেউ কিছু বলেও না। এমনকি, এই চূড়ান্ত নিন্দনীয় ঘটনা নিয়ে সরকার বা সরকারি দলের কোনও বিবৃতি দেখেছেন? প্রধানমন্ত্রী বা অন্য কারও? সনাতন মনুবাদী একটা দল কীভাবে একজন দলিতকে জুতো ছোড়া সনাতনী আইনজীবীর কাজের নিন্দা করবে? তা তিনি প্রধান বিচারপতি হলেনই বা!

এমনিতে দলিতদের ওপর হামলা এখানে জলভাত। কেউ বলার নেই। তাই নীরবে নিজের নিত্যদিনের লাঞ্ছনার কথা চিঠিতে লিখে আত্মঘাতী হতে হয়েছে হরিয়ানা পুলিশের পদস্থ অফিসার পূরণ কুমারকে। চিঠিতে নয়জন কর্মরত ও একজন প্রাক্তন আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে জাত নিয়ে তাঁকে হেনস্তার কথা লিখে গিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এক ডিআইজি, এক পুলিশ সুপার আছেন। তাতে কী আসে যায়?

সেই যে হাথরসে পাঁচ বছর আগে দলিত তরুণীকে গণধর্ষণের পর খুনের সাড়াজাগানো ঘটনারই বা কী হয়েছে? বহু হইচইয়ের পর পুলিশ যাঁদের ধরেছিল, তাঁদের মধ্যে তিনজন বেকসুর খালাস হয়ে গিয়েছে। দোষী সাব্যস্ত হয়েছে মাত্র একজন। দোষী ঠাকুর সম্প্রদায়ের সেই একজনের বিরুদ্ধে যেসব ধারায় কেস দেওয়া হয়েছে, সেগুলো অত্যন্ত দুর্বল।

মনে রাখতে হবে, পরিবারের আপত্তির তোয়াক্কা না করে রাতের অন্ধকারে তরুণীকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল পুলিশ। সবার চোখের সামনে অপরাধীরা ঘুরে বেড়ালেও সেই খবর করতে যাওয়ায় কেরলের সাংবাদিক সিদ্দিক কাপ্পানকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার ধারায় জেলে পুরে দিয়েছিল যোগী রাজ্যের পুলিশপুঙ্গবরা।

এই অমৃতকালে বিকশিত

এরপর দশের পাতায়

ডুব দে রে মন কালী বলে...

সন্ধ্যারতির সময় রাজবেশে দেবী। সোমবার তারাপীঠে (উপরে)। বালুরঘাটের ডাঙিতে দীপাবলি উৎসবে বিএসএফ জওয়ানরা। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী ও মাজিদুর সরদার

ভিড়ে আরও উজ্জ্বল আলোর উৎসব

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২০ অক্টোবর : উৎসবের আমেজে মেতে উঠল মালদা থেকে বালুরঘাট, রায়গঞ্জ থেকে গঙ্গারামপুর। সোমবার রাতে মালদা শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে প্রতিমা দর্শন করতে ভিড় জমিয়েছিলেন শহরবাসী। সোমবার সন্ধ্যা নামতেই রবিবারের ভিড়ও ছাড়িয়ে যায় বালুরঘাটে। রায়গঞ্জের ছবিটাও ছিল একই। বিকেলের পর থেকেই গৌড়বঙ্গের শহরবাসী প্যান্ডেল হপিংয়েও মেতেছিলেন। সুস্মিতা সরকার নামে রায়গঞ্জের এক বধূর কথায়, 'আলোর উৎসবে আলো দেখতে বের হব না, তা হয় নাকি! পরিবারের সকলের সঙ্গে ঘুরে সমস্ত বড় বড় পুজো দেখেছি।'

মালদা শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলির বেশিরভাগই উদ্বোধন হয়েছে রবিবার। সোমবার মালদাবাসীকে একটু অন্য মুডে দেখা গেল। সোমবার দুপুরেও বাজি বাজারে বেশ ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। এক বাজি বিক্রেতা সোমু রায় বলেন, 'রবিবার বাজি বাজারে ব্যাপক ভিড় হয়েছিল। কেনাবেচাও ভালোই হয়েছে। বেশিরভাগ বিক্রেতার মাল শেষের দিকে। সোমবার সকাল থেকেও বাজি কিনতে ক্রেতাদের মধ্যে বেশ উৎসাহ দেখা গিয়েছে।'

সোমবার একটু রাত হতেই বাজি পোড়ানোর হিড়িক শুরু হয়। শহরের এক তরুণী ঈশিতা সরকার বলেন, 'আজ সন্ধ্যায় সারা বাড়িতে মোমবাতি, প্রদীপ জ্বালিয়েছি। রাত থেকে বাজি পোড়াতে শুরু করব। তারপর মন্দিরে পুজোর অঞ্জলি দেব। বাড়ি ফিরে আবার বাজি পোড়াব।'

এরপর দশের পাতায়

বাড়িতে পড়ে রইল শ্যামা মায়ের শূন্য বেদি

গলার নলি কেটে আত্মঘাতী

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ২০ অক্টোবর : রোমহর্ষক ঘটনা! ভোরে ঘুম থেকে উঠেই বঁটি দিয়ে নিজের গলার নলি কেটে আত্মঘাতী হলেন এক তরুণ। কালীপুজোর দিন সাতসকালে এমন ঘটনায় শিউরে ওঠে গোটা গ্রাম।

সৌমিত্র শীল নামে বছর ৩১-এর ওই মেধাবী তরুণের বাড়ি ইটাহার থানার হাসুয়া গ্রামে। উচ্চশিক্ষিত ও ভালো ছেলে বলে পরিচিত সৌমিত্র কেন এভাবে নিজেকে শেষ করে দিলেন, সেটাই এখন সকলের কাছে রহস্য। পরিজনরাও কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। কুসংস্কারের কবলে পড়ে গ্রামের কিছু মানুষ আবার বলছেন, কোনও দেবতা বা অশুভ শক্তি ভর করেছিল তাঁর উপর।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, হতাশা বা গভীর মানসিক অবসাদের কারণে আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারেন ওই তরুণ। মৃতদেহ রায়গঞ্জ মেডিকেল থেকে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইটাহার থানার পুলিশ।

ঠিক কী ঘটেছিল?

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সৌমিত্রর কথাবার্তায় সামান্য মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল। যদিও কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে সবার সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করার পাশাপাশি খাওয়াদাওয়া সেরে রাতে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। টিনের দুই কামরার একটিতে শুয়েছিলেন সৌমিত্র, তাঁর মা ও বৃদ্ধা ঠাকুমা। পাশের কামরায় ছিলেন ভাই ও বাবা।

হাসুয়া স্বামীনাথ মেলার মাঠের উলটো দিকের পাড়াতেই সৌমিত্রদের বাড়ি। বাড়িতে ঢুকতেই বাম হাতে ঠাকুর ঘর ও মা কালীর থান। এক চিলতে উঠোন জুড়ে জবা ও নানা ফুলের গাছ। মন্দিরের সামনে উঠোনে বসেই অঝোরে কাঁদছিলেন মা আদরি শীল। পরিজন ও প্রতিবেশীরা এসে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কিন্তু ছেলেকে হারিয়ে কান্না থামছে না কিছুতেই। কাঁদতে কাঁদতেই আদরি বললেন, 'ভোর ৫টা নাগাদ উঠে ফুল তুললাম। ছেলেও আমার সঙ্গে উঠে বারান্দায় বসল। বাড়িতে আজ কালীপুজো। পুজোর বাসনপত্র ধুতে কলপাড়ে গিয়েছিলাম। তখনই আচমকা রান্নাঘর থেকে বঁটি নিয়ে সে শোয়ার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এই কাজ করে বসল।'

পরিবারের সদস্যরা জানান, ওই ঘরে তখনও শুয়ে ছিলেন সৌমিত্রর বৃদ্ধা ঠাকুমা। আচমকা জেগে উঠেই নাতিকে ওই অবস্থায় দেখে দরজা খোলার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু সৌমিত্র তাঁকে বাধা দেন। এরপর আদরিদেবীর ডাকাডাকিতে পাশের

সৌমিত্রর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ আত্মীয়রা। সোমবার ইটাহারে।

কী ঘটেছে

- সাতসকালে আচমকা রান্নাঘর থেকে বঁটি নিয়ে শোয়ার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে গলার নলি কেটে দেন সৌমিত্র
- সৌমিত্রর হাত থেকে বঁটি কেড়ে নেন তাঁরা। তবে তারপরেও তাঁকে ক্ষান্ত করা যাচ্ছিল না
- গলার ক্ষতে নিজের দুই হাত ঢুকিয়ে চিরে দেওয়ার চেষ্টা করেন
- ক্ষতস্থানে কাপড় চাপা দিয়ে তাঁকে মেডিকেলে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি

ঘর থেকে সৌমিত্রর বাবা, ভাই, জ্যাঠামশাই ও প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতেই দেখেন, নিজের গলার নলি কেটে দিয়েছেন সৌমিত্র। গলগল করে রক্ত ঝরছে। তাঁর হাত থেকে বঁটি কেড়ে নেন তাঁরা। জ্যাঠা সুনীল শীল বলেন, 'এরপরেও তাকে ক্ষান্ত করা যাচ্ছিল না। গলার ক্ষততে নিজের দুই হাত ঢুকিয়ে চিরে দেওয়ার চেষ্টা করছিল সে। তড়িঘড়ি ক্ষতস্থানে কাপড় চাপা দিয়ে গাড়িতে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। কিন্তু চিকিৎসকরা ভাইপোকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।'

বাবা সুশীল শীল রায়গঞ্জে একটি কাপড়ের দোকানের কর্মচারী। এই কাজ করেই দুই ছেলে, বৃদ্ধা মা ও স্ত্রীকে নিয়ে পাঁচজনের সংসার টানেন সুশীল।

এরপর দশের পাতায়

রণতরীতে মোদির দীপাবলি

পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি, অপারেশন সিঁদুরের জয়গান

পানাজি, ২০ অক্টোবর : ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। নরেন্দ্র মোদির দীপাবলিতেও 'অপারেশন সিঁদুর'-এর জয়গান। ছক কষেই দীপাবলি পালনের জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ওই অপারেশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রণতরী আইএনএস বিক্রান্ত-এর। সেই রণতরীতেই সোমবার নৌসেনাদের সঙ্গে দিনটি উদযাপন করলেন তিনি।

স্বদেশি প্রযুক্তিতে তৈরি রণতরীটি থেকে আত্মনির্ভরতার বার্তাও শোনালেন প্রধানমন্ত্রী। ফি বছর তিনি দীপাবলি পালন করেন সেনা জওয়ানদের সঙ্গে। সোমবারও তার ব্যতিক্রম হল না। তবে নৌসেনাদের সঙ্গে দিনটি কাটানো এই প্রথম। অপারেশন সিঁদুরের মাহাত্ম্য কীর্তনের পাশাপাশি দীপাবলির শুভেচ্ছার বদলে পাকিস্তানের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি শোনা গেল মোদির গলায়।

দরাজ প্রশংসা করলেন ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর আত্মনির্ভরতার ও পরাক্রমের। তিনি বলেন, 'মাত্র কয়েক মাস আগে আইএনএস বিক্রান্তের নাম শুনে পাকিস্তানের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল। স্বদেশি এই রণতরী ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর শক্তি ও বিক্রমের প্রতীক, যার নাম শুনলেই শত্রুর বুক কেঁপে ওঠে, মুখ শুকিয়ে যায়।' দাবি, আইএনএস বিক্রান্ত যেদিন থেকে ভারতীয় নৌসেনার হাতে এসেছে, সেদিন থেকে মনোবল অনেক বেড়ে গিয়েছে জওয়ানদের।

প্রধানমন্ত্রীর মতে, শুধু পরাক্রম নয়, আত্মনির্ভর ভারত এবং মেড ইন ইন্ডিয়ার প্রতীকও হয়ে উঠেছে এই রণতরী। তাঁর ভাষায়, 'শত্রুর মোকাবিলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্ব আলোর উৎসবের মতো উজ্জ্বল। পাকিস্তানের ঘুম উড়িয়ে নিজের ক্ষমতা দেখিয়েছিল 'ব্রহ্মস' এবং 'আকাশ'-এর মতো স্বদেশি প্রযুক্তির ক্ষেপণাস্ত্রগুলি। অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ টেনে মোদি বলেন, 'ভারতের তিন বাহিনীর মিলিত শক্তি সেই সময় পাকিস্তানকে নতজানু হতে বাধ্য করেছিল।'

মোদির কথায়, 'সেনার আত্মনির্ভর হওয়া প্রয়োজন। যেদিন আমাদের সমস্ত অস্ত্র, যান ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দেশের মাটিতে তৈরি হবে, সেদিনই সেনা প্রকৃত অর্থে আত্মনির্ভর হবে।' তবে এখন সশস্ত্রবাহিনীর বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভারতে তৈরি হয় বলে তিনি জানান। তাঁর আশ্বাস, কয়েক বছরের মধ্যে সামরিক শক্তিতে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে ভারত।

ভারতীয় নৌসেনার সঙ্গে সকালটা কাটাতে রবিবার রাতেই তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন গোয়া-কারওয়ারের উপকূলে দেশীয় বিমানবাহী রণতরী আইএনএস বিক্রান্তে। অনুষ্ঠানে আগাগোড়া সেনার পোশাকে দেখা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে। রবিবার সন্ধ্যাতেই গোয়া উপকূলে আইএনএস বিক্রান্ত রণতরীতে ওঠেন তিনি।

নৌবাহিনীর জওয়ানকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। -পিটিআই

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

শেফালির শ্যামা আরাধনা
» দুইয়ের পাতায়

সীমান্তে কড়াকড়িতে বন্ধ মিলনমেলা
» দুইয়ের পাতায়

বন্ধুকে দিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ২০ অক্টোবর : মধুচন্দ্রিমায় বন্ধুকে দিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ করানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, পুত্রবধূর ধর্ষিতা হওয়ার ক্ষেত্রে যোগ রয়েছে শাশুড়িরও। এমনই চাঞ্চল্যকর অভিযোগে তোলপাড় দক্ষিণ দিনাজপুরের তপন। বিয়ের মাত্র চার মাস পর স্বামী এবং শাশুড়ির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তুলে তপন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এক গৃহবধূ। অভিযোগে নাম রয়েছে স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরও। অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। তপন থানার আইসি জনমারি ভিয়ান্নে লেপচা বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। আইনানুগ কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ত্রিপুরার আগরতলার পুনরাবৃত্তি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপনে। আগরতলায় বন্ধুদের সঙ্গে স্ত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল স্বামীর বিরুদ্ধে। ওই ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যে তপনে বন্ধুকে দিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ করানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। আগরতলায় অভিযুক্তরা ধরা পড়লেও, তপনে এখনও পলাতক অভিযুক্ত স্বামী এবং তার মা। তপন ব্লকের ধর্ষিতা তরুণী পুলিশকে জানিয়েছেন, বিয়ের এক মাস পর দার্জিলিংয়ে মধুচন্দ্রিমায় নিয়ে গিয়ে এমন কাণ্ড ঘটানো হয়েছে। পরবর্তীতে একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে স্বামীর ও তার বন্ধুর বাড়িতে। ওই বধূর বক্তব্য, দার্জিলিংয়ে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন তাঁর পাশে শুয়ে রয়েছে স্বামীর বন্ধু। কীভাবে স্বামীর বন্ধু তাঁর পাশে এল, তা তিনি টের না পেলেও, মনে পড়ে যায় রাতের খাবারের পর তাঁর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ঘটনা।

তাঁর আরও অভিযোগ, মধুচন্দ্রিমা থেকে ফেরার পরও নির্যাতন থামেনি। স্বামী ও তার বন্ধু মিলে একাধিকবার তাঁকে ধর্ষণ করে। এমনকি ওই গৃহবধূর শ্বশুরবাড়িতেও একই ঘটনা ঘটে। পাশাপাশি, স্বামীর বন্ধুর বাড়িতেও নির্যাতন চলে। গৃহবধূ অভিযোগে উল্লেখ করেছেন, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে শাশুড়ি তাঁকে দুধ দিতেন। দুধ খাওয়ার পরই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন তিনি। সেই সুযোগ নিয়ে স্বামী ও তার বন্ধু মিলে তাঁকে নির্যাতন করত। দিনের পর দিন একই ধরনের ঘটনা ঘটলেও মানসম্মানের কথা চিন্তা করে বাবা ও মা, আত্মীয়পরিজনদের কিছু জানাননি। কিন্তু সম্প্রতি তাঁর মনে হয়েছে, এর শেষ হওয়া প্রয়োজন।

এরপর দশের পাতায়

কী অভিযোগ

- মধুচন্দ্রিমায় দার্জিলিং পাহাড়ে গিয়ে বন্ধুকে দিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ করানোর অভিযোগ
- বাড়ি ফিরেও বন্ধুকে দিয়ে স্ত্রীকে একাধিকবার ধর্ষণ করানোর অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে
- পুত্রবধূকে রক্ষার পরিবর্তে দুধের সঙ্গে নেশার ওষুধ মিশিয়ে দিতেন শাশুড়ি
- নির্যাতিতা বধূ পুলিশে অভিযোগ দায়ের করতেই গা-ঢাকা দিয়েছে অভিযুক্তরা

বিএলও-রা 'পক্ষপাতদুষ্ট', রিপোর্ট তলব কমিশনের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে বাংলায় রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যে অবস্থান আরও কড়া করল নির্বাচন কমিশন। বাংলায় নিযুক্ত ৪ হাজার বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) ভূমিকা খতিয়ে দেখতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জেলা শাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন। চলতি সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে জেলা শাসকদের।

এসআইআর এখনও ঘোষিত হয়নি রাজ্যে। কিন্তু তৃণমূল এই প্রক্রিয়াকে সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। অন্যদিকে, বিজেপি বুঝিয়ে দিচ্ছে, এসআইআর না হলে বাংলায় তারা আর ভোটে যেতে প্রস্তুত নন। সোমবারও নিজের বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামে দাঁড়িয়ে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রশ্ন করেছেন, 'বিদেশিদের ভোটে কেন আমি বিধায়ক হব?'

বিজেপি ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনে এসআইআরের জন্য নিযুক্ত বিএলও-দের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তৃণমূল বিএলওদের প্রভাবিত করছে ও ভয় দেখাচ্ছে বলে অভিযোগ। শুভেন্দুর বক্তব্য, 'বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের নাম এভাবে তালিকায় রাখার চেষ্টা করছে তৃণমূল। সেই সূত্রেই মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের জেলা শাসকের কাছে রিপোর্ট তলব তাৎপর্যপূর্ণ।

বিএলও'রা গ্রামে গেলে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে থাকতে বলে ইতিমধ্যে বিতর্কে জড়িয়েছেন বাঁকুড়ার তৃণমূল নেতা অরূপ চক্রবর্তী। উলটোদিকে, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দলের জেলা স্তরের নেতাদের সতর্ক করে বলেন, 'এসআইআর রূপায়ণে দলের ভূমিকায় ঘাটতি থেকে গেলে ২০২৬-এর নির্বাচনের পর আমাদের নেতা-কর্মীদের বাংলায় কঠিন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে।'

এতে স্পষ্ট যে, এসআইআর না হলে বিজেপির আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জেতা কঠিন হবে বলে দলীয় নেতৃত্ব বিশ্বাস করছে। দলের একটি ভার্চুয়াল বৈঠকে শমীক বলেন, 'জেলায় জেলায় দলের যে সুদৃশ্য কার্যালয় গড়ে উঠেছে, সেসব তৃণমূল দখল করে নেবে। এসি ঘরে গিয়ে আর বসা হবে না। ভার্চুয়াল বৈঠক করার লোকও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

বিজেপির অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন অবশ্য কড়া ভূমিকাই নিয়েছে। যে ৪ হাজার বিএলও'র বিরুদ্ধে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে জেলা শাসকদের কাছে, তাঁরা মূলত পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার। সীমান্তবর্তী এলাকায় গত কয়েক বছরে ভোটার তালিকায় নাম তোলার হার স্বাভাবিকের থেকে বেশি হওয়াতেও প্রশ্ন উঠেছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বছরে ২০ থেকে ২২ হাজার নতুন ভোটারের নাম যোগ হওয়ার গড় রেকর্ড ছিল। সেখানে গত এক বছরে ৫৫ হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে।

আবার কয়েকটি জেলায় মৃত ভোটারদের নাম তালিকায় রয়ে গিয়েছে বলে ভোটার তালিকায় ম্যাপিং ও ম্যাচিং করার সময় ধরা পড়েছে। অভিযুক্ত বিএলও'রা ওই 'ভুয়ো' ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেননি বলে অভিযোগ।

কড়া নজর

- বাংলায় নিযুক্ত ৪ হাজার বুথ লেভেল অফিসারদের (বিএলও) ভূমিকা খতিয়ে দেখতে জেলা শাসকদের নির্দেশ
- চলতি সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে জেলা শাসকদের

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, জেলা শাসকদের রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে দুজন ইআরওকে শোকজ ও সাসপেন্ড করেছিল কমিশন। তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করতেও রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই দুই ইআরও-র বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়নি। তা নিয়ে মুখ্যসচিবের বিরুদ্ধে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। মুখ্যসচিবের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি।

এখনও রাজ্যে ভোট ঘোষণা না হওয়ায় প্রশাসনিক স্তরে রদবদল বা অন্য কোনও পদক্ষেপ করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই। কিন্তু নির্বাচনের আগে পুলিশ ও প্রশাসনে কমিশন যে রদবদল করবেই, তার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

৪০ বছরের পুজোয় ভেদ নেই ধর্মের

মুসলিম শেফালির শ্যামা আরাধনা

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ২০ অক্টোবর : এক মুসলিম ধর্মাবলম্বী গৃহবধূর উদ্যোগে কালীপুজো সম্প্রীতির এক হৃদয়গ্রাহী বার্তা বহন করে আসছে। মালদা জেলার হবিবপুর থানার মধ্যম কেন্দুয়া এলাকায়। ৪০ বছর ধরে শেফালি বেওয়া নামে ওই মুসলিম মহিলা এই কালীপুজো করছেন। তাঁর এই পুজো শেফালি বেওয়ার কালীপুজো নামে পরিচিত। প্রতিবছর দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা পুজোর টানে ছুটে আসেন। কাজেই এই পুজো যেন ঐক্য ও ভক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

শেফালি বেওয়ার কালীপুজো।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গৃহবধূ শেফালি মা কালীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে পুজো শুরু করেন। মুসলিম ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও, তিনি কালীপুজো করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর ভক্তি স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়কে পুজোয় তাঁকে সমর্থন করতে অনুপ্রাণিত করে। বছরের পর বছর এই পুজো যেন এলাকার সাংস্কৃতিক কাঠামোর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, যেখানে হিন্দু ও মুসলমানরা একসঙ্গে আনন্দ উদযাপন করেন। শেফালি বলেন, '৪০ বছর আগে স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু করেছিলাম। এলাকার সকল হিন্দু সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে দিলে আমার পক্ষে এই পুজো করা সম্ভব হত না।'

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ৪০ বছর ধরে এই পুজো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল

> ৪০ বছর আগে স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজো শুরু করেছিলাম। এলাকার সকল হিন্দু সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে দিলে আমার পক্ষে এই পুজো করা সম্ভব হত না।
>
> **শেফালি বেওয়া**

নিদর্শন হয়ে উঠেছে। এটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য বিশ্বাস ও ভক্তির শক্তি প্রদর্শন করে। এলাকাবাসী ছাড়া দূরদূরান্তের ভক্তরা কালীপুজোয় একত্রিত হন। শেফালির কালীপুজোকে কেন্দ্র করে এখানে উৎসব ও ঐক্যের চেতনা উদযাপন করা হয়। স্থানীয় চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের কথায়, 'শেফালি ৪০ বছর ধরে যেভাবে ভক্তি সহকারে কালীপুজো আয়োজন করে আসছেন তা সত্যি অভূতপূর্ব। এটি এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি সুন্দর বার্তা বহন করে।'

চিন্ময় সরকার নামে আরেক বাসিন্দা একই রকম অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, ৪০ বছর আগে শেফালি হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেসময় স্বপ্নে মা কালীর পুজোর নির্দেশ পান। সেকথা তিনি এলাকার সকল হিন্দুকে জানান। তাঁর কালীপুজোর উদ্যোগের কথা জেনে হিন্দুরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। শেফালির পাশে থেকে সকলে পুজোর আয়োজনে সবরকম সহযোগিতা করেছিলেন। এখনও একইভাবে সেই পুজো হয়ে আসছে।

মৃৎশিল্পী চন্দন পালের বক্তব্য, 'আমি অনেক মূর্তি তৈরি করেছি, কিন্তু কোথাও কোনও মুসলিম মহিলার উদ্যোগে কালীপুজোর মূর্তি তৈরি করিনি। এটি আমাদের জন্য একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা ও উদাহরণ।'

স্নেহাশিসের ডায়ালিসিস চলছে।

ছেলের কিডনি বিকল, সাহায্যের আর্তি বাবার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ অক্টোবর : আট বছর আগে নিজের কিডনি দিয়ে ছেলেকে বাঁচিয়েছিলেন কোচবিহারের জয়কৃষ্ণ সরকার। ভাগ্যের পরিহাসে ছেলে স্নেহাশিসের দুটি কিডনি ফের বিকল হয়ে গিয়েছে। সেই কিডনি প্রতিস্থাপনের জন্য এখন প্রয়োজন প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রি জয়কৃষ্ণর শেষ সম্বল তাঁর দোকানটিও বিক্রি করে দিয়েছেন। এখনও ছেলের চিকিৎসার জন্য বহু টাকার দরকার। ছেলেকে বাঁচাতে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছেন সরকার দম্পতি।

কোচবিহার শহর লাগোয়া রাজারহাটের বাসিন্দা স্নেহাশিস সরকারের প্রথমবার কিডনির অসুখ ধরা পরে ২০১৬ সালে। কলকাতায় চিকিৎসা করার পর চিকিৎসকরা কিডনি প্রতিস্থাপনের কথা বলেন। ২০১৭ সালে নিজেই ছেলেকে কিডনি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বাবা জয়কৃষ্ণ। তিনি বলেছেন, 'ছেলেকে কিডনি দেওয়ার পর ভেবেছিলাম সে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কয়েকবছর যেতে না যেতেই ফের সমস্যা শুরু হয়। এখন ছেলের দুটি কিডনিই বিকল। নিয়মিত ডায়ালিসিস করাতে হচ্ছে। এত টাকা ব্যবস্থা কোথা থেকে করব কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।' তাঁর সংযোজন, '২০১৭ সালে জমি বিক্রি করে ও সকলের থেকে আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে ছেলের চিকিৎসা করিয়েছিলাম। এখন ছেলেকে বাঁচাতে আবার মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছি।'

২৫ বছরের স্নেহাশিস এলাকায় সংগীতশিল্পী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু এই সমস্যা তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত এপ্রিলে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে গিয়েই দেখা যায় স্নেহাশিসের দুটো কিডনি ফের বিকল হয়ে গিয়েছে। এরপরই মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে সরকার পরিবারের। একমাত্র ছেলের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন স্নেহাশিসের মা মিতালী সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'সরকারি, বেসরকারি, রাজনৈতিক নেতা প্রত্যেকের কাছেই সাহায্যের আবেদন নিয়ে পৌঁছেছি। অনেকেই সাহায্য করছেন। আমার বিশ্বাস সকলের সহযোগিতায় ছেলেকে সুস্থ করে তুলতে পারব।' অসুস্থ স্নেহাশিস সরকারকে সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে ৯৭৩৩২৮১০৬৬ নম্বরে।

ডলা শিল্প বেঁচে থাকে কালী পুজোয়

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২০ অক্টোবর : গ্রামবাংলার অনেক শিল্প আজ হারিয়ে যাওয়ার পথে। এরকম একটি শিল্প হল শোলা দিয়ে তৈরি ডলা। পুরোপুরি মুছে না গেলেও এই শিল্পকে যেন মা কালী, মনসা বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই কাজের শিল্পীদের মালাকার বলা হত। ধীরে ধীরে আধুনিকতার ছোঁয়ায় শোলাশিল্প কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলে গাছের সংখ্যা কমে যাওয়ায় এই ডলার দামও বেড়ে গিয়েছে। তবুও শিল্পীরা বংশপরম্পরায় তাঁদের এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন কালীপুজোর সময় এই মালাকাররা কিছুটা লাভের মুখ দেখেন।

রাজবংশী সমাজেও আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। তবে পুরোনো দিনের কথা মনে রেখে তাঁরা মন্দির তৈরি করলেও মন্দিরের ভেতরে মা কালীর প্রতিমা না রেখে এখনও তাঁদের ঐতিহ্য বজায় রেখে শোলা দিয়ে তৈরি ডলা ঝুলিয়ে দেন। কালীর ডলা দেখতে বিভিন্ন রকমের হয়।

উত্তরবঙ্গে একাধিক কালীর নাম আমরা শুনতে পাই। যেমন ডান কালী, বামাকালী, শ্মশানকালী, মগর কালী, ভদ্রকালী ইত্যাদি। সেইসব কালীর নাম অনুসারে তৈরি হয় ডলা। ডলার মধ্যে কালীর ছবি ছাড়াও থাকে শিব ও ডাকিনী-যোগিনীর ছবি। বিভিন্ন আকারের ডলা তৈরি করা হয়। ডলা তৈরি করার প্রধান সামগ্রী হল শোলা। এছাড়া কাগজ, চুমকি, কাগজের ফুল, বাঁশের কাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

কালীপুজো ছাড়াও অনেকে মনসাপুজোর সময় ডলা ব্যবহার করেন। এছাড়াও এই শিল্পীরা শোলা দিয়ে বিয়ের মুকুট, শোলার মালা, ফুল এবং ঠাকুরের মুকুট তৈরি করেন। রাজবংশীদের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে পাল সম্প্রদায়ের মানুষরাও এই ডলা তৈরি করেন।

রাজগঞ্জের তেলিপাড়ার শোলাশিল্পী চায়না মালাকার বলেন, 'কালীপুজোর সময় আমরা ডলা বিক্রি করে কিছু টাকা আয় করি। বছরের অন্য সময় এই জিনিসের তেমন চাহিদা থাকে না।'

আরেক শিল্পী সুশান্ত মালাকার বলেন, 'এক-একটি ডলা বানাতে যা খরচ এবং পরিশ্রম করতে হয় তার সঠিক মূল্য পাওয়া যায় না। তবুও বাবা-ঠাকুরদার সময় থেকে এই শিল্প চলে আসছে। তাই আমরা আজও এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছি। এবছর আমি প্রায় ২০০টি ডলা বানিয়েছি। তার মধ্যে ১০০টি ছোট এবং ১০০টি বড় সাইজের। ডলাগুলির দাম শুরু হয় ১০০ টাকা থেকে। বড় সাইজের ডলাগুলি প্রায় ১ হাজার টাকায় বিক্রি করি।'

অ্যাফিডেভিট

আমার সমস্ত নথিপত্রে বাবার প্রকৃত নাম রফিকুল ইসলাম থাকলেও ভোটার আইডি কার্ডে নং- RBT 1479690, তার নাম ভুলবশত অজেদুর রহমান থাকায় গত ১৫/১০/২৫ তাং-এ গঙ্গারামপুর SD কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে প্রকৃত নাম রফিকুল ইসলাম করা হয়েছে। রফিকুল ইসলাম ও অজেদুর রহমান একই ব্যক্তি। নাজিমুল হক, সাং- শায়েস্তাবাদ, পোঃ করখা, থানা- বংশীহারী, জেলা- দঃ দিনাজপুর। (C/118801)

•

নিজ আধার কার্ডে ভুল করে নাম ক্ষিতীশ বর্মন এবং ভোটার ও আধার কার্ডে পিতার নাম যথাক্রমে সতীশ ও ডিসতীশ চন্দ্র বর্মন থাকায় দিনহাটা নোটারিতে 17.10.2025 অ্যাফিডেভিট বলে ক্ষিতীশ চন্দ্র বর্মন এবং পিতা সতীশ চন্দ্র বর্মন হইল। সাং- চোকিয়ারপাড়া ১ম খন্ড, গোসানিমারি। (S.M)

তারিখ পরিবর্তন

অনিবার্য কারণবশত আমাদের দীপাবলি বাম্পার লটারি, পরিচালনায় - নেতাজি সুভাষ স্পোর্টিং ক্লাব, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি-এর ড্র, যা পূর্ব নির্ধারিত ছিল 22শে অক্টোবর 2025 বুধবার, তা পরিবর্তিত করা হয়েছে। নতুন ড্রয়ের তারিখ 2 নভেম্বর 2025 করা হয়েছে। ড্রয়ের স্থান ও অন্যান্য শর্তাবলি অপরিবর্তিত। (C/113599)

সীমান্তে কড়াকড়িতে বন্ধ মিলনমেলা

হরষিত সিংহ

মালদা ২০ অক্টোবর : গ্রামের পাশ ঘেঁষে ভাগীরথী বয়ে গিয়ে বাংলাদেশে পড়েছে। নদীর উপরে বিএসএফ টহলদারির ব্রিজ। ঠিক তার নীচে জঙ্গল ঘেরা শ্মশান। সেই শ্মশান সংলগ্ন কালী মন্দির। বেদি বাঁধা মন্দিরে নেই ছাউনি। পুজো উপলক্ষ্যে পলিথিন টাঙানো হয়েছে। পুজোর দিন দুপুরেও নিঝুম মন্দির চত্বর। সদর গেটে টিমটিম করে জ্বলছে ছোট্ট একটা বালব। চারদিকে ঘুরছে একদল শিয়াল। কখনও বট গাছের নীচে আবার কখনও মন্দিরের পেছন থেকে উঁকি দিচ্ছে শিয়াল। যখন অন্যান্য মন্দিরে জমজমাট পুজোর প্রস্তুতি, তখন ইংরেজবাজারের মহদিপুর গড়মাহালি গ্রামের পাশে মহদিপুর শ্মশানকালী মন্দির চত্বর নিঝুম।

মহদিপুর শ্মশানকালী মন্দির। -সংবাদচিত্র

মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের মহদিপুর শ্মশান সীমান্তের কাঁটাতার ঘেরার ওপারে পড়ে যায়। কয়েক বছর সেখানেই পুজো হয়েছে প্রথম দিকে। পুজোর শুরু থেকেই বাংলাদেশের অনেকেই এই পুজোয় শামিল হতেন। কাঁটাতার ঘেরার পর এই পুজো মিলনমেলায় পরিণত হত। কারণ এই একটা দিন দুই দেশের নাগরিকেরা একে অপরের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেতেন। পরবর্তীতে নিরাপত্তার জন্য শ্মশান কাঁটাতার ঘেরার ভেতরে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে যেখানে মন্দির ও শ্মশান রয়েছে। একেবারেই কাঁটাতার ঘেরার পাশে নদীর তীরে রয়েছে মন্দির ও শ্মশান। এখানে পুজো শুরু হলে বাংলাদেশের নাগরিকেরা কাঁটাতার ঘেরার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এপারের আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতেন। বর্তমানে সেই নিয়ম বন্ধ করা হয়েছে দুই দেশের নিরাপত্তার জন্য। আপাতত পুজো হচ্ছে নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে। স্থানীয় বাসিন্দা ইসলাম শেখ বলেন, 'আগে মিলনমেলা হত। হিন্দু, মুসলিম সকলেই অংশগ্রহণ করতেন। সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য এখন সব বন্ধ। এখন শুধু পুজো হয়।'

এই পুজোর সূচনা করেছিলেন স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দা ভিকু হালদার। তারপর থেকেই পুজো হয়ে আসছে। এখন এই পুজো করছেন তাঁর ছেলে সুফল হালদার ও নাতি আনন্দ হালদার। একেবারেই সীমান্তে পুজো তাই আমাবস্যার রাতে নয় পরের দিন এই পুজো চালু করা হয়। আমাবস্যা তিথি পরের দিন পর্যন্ত থাকে। তাই এই নিয়ম। দিনে পুজো হলে সকলেই অংশগ্রহণের সুযোগ পান। সেবায়েত আনন্দ হালদার বলেন, 'সকলেই যেন এই পুজোয় অংশগ্রহণ করতে পারেন তাই দিনে পুজো চালু করেছিলেন আমার ঠাকুরদা। সেই সময় বাংলাদেশ থেকেও অনেকে আসতেন। এখন নিরাপত্তার জন্য ওপারের কেউ আসতে পারেন না। কিন্তু এখনও পুজো অমাবস্যার রাতে নয় দিনে পুজো হয়।'

গড়মহলি গ্রামে হিন্দু, মুসলিম সকলেরই বসবাস। কালীপুজোতেও সকলে অংশগ্রহণ করে আসছেন। এখানে প্রতিমা তৈরি করা হয় না। বেদিতেই পুজো হয়। প্রতিবছর পুজো উপলক্ষ্যে কয়েক ঘণ্টা মেলা বসে শ্মশান চত্বরে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত জমজমাট থাকে সেই মেলা। মহদিপুর সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকার কয়েক হাজার ভক্ত এখানে আসেন। পুজো উপলক্ষ্যে বলিপ্রথা চালু রয়েছে। বর্তমানে এই পুজোর প্রধান বৈশিষ্ট্য মিলনমেলা বা উৎসব বন্ধ হয়ে পড়ায় হতাশ স্থানীয়রা।

কুকুর তিহারে প্রাণী প্রেমের বার্তা

অনিকেত রায়

শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : পথকুকুরদের নিয়ে কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে দেশজুড়ে কম হইচই হয়নি। পরে আদালত সেই রায় সংশোধন করে। সোমবার কালীপুজোর দিন পালিত 'কুকুর তিহার'-এ সবাইকে সানন্দে শামিল হতে দেখে কুকুরপ্রেমীরা আশায় বুক বাঁধলেন। এটি মূলত নেপালিদের উৎসব। তবে আজকাল অন্য সম্প্রদায়ের অনেকেও এতে শামিল হন।

যে কুকুরদের কেন্দ্র করে এদিনের উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল, শান্তিজল ছিটিয়ে এদিন তাদের শুদ্ধ করে নেওয়া হয়েছিল। এরপর তাদের লাল ও হলুদ রংয়ের টিপ পরিয়ে দেওয়া হয়। পৈতার মতো করে যজংকা নামের একটি সুতো এরপর প্রাণীগুলির গায়ে বেঁধে দেওয়া হয়। ফুলের মালাও পরানো হয়। রাস্তাঘাটে অনেককেই মাঝেমধ্যে কুকুরদের বিরুদ্ধে অমানবিক আচরণ করতে দেখা যায়। এদিনটি কিন্তু অন্য ছবি দেখল। অনেককেই এদিন কুকুরদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে দেখা গিয়েছে। নেপালি সম্প্রদায়ভুক্তরা এদিন বাড়ির পোষ্যদের পুজো করার পাশাপাশি পথকুকুরদেরও পুজো করেন। দীপঙ্কর আরোরার মতো অনেকে এদিন এই উৎসব পালন করেছেন।

কুকুর মৃত্যুর আগাম বার্তা পেয়ে থাকে বলে অনেকের বিশ্বাস। তাই মৃত্যুর দেবতা যমরাজের বার্তাবাহক কুকুরকে খুশি রাখতেই এই উৎসব বলে তাঁরা জানিয়েছেন। পাশাপাশি, ভানুভক্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ লামা বললেন, 'কাক ও কুকুর দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদধন্য বলেও অনেকে মনে করেন। তাই

> এ ধরনের উৎসব কুকুরদের প্রতি মানুষকে আরও সহানুভূতিশীল করে তুললেই ভালো।
>
> **দীপায়ন সেন** পশুপ্রেমী

নেপালিদের পাঁচদিনব্যাপী তিহার উৎসবে এদের পুজো করা হয়।' এদের পুজোয় সংসারে ধন সমাগম হয় বলেই অনেকের বিশ্বাস। পশুপ্রেমী দীপায়ন সেন বললেন, 'এ ধরনের উৎসব কুকুরদের প্রতি মানুষকে আরও সহানুভূতিশীল করে তুললেই ভালো।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৬৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৬৫৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ধর্মীয় উৎসবে সাহায্যের উজ্জ্বল নজির

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২০ অক্টোবর : নবি দিবস, রামনবমী, কালীপুজো! সম্প্রীতির ঐতিহ্য ধরে রাখল বীরপাড়া। এবছর দেবীগড়ে সিম্ফনি ক্লাবের পুজোর প্রতিমা দিলেন ভানুনগরের মোতি খান এবং শেখ মহম্মদ সিকন্দর। বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন ক্লাব এবং পুজো কমিটির সভাপতি উৎপলকুমার রায়।

মোতি খানের গাড়ি মেরামতের গ্যারাজ রয়েছে। সিকন্দরের পরিবহণ ব্যবসা। প্রতি বছর রামনবমীর র‍্যালিতে পুণ্যার্থীদের মধ্যে মুসলিম সমাজের তরফে পানীয় জল, শরবত বিলিতে দেখা যায় মোতি খান, হাকিম খানদের। আবার নবি দিবসের র‍্যালিতে পুণ্যার্থীদের জল, শরবত বিলি করতে দেখা যায় উৎপলদের। উৎপল বলছেন, 'বিভিন্ন ভাষাভাষী, ধর্মাবলম্বী মানুষের দেশ ভারতবর্ষ। এছাড়া যুগ যুগ ধরে বীরপাড়ায় আমরা সম্প্রীতির আবহে বসবাস করছি। প্রতি বছরই নানা সম্প্রদায়ের

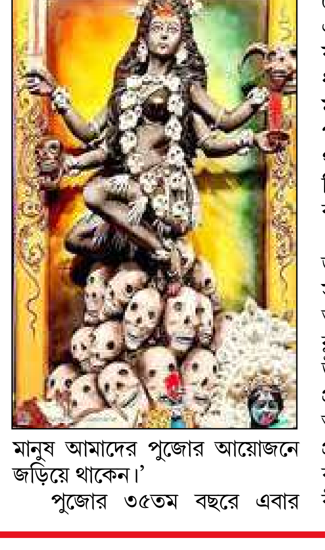

মানুষ আমাদের পুজোর আয়োজনে জড়িয়ে থাকেন।'

পুজোর ৩৫তম বছরে এবার সিম্ফনির বাজেট ৫ লক্ষ টাকা। প্রতিমার মূল্য ১৪ হাজার টাকা। সমান ভাগে ওই টাকা দিয়েছেন মোতি এবং সিকন্দর। ক্লাব কোষাধ্যক্ষ ভাস্কর গোস্বামী বলছেন, 'আমরা আপ্লুত! এতে সমাজের কাছে সদর্থক বার্তা যাবে।' মোতির প্রতিক্রিয়া, 'যুগ যুগ ধরে বীরপাড়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করছি। পুজোয় বিভিন্ন ক্লাবকে চাঁদা দিয়ে থাকি। এবার না হয় প্রতিমা কিনে দিলাম! সম্প্রীতির আবহে বসবাস করাটাই ভারতবর্ষের ঐতিহ্য।'

সোমবার সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ জটেশ্বরে প্রতিমা আনতে যান ক্লাব সদস্যরা। ক্লাব চত্বরে আলোচনায় তখন মোতি খানদের ভূমিকার কথা! ক্লাব সদস্যরা জানালেন, পুজো উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রবীণ ব্যবসায়ী মান্নালাল জৈন বলছিলেন, 'এই সম্প্রীতির আবহই বীরপাড়ার ঐতিহ্য।'

আজ টিভিতে

সূর্য রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ প্রেম আমার, দুপুর ১২.৩০ বড়বউ, বিকেল ৪.০০ মহান, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ সূর্য

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মেমসাহেব, দুপুর ১২.০০ অনুতাপ, ২.৩০ পরিণাম, বিকেল ৫.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, রাত ১১.০০ ভয়

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ আবার বিবাহ অভিযান, দুপুর ১.০০ বাঘ বন্দি খেলা, বিকেল ৪.৩০ ম্যাডাম গীতা রানি (বাংলা ভার্সন), সন্ধে ৭.০০ শিব পার্বতী কথা (চ্যাপ্টার ১), রাত ১০.০০ শিব পার্বতী কথা (চ্যাপ্টার ২)

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ডামাডোল

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ফিরিয়ে দাও

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বলিদান

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : বেলা ১১.০৯ শাদি কে সাইড এফেক্টস, দুপুর ১.২৬ ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী, বিকেল ৩.৪২ দশ, সন্ধে ৬.০৩ গুড লাক জেরি, রাত ১০.০২ তেজ

জি বলিউড : বেলা ১১.০৩ আ অব লওট চলেঁ, দুপুর ২.১৭ নদীয়া কে পার, বিকেল ৫.১৬ ইন্সাফ কওন করেগা, রাত ৮.০০ অবতার, ১০.৪০ দওড়- ফান অফ দ্য রান

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৩ মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি, দুপুর ১.৩৯ কোই মিল গ্যায়া, বিকেল ৪.৫০ অ্যান্টনি, সন্ধে ৭.৩০ তিরঙ্গা, রাত ১০.১৮ ফরেন্সিক

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৪৫ সরকার-থ্রি, দুপুর ২.০০ বরেলি কি বরফি, বিকেল ৪.০৩ গল্লি বয়, সন্ধে ৬.৪৫ মিডল ক্লাস লভ, রাত ৯.০০ কহানি-টু, ১১.১১ এজেন্ট বিনোদ

ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী দুপুর ১.২৬ **স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি**

প্ল্যানেট আর্থ-থ্রি বিকেল ৪.৪৫ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

ঠাকুরবাড়ির স্পেশাল মাটন পোলাও রান্না শেখাবেন এষা গাঙ্গুলি। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্ত্রীর শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পাবেন। কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় উন্নতি। বৃষ : বহুদিন বাদে পুরোনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে। শারীরিক সমস্যার কারণে ভ্রমণ বাতিল করতে হতে পারে। মিথুন : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পারলে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। পথেঘাটে একটু সাবধানে চলফেরা করুন। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান। সিংহ : সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করবেন না। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বাড়তি লগ্নি থেকে একটু সাবধানে থাকুন। কন্যা : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন, তাতে মানসিক চাপ কমবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। তুলা : পড়াশোনার সঙ্গে যুক্তদের নতুন সুযোগ আসতে চলেছে। সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে পরিমর্শ করুন। বৃশ্চিক : কর্মপ্রার্থীরা নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। অপরিচিত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে লেনদেনে জড়াবেন না। ধনু : কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে বড় ক্ষতি হতে পারে। বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণায় সাফল্য পাবেন। মকর : বিপদে ভাইবোনেদের কাছে সাহায্যের আশা করবেন না। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চললে লাভবান হবেন। কুম্ভ : সাংসারিক খরচ বাড়লেও চিন্তার কিছু নেই। কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করতে হতে পারে। বিদ্যার্থীদের শুভ। মীন : সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। জমি, ফ্ল্যাট কেনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ আশ্বিন, ২১ অক্টোবর ২০২৫, ৩ কাতি, সংবৎ ১৫ কার্তিক বদি, ২৮ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪০, অঃ ৫।৪। মঙ্গলবার, অমাবস্যা অপরাহ্ণ ৪।২৭। চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ১০।৩৯। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ৩।৫৪। নাগকরণ অপরাহ্ণ ৪।২৭ গতে কিন্তুঘ্নকরণ শেষরাত্রি ৫।২১ গতে ববকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ৯।৩৬ গতে তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ, রাত্রি ১০।৩৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, অপরাহ্ণ ৪।২৭ গতে পূর্ব্বে। বারবেলাদি- ৭।৬ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ১২।৪৮ গতে ২।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি- ৬।৩৯ গতে ৮।১৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, অপরাহ্ণ ৪।২৭ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস। দীপান্বিতা পার্বণশ্রাদ্ধ। দ্বীপান্বিতাকৃত্য। আলিপুরদুয়ার জেলার হ্যামিলটনগঞ্জে কালীবাড়ি পুজো কমিটির উদ্যোগে শতাধিক বছর ধরে (প্রতিষ্ঠা ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ) মায়ের পুজো ও বারোদিনব্যাপী মেলা হয়। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৭ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ৯।১০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।১৬ মধ্যে ও ৫।১ গতে ৫।৪১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

খড়িয়াল গ্রামে ভস্মীভূত তিনটি বাড়ি।

দিনেরবেলা ভস্মীভূত তিনটি বাড়ি

উৎসবের আনন্দ ম্লান চাঁচলে

মুরতুজ আলম

সামসী, ২০ অক্টোবর : কালীপুজোর দুপুরে ভস্মীভূত হল তিনটি বাড়ি। সব হারিয়ে খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিল তিনটি পরিবার। সোমবার বিকেল তিনটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল-১ ব্লকের অলিহন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের খুড়িয়াল গ্রামে। কী কারণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে, তা পরিষ্কার না হলেও রান্নার উনুন থেকে ঘটনাটি ঘটেছে বলে দমকলের প্রাথমিক অনুমান। ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি পরিবারকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

উৎসবের আনন্দ ম্লান অলিহন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েতের খুড়িয়াল গ্রামে। কালীপুজোকে কেন্দ্র করে এলাকা যখন উৎসবমুখর, তখনই এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে। চোখের সামনে বাড়ি ছাই হতে দেখেন বাজো বেওয়া, ছবি বেওয়া ও মহম্মদ তসলিমুদ্দিন। স্থানীয়রা চোখের সামনে দেখতে পান পরপর তিনটি বাড়ির জ্বলছে। বাড়ি থেকে বালতি, কলসি দিয়ে জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন স্থানীয়রা। চাঁচল দমকলের ইঞ্জিন যখন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে, তখন ঘরের ভিতরে থাকা সমস্ত কিছু ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। আগুন সবকিছু গ্রাস করে নেওয়ায় ও অবশিষ্ট কিছু না থাকায় ভেঙে পড়েন তসলিমুদ্দিনরা। ঘরে থাকা নগদ টাকাও ভস্মীভূত হয়েছে বলে বক্তব্য ক্ষতিগ্রস্তদের। তসলিমুদ্দিন বলছেন, 'কিছু বাঁচাতে পারিনি। ঘরে থাকা খাট, বিছানা, জামাকাপড়, ধান, চাল, সমস্ত কিছুই ভস্মীভূত হয়েছে। বুঝতে পারছি না আমরা কোথায় থাকব, কী করব।' একই বক্তব্য বাজো, ছবিদের।

দিনমজুর অসহায় তিনটি পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন গ্রামবাসীরা। যতটা পারছেন তাঁরা পাশে থাকার চেষ্টা করছেন। কালীপুজোর দিন এমন ঘটনা ঘটায়, পুজোর আনন্দ আর নেই বলে তাঁদের বক্তব্য। ক্ষতিগ্রস্ত তিনটি পরিবারকে যাতে ব্লক প্রশাসন সাহায্য করে, সেই আর্জিও রেখেছেন তাঁরা। সবমিলিয়ে তিন লক্ষ টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি। কী কী ভস্মীভূত হয়েছে, সেই তালিকা তৈরি করে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। আবেদনের ভিত্তিতে যতটা সম্ভব ত্রাণ এবং সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে চাঁচল-১ ব্লকের তরফে।

মর্মান্তিক

- চোখের সামনে বাড়ি ছাই হতে দেখেন বাজো বেওয়া, ছবি বেওয়া ও মহম্মদ তসলিমুদ্দিন
- স্থানীয়রা চোখের সামনে দেখতে পান পরপর তিনটি বাড়ি জ্বলছে
- বাড়ি থেকে বালতি, কলসি দিয়ে জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন স্থানীয়রা
- চাঁচল দমকলের ইঞ্জিন যখন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে, তখন ঘরের ভিতরে থাকা সমস্ত কিছু ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে
- আগুন সবকিছু গ্রাস করে নেওয়ায় ও অবশিষ্ট কিছু না থাকায় ভেঙে পড়েন তসলিমুদ্দিনরা

সীমান্তে বিএসএফের দীপাবলি উদযাপন

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ অক্টোবর : দায়িত্ব বড় বালাই। আর সেই দায়িত্ব যদি দেশরক্ষা হয় তাহলে তো কথাই নেই। কাজই তখন স্বজন হয়ে দাঁড়ায়। কাজের ফাঁকেই উৎসবের অবকাশ খুঁজে নিতে হয়। সোমবার এমনই দৃশ্য ধরা পড়ল, বালুরঘাটের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ডাংগি এলাকার সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর জওয়ানদের ২৯ নম্বর ব্যাটালিয়নে। সীমান্তের কাঁটাতারের ওপরেই মোমবাতি জ্বেলে তাঁরা আলোর উৎসবে মেতে উঠলেন। সঙ্গী হলেন গ্রামবাসীরাও।

দীপাবলি এলেও, একসঙ্গে সব সীমান্তরক্ষী ছুটি পাবেন না এটাই স্বাভাবিক। যাঁরা এই দীপাবলিতে বাড়ি যেতে পারলেন না, তাঁরা কাঁটাতারের পাশেই আলোর উৎসবে মেতে উঠলেন। হরেক গুরুদায়িত্ব, কর্তব্যও তখন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এদিন সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের ডাংগি সীমান্তও সেই অনন্য দৃশ্যের সাক্ষী রইল। সীমান্তে তখন কোনও অন্ধকার বা নীরবতা নেই, স্রেফ আলো আর উদযাপন। তবে শুধু এপারে আলো জ্বালিয়ে দীপাবলি উদযাপনই নয়, বরং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর জওয়ানদের সঙ্গেও উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেন তাঁরা। একে অপরকে মিষ্টিমুখ করিয়ে দেন বিএসএফ ও বিজিবির জওয়ানরা। আজকের হানাহানি ও বিদ্বেষসর্বস্ব ভারতে এই দৃশ্য পরম সৌহার্দ্যের বার্তাও বটে।

স্থানীয় বাসিন্দা গৌতম বর্মন বলেন, 'প্রতিবছর দূর থেকে দেখি জওয়ানরা কীভাবে দিনরাত কাজ করেন। এবার তাঁদের দীপাবলি পালন করতে দেখে গর্ব হচ্ছে। মনে হচ্ছে, সীমান্তের কাঁটাতার যেন একসঙ্গে উৎসবের আলোয় মিশে গিয়েছে।'

আরেক বাসিন্দা রেণুকা মণ্ডলও হাসিমুখে বললেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েরাও আজ তাঁদের সঙ্গে মোমবাতি জ্বালাতে গিয়েছিল। এত কাছ থেকে এমন দৃশ্য কখনও দেখিনি। মনে হচ্ছে, সীমান্ত নয়, এ যেন একটা বড় পরিবারই বটে।' এভাবেই ডাংগির সীমান্ত এলাকা এদিন যেন নতুন সাজে সেজে উঠেছিল। জওয়ানদের হাতে মোমবাতির আলোয় ঝলমল করছিল কাঁটাতার, দূর থেকে যেন মনে হচ্ছিল আলোর মালা। দীপাবলির আলোয় সীমান্তে ফুটে উঠল ভ্রাতৃত্বের এক অন্য রূপ।

> প্রতিবছর দূর থেকে দেখি জওয়ানরা কীভাবে দিনরাত কাজ করেন। এবার তাঁদের দীপাবলি পালন করতে দেখে গর্ব হচ্ছে। মনে হচ্ছে, সীমান্তের কাঁটাতার যেন একসঙ্গে উৎসবের আলোয় মিশে গিয়েছে।
>
> – **গৌতম বর্মন** স্থানীয় বাসিন্দা

নৌকায় নদী পার হয়ে রক্ষা করলেন তিস্তা পারের বাসিন্দারা

দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত পুলিশ

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২০ অক্টোবর : তিস্তায় পাচারকারীদের গতিবিধির উপর নজরদারি চালাতে গিয়ে পাচারকারীদের হাতেই আক্রান্ত হল সাদা পোশাকের পুলিশ। খবর পেয়ে নৌকায় নদী পেরিয়ে চরে গিয়ে পাচারকারীদের হাত থেকে পুলিশকে বাঁচালেন তিস্তা পাড়ের বাসিন্দারা। পাচারকারীদের মারের থেকে রক্ষা পেতে সেই সময় ধানখেতে লুকিয়ে পড়ে পুলিশ। রবিবার রাতে হলদিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জ ব্লকের সীমান্তবর্তী ৪০ নিজতরফ এলাকার তিস্তার চরে এমন ঘটনায় হইচই পড়ে যায়। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাইয়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। অভিযান চালিয়ে গভীর রাতে সেখান থেকে ফিরে আসে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে অভিযুক্তরা ফেরার।

সম্প্রতি জয়ী সেতু এলাকায় তিস্তা থেকে প্রচুর সংখ্যায় গোরু উদ্ধার করে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হলদিবাড়ি ব্লকের এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তারও করে পুলিশ। পুলিশ জানতে পারে, তিস্তায় এখন জল বেশি থাকায় তা ব্যবহার করে বাংলাদেশে গোরু পাচার করা হচ্ছে। এজন্য হলদিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জ ব্লকের সীমান্তবর্তী ৪০ নিজতরফ এলাকায় তিস্তার চরে গোরু রাখার খোঁয়াড় তৈরি হয়েছে। তারপর থেকে ওই এলাকায় নজরদারি শুরু করে মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ি পুলিশ।

রবিবার সন্ধ্যায় এমনই নজরদারি করতে হলদিবাড়ি এনভিএফ কর্মী রাহুল হক, সিভিক ভলান্টিয়ার আনারুল হক ও ডিআইবি-র সিভিক ভলান্টিয়ার তাপস দাস ওই এলাকায় পৌঁছান। সকলেই সাদা পোশাকে ছিলেন। নদী পার হওয়ার জন্য স্থানীয় কৃষক গৌরাঙ্গ দাসের নৌকাভাড়া করেন তাঁরা। হামলার সময় গৌরাঙ্গও তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন।

ওই পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের অভিযোগ, এলাকায় পৌঁছাতেই তাঁদের দেখে কালাম মণ্ডল নামে এক পাচারকারী দৌড় শুরু করে। তার পিছনে সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীরাও ছুটতে থাকেন। অন্য পাচারকারীরা নৌকায় পুলিশকর্মীদের চরে নিয়ে যাওয়ার জন্য গৌরাঙ্গকে মারধর শুরু করে। তাঁকে বাঁচাতে গেলে ওই পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের ওপরও হামলা হয়। ধানখেতে লুকিয়ে প্রাণে বাঁচেন এক সিভিক ভলান্টিয়ার। এদিকে হলদিবাড়ির দিকে বিবিগঞ্জ গ্রাম থেকে সেখানে পৌঁছান স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা পৌঁছোতেই এলাকা ছেড়ে পালায় পাচারকারীরা। পরে আইসি-র নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী গিয়ে আহত পুলিশকর্মীদের উদ্ধার করে হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পম্পা বর্মনের স্বামী তৃণমূল নেতা সন্তোষ বর্মনের দাবি, 'নদীর চরের ওই এলাকায় চাষবাসের জন্য মেখলিগঞ্জের ৪০ নিজতরফের দশটি পরিবার বসবাস করে। তাদের সঙ্গে গোরু পাচারের কোনও সম্পর্ক নেই। পুলিশ তাদের অযথা হেনস্তা করছে। কৃষিকাজের ঘর ভেঙে দিয়ে বীজ ও সার নষ্ট করেছে।' অভিযোগ অস্বীকার করে হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাই জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই জানিয়েছেন, গোরু পাচারে নজরদারি চালাতে ওই এলাকায় সাদা পোশাকের পুলিশকর্মীরা গিয়েছিলেন। তাঁদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। এ বিষয়ে একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

আহত কৃষক গৌরাঙ্গ দাসের বাড়িতে ভিড়। সোমবার।

চরের ঘটনা

- তিস্তার দু'পারে হলদিবাড়ির বিবিগঞ্জ ও মেখলিগঞ্জের ৪০ নিজতরফ গ্রাম
- নদীর মধ্যে চর এলাকায় গোরু পাচারকারীদের খোঁজে যায় পুলিশ
- প্রথমে বিবিগঞ্জের বাসিন্দারা ও পরে মেখলিগঞ্জ থানার বিশাল বাহিনী পৌঁছায় চরে
- অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালায়
- অভিযুক্তদের পাশে দাঁড়িয়ে পুলিশকে দোষারোপ তৃণমূল নেতার

মাটির খেলনায় অনীহা খুদেদের

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ অক্টোবর : একটা সময় ছিল, যখন গ্রামের শিশু-কিশোররা মেলায় গেলে বাবা-মায়ের কাছে বায়না ধরে মাটির বাঘ-সিংহ, হাঁড়ি-কড়াই কিনে তবেই বাড়ি ফিরত। সে যে কীরকম স্মরণীয় ব্যাপার, তা সেসময়কার শৈশব কাটানো ব্যক্তিরাই বোঝেন। ভোগেন নস্টালজিয়ায়। কিন্তু এই উপলব্ধির মূল্য বুঝবে না 'জেন আলফা'। কালের গতিতে হারানোর পথে সেই অধ্যায়।

নিত্যনতুন আধুনিক খেলনার সমাহারে দিগ্‌ভ্রান্ত মন। কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবে তারা! সন্তুষ্টি হয় না একটিতে, যেন আরও পেলে ভালো হয়। ওদিকে, আশপাশেই থাকা মাটির খেলনার পসরায় চোখ যায় না ওদের। বিক্রেতারা বসে থাকেন। কাবার হয়ে যায় দিন। দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে কালীপুজো-ভাইফোঁটা পর্যন্ত চলা হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন মেলায় দেখা যাচ্ছে এমনটাই। সারাবছর উৎসবের এই মরশুমের দিকেই তাকিয়ে থাকেন ওঁরা। কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল।

স্থানীয় রামনগর গ্রামের মাটির খেলনা প্রস্তুতকারক চন্দন পাল বলেন, 'অন্যান্য মেলার পাশাপাশি সারাবছর ধরে আমরা দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, কার্তিক পুজোর মেলার জন্য হাঁড়ি-পাতিল, ছাগল, সিংহ-বাঘ সহ মাটির নানান ছোট ছোট খেলনা তৈরি করি। এগুলোর দামও খুব একটা বেশি নয়। আগে এসবের চাহিদা ছিল। এখন প্লাস্টিকের খেলনার দাপটে বিক্রি নেই বললেই চলে।'

বারদুয়ারি কালীপুজোর মেলায় মাটির খেলনার দোকান দিয়েছেন শংকর পাল। তিনিই তৈরি করেন খেলনা। বললেন, 'আমাদের প্রধান ক্রেতা ছিল শিশুরা। কিন্তু এখন মাটির এই খেলনা চোখই টানে না ওদের। কী করব, প্রতিবার ঐতিহ্য মেনেই কালীপুজোর মেলার জন্য পসরা নিয়ে বসি। আমাদের পরিবারের নতুন প্রজন্ম এই পেশায় আসতে উৎসাহ পাচ্ছে না।' মানে, বংশের এই পরম্পরার শেষ এখানেই।

প্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে বিষয়টি মেনে নেওয়া কষ্টকরই বটে। হরিশ্চন্দ্রপুরের বাসিন্দা সুপ্রতিম সুকুলের কথায়, 'একটা সময় এখানকার কালীপুজোর মেলায় গেলে আমরা মাটির খেলনা না নিয়ে বাড়ি ফিরতাম না। সেই দিন আর নেই। বাংলার মাটির এই শিল্পটি প্রচার এবং বিক্রির অভাবে বিলুপ্ত হতে বসেছে। এই সকল মৃৎশিল্পীর জন্য সরকারের কিছু ভাবা উচিত।' এমনটাই বক্তব্য হরিশ্চন্দ্রপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজউদ্দিন আহমেদেরও। তিনি বলেন, 'এটা বাংলার পুরোনো শিল্প। সরকার যদি ঠিকমতো প্রচার করত, তাহলে টেরাকোটার মতো মাটির খেলনাও প্রচার পেত।'

হরিশ্চন্দ্রপুরের কালীপুজোর মেলায় মাটির তৈরি বিভিন্ন খেলনা।

> আমাদের প্রধান ক্রেতা ছিল শিশুরা। কিন্তু এখন মাটির এই খেলনা চোখই টানে না ওদের। কী করব, প্রতিবার ঐতিহ্য মেনেই কালীপুজোর মেলার জন্য পসরা নিয়ে বসি। আমাদের পরিবারের নতুন প্রজন্ম এই পেশায় আসতে উৎসাহ পাচ্ছে না।
>
> – **শংকর পাল,** মৃৎশিল্পী

পানীয় জল পরিষেবা চালু

বালুরঘাট, ২০ অক্টোবর : দীর্ঘদিন টিনের ঘরে চলেছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র। দুই বছর আগে পাকা ভবন তৈরি হলেও কোনও জলের ব্যবস্থা ছিল না। জলশূন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কথা উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশ হতেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। সোমবার বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পানীয় জলের গভীর নলকূপ বসানো হল। জল নিয়ে সমস্যায় ভোগা বড়কাশীপুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে অবশেষে পানীয় জলের পরিষেবা শুরু হল। এতদিন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা রোগী ও তাঁদের পরিবার, কমিউনিটি হেলথ অফিসার সহ নয়জন স্বাস্থ্যকর্মীদের কেউই শৌচালয় ব্যবহার করতে পারতেন না। বাইরে থেকে জল কিনে ব্যবহার করতে হত। অবশেষে এদিন দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যা মিটে যাওয়ায় খুশি এলাকাবাসী।

দোকানঘরে বোমা বাজেয়াপ্ত

বৈষ্ণবনগর, ২০ অক্টোবর : মালদার বৈষ্ণবনগর থানার ধুরিটোলা এলাকায় নির্মীয়মাণ একটি দোকান ঘর থেকে একসঙ্গে ৬টি বোমা উদ্ধার হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় ধুরিটোলার কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা ওই দোকান ঘরের ভেতরে একটি প্লাস্টিকের বালতিতে ৬টি বল আকৃতির বস্তু দেখতে পান। সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাটি ঘিরে ফেলে। এরপর বম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়। সোমবার সকালে সিআইডির বম্ব স্কোয়াডের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে এসে বোমাগুলিকে উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করেন। কে বা কারা ওই বোমাগুলি সেখানে রেখেছিল তা জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

থিম সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ

কুশমণ্ডি, ২০ অক্টোবর : কুশমণ্ডি থানাপাড়া কালীপুজোর এবছরের থিম সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ। এসডিপিও দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'উদ্যোক্তারা যেভাবে দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে সচেতনতামূলক থিম বানিয়েছেন, সেটা সত্যিই প্রশংসনীয়।'

রায়গঞ্জ বীরনগর কল্যাণ সংঘে দেবী বরণ। সোমবার। ছবি : রাহুল দেব

বিদ্রোহী ক্লাবের মণ্ডপে কেদারনাথ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ২০ অক্টোবর : পতিরামের কালীপুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হল ডাকবাংলোপাড়ার বিদ্রোহী ক্লাবের কালীপুজো। এই ক্লাব প্রতি বছর এলাকাবাসীকে নতুন থিম উপহার দেয়। তাদের পুজোয় দেখা যায় শিল্পের ছোঁয়া ও উৎসবের আমেজ। তবে শুরুর দিকে এই পুজোয় এত জাঁকজমক ছিল না। আগে শুধু নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে পুজো হত। গত দেড় দশক ধরে এই পুজোর রূপ বদলে গিয়েছে। এবছর এই ক্লাবের পুজো ৪১ বছরে পা দিয়েছে। এবছর তাদের শ্যামাপুজোর মণ্ডপটি তৈরি হয়েছে কেদারনাথ মন্দিরের আদলে।

কেদারনাথ মন্দিরের আদলে মণ্ডপটি তৈরি করেছেন মণ্ডপশিল্পী অমল সিং। কালীপুজো এবং পুজোর পর কয়েকটা দিন যাতে পতিরামে এক টুকরো উত্তরাখণ্ডকে ফুটিয়ে তোলা যায় সেই চেষ্টা করছেন তিনি। কালীপুজো মানেই আলোর উৎসব। তাই শুধু মণ্ডপসজ্জায় নয় চমক থাকবে আলোকসজ্জাতেও। এই আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন আলোকশিল্পী সুরজিৎ সাহা। তিনি মণ্ডপ সংলগ্ন এলাকাকে আলোয় মুড়ে দেবেন। মণ্ডপে প্রবেশের রাস্তায় দেখা যাবে একাধিক আলোকতোরণ।

মণ্ডপসজ্জা ও আলোকসজ্জা বাদে প্রতিমাতেও থাকবে থিমের ছোঁয়া। প্রতিমা তৈরি করেছেন মৃৎশিল্পী মনতোষ মহন্ত। তিনি জানান, মায়ের প্রতিমার মধ্যে দিয়ে তিনি 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'-এই বার্তাটি দর্শনার্থীদের কাছে পৌঁছে দিতে চান। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই বার্তা আজকের দিনে খুব প্রাসঙ্গিক। প্রতিমার পেছনে যে ছবিগুলি দেখা যাবে সেগুলি অমন চৌহান ও চন্দন চৌহান এঁকেছেন। এই ছবিগুলি দর্শকদের আকর্ষিত করবে বলে আশা করছেন তাঁরা।

এই বিদ্রোহী ক্লাবের পরিচয় শুধু থিম পুজোর জন্য নয়, এই পুজোটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য খ্যাত। প্রতি বছর পুজোর কয়েকদিন ধরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে। এই অনুষ্ঠান দেখতে স্থানীয়দের পাশাপাশি বাইরের থেকেও দর্শনার্থীরা এসে এই ক্লাবের পুজোয় ভিড় জমান।

ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ দীপ্তিমান ঘোষ বলেন, 'আগে এত জাঁকজমক না হলেও এখন আমাদের ক্লাবে প্রত্যেক বছর থিম পুজোর আয়োজন করা হয়। এবছর আমাদের পুজোর বাজেট প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা।'

ঝুলন্ত দেহ

বুনিয়াদপুর, ২০ অক্টোবর : ঝুলন্ত অবস্থায় নবম শ্রেণির এক পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হল বংশীহারীর ধুমপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই পড়ুয়ার নাম প্রগতি রায়। সোমবার সকালে তার ঘরে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় পরিবারের লোকজন। এরপর প্রগতিকে রশিদপুর হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে জানান। এদিন বংশীহারী থানার পুলিশ অস্বাভাবিক একটি মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহটি বালুরঘাটে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

হরিরামপুর, ২০ অক্টোবর : রবিবার সন্ধ্যায় হরিরামপুর বিশহর আদিবাসী ক্লাব ও রাজবংশী গাভুর সংঘের উদ্যোগে কালীপুজো উপলক্ষ্যে ছোটদের ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হরিরামপুর পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি কর্মাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ হাঁসদা, সৈয়দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাংখাই হাঁসদা প্রমুখ।

কালীপুজোয় মিলনমেলা, সম্প্রীতির নিদর্শন

অনুপ মণ্ডল

বুনিয়াদপুর, ২০ অক্টোবর : কালীপুজোকে কেন্দ্র করে সোমবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী সহ বুনিয়াদপুর পুর এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে জনতার ঢল নামে। সব মিলে এই এলাকায় ২০০-রও বেশি কালীপুজো হয়েছে।

বংশীহারী এলাহাবাদ পঞ্চায়েতের বিবিহারে শতাব্দীপ্রাচীন কালীপুজোকে কেন্দ্র করে জনতার উৎসাহ তুঙ্গে। মন্দিরের দুই কিলোমিটার দূরে ধূমপাড়া গ্রামের সিংহ পরিবার এই পুজো পাঁচ পুরুষ ধরে করে আসছে। মন্দিরের পাশেই বিবিহার গ্রাম রয়েছে। সেই গ্রামের অধিকাংশ পরিবার মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। ধূমপাড়ার সিংহ পরিবার এই পুজো করলেও বিবিহারের মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলাদের অনেকেই পুজোর দিন বিকেলে এই পুজোয় ভোগের ডালাতে বাতাসা নিয়ে পুজো দিতে আসেন। এছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুজোর দিন দুপুর থেকে ভক্তদের সমাগম হয়। মানতের পাঁঠা, পায়রা হাতে অনেককেই মন্দিরের পাশে আটচালায় অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছে। মন্দিরের বাঁ পাশে ভোগ রাখার ঘরের সামনে লম্বা লাইন।

বিবিহার গ্রামের ইসমত আরা খাতুন বললেন, 'ছোটবেলা থেকেই এই পুজোয় ভোগ দিতে আসি। মালদা জেলায় বিয়ে হলেও মাঝে কয়েক বছর আসা হয়নি। গত তিন বছর থেকে পুজোর দুইদিন আগেই বিবিহারে চলে আসি। প্রতি বছর এই দিনটির অপেক্ষায় থাকি। এবারও এসেছি। মায়ের কাছে মানত করে ফল পাওয়ায় আজকে বাতাসা ভোগ দিয়ে গেলাম। অনেক আপদবিপদ থেকে মা আমাদের রক্ষা করেন।'

বেলা গড়ানোর পাশাপাশি দিঘিবংশীহারীতে শতাব্দীপ্রাচীন রক্ষাকালীর পুজোয় উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। খোলা আকাশে বেদিতে সন্ধ্যার মধ্যে দেবীর পুজো শেষ হয়ে যায়। এলাকার শতাধিক মহিলা এই পুজোয় অংশ নেন। দুপুর থেকে বেদিতে দুধ-জল দেওয়া শুরু হয়েছে। পাশের গ্রাম থেকে শতাধিক মহিলা দুধ-জল, ভোগের ডালা নিয়ে উপস্থিত হন। আমিনপুর কাছারির জমিদারবাড়ির প্রতিনিধিরা ঢাক ও ঘট নিয়ে আসার পর দেবীর পুজো শুরু হয়। দিঘিবংশীহারীর দিঘি থেকে ঘটে জল ভরে বেদির সামনে রেখে পুজোর সূচনা হয়। বেদিতে পুজো শেষে পাঁঠা ও পায়রা বলি হয়েছে। সন্ধ্যার মধ্যে এখানে পুজো শেষ হয়। এখনকার পুজো শেষে ঘট ও ফুল চলে যায় আমিনপুর কাছারিবাড়ির কালীপুজোয়। আর ওই ঘটে সেখানকার রক্ষাকালীপুজো শুরু হয়। দিঘিবংশীহারীর রক্ষাকালী বড় বোন হওয়ায় তাঁর পুজো সবার আগে হয়।

এছাড়াও বংশীহারী ও বুনিয়াদপুরে বিগ বাজেট পুজোগুলির মধ্যে দৌলতপুর বিদ্রোহী ক্লাব, অমর সংঘের পুজোয় সন্ধ্যা থেকেই দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল লক্ষণীয়।

বিবিহারে ভোগের ডালা নিয়ে ইসমত আরা খাতুন।

> মালদা জেলায় বিয়ে হলেও মাঝে কয়েক বছর আসা হয়নি। গত তিন বছর থেকে পুজোর দুইদিন আগেই বিবিহারে চলে আসি। প্রতি বছর এই দিনটির অপেক্ষায় থাকি। এবারও এসেছি। মায়ের কাছে মানত করে ফল পাওয়ায় আজকে বাতাসা ভোগ দিয়ে গেলাম।
>
> – **ইসমত আরা খাতুন** *বিবিহার গ্রামের বাসিন্দা*

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা রাধেশ্যাম সরকার - কে 04.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 46L 26854 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি প্রায়শই অনেক সাধারণ মানুষকে ডিয়ার লটারির মাধ্যমে কোটিপতি হতে দেখেছি। এটি আমাকে জীবনে পরবর্তী সুযোগ নেওয়ার উদ্দীপনা জুগিয়েছে। এই এক কোটি টাকা জয়লাভ করে আমি নিজেকে অনেক ভাগ্যবান বোধ করছি। এই জয় আমার জীবনে নতুন সম্ভাবনা এবং স্থিতিশীলতার উন্মোচন করেছে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার সমস্ত ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

খোলা আকাশের নীচে জেনারেটর

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ অক্টোবর : প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বরাদ্দ হয়েছে জেনারেটর। লক্ষাধিক টাকা দিয়ে ক্রয় করে বছরখানেক আগে সেই নতুন জেনারেটর হাসপাতাল চত্বরে বসেও গিয়েছে। কিন্তু ওই জেনারেটর চালাতে গেলে তো তেল দরকার। সেই তেল আসবে কোথা থেকে? এছাড়াও জেনারেটর রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা কে করবেন এ নিয়ে কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের ভালুকা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ।

এর ফলে হাসপাতাল চত্বরে খোলা আকাশের নীচে রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, জলে উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে ওই জেনারেটরটি। কোনওরকমে ইনভার্টারের ভরসায় চলছে ওই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বিদ্যুৎ না থাকলে মাঝেমধ্যে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের।

স্থানীয় ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র সূত্রে জানা গিয়েছে, বছরখানেক আগে এই সরকারি বরাদ্দে জেনারেটরটি বসানো হলেও আজ পর্যন্ত তা চালু

হয়নি। এখানে দশটি শয্যাও রয়েছে। হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের ১০ থেকে ১৫টি গ্রামের ৪০ থেকে ৫০ হাজার মানুষের চিকিৎসার জন্য ভরসা ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি।

স্থানীয় বাসিন্দা বিবেকচন্দ্র সাহা বলেন, 'স্বাধীনতার কয়েক বছর পরে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এখানে দশটি শয্যা রয়েছে। ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে দশজনের বেশি কর্মী রয়েছেন হাসপাতালে। হাসপাতালে বিদ্যুৎ সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য বছরখানেক আগে একটি জেনারেটর সরকার বরাদ্দ করেছিল। কিন্তু হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ সমস্যার জন্য এখনও সেই জেনারেটর চালু হল না। ফলে বিদ্যুৎ না থাকলে ইনভার্টারের ব্যাটারি বসে গেলে অন্ধকারে থাকতে হচ্ছে রোগীদের। আমরা চাই তাড়াতাড়ি এই জেনারেটর চালু হোক।'

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার ডাঃ খাদিযাতুল কুবরা বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরে ওই জেনারেটরটি ওই অবস্থায় রয়েছে। তবে হাসপাতালে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য আমাদের কাছে ইনভার্টার রয়েছে।'

এবিষয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ এর বিএমওএইচ তাপস মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'আমি দায়িত্ব নেওয়ার আগেই জেনারেটরটি এখানে বসানো হয়েছে। তবে তেল বরাদ্দ নিয়ে একটি সমস্যা রয়েছে। তাই এখনও সেটি চালু হয়নি। বিষয়টি আমরা জেলা এবং রাজ্যেও জানিয়েছি। আশা করছি দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।'

পিছাকালীর পুজো

কুশমণ্ডি, ২০ অক্টোবর : আজ কালীপুজো। তার এক রাত পর হয় পিছাকালীর পুজো। তার প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। মঙ্গলবার রাতে এই পুজো হবে। তা ঘিরে এখন গ্রামবাসীর তুমুল ব্যস্ততা।

কুশমণ্ডির দেউল পঞ্চায়েতের বাসিন্দা তথা বিধায়ক রেখা রায় বলেন, শতাব্দীপ্রাচীন রীতি মেনে কালীপুজোর পরের রাতে পিছাকালী নাম দিয়ে কালীপুজো করেন স্থানীয়রা। মঙ্গলবার ভোরে ইসনাইল বাবুপাড়ার মৃৎশিল্পীর বাড়ি থেকে গ্রামবাসীরা কাঁধে করে পিছাকালীর প্রতিমা মণ্ডপে নিয়ে যাবে। তিনদিন চলবে লোকসংস্কৃতির একাধিক অনুষ্ঠান।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মন কষাকষি।। কলকাতার শ্যামবাজারে ছবিটি তুলেছেন শুভঙ্কর সান্যাল।।

গাজোলে নতুন মুখ চেয়ে সরব বিজেপির একাংশ

চিন্ময়কে নিয়ে ক্ষোভ দলে

গৌতম দাস

গাজোল, ২০ অক্টোবর : দলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মনকে নিয়ে আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গিয়েছে জেলা বিজেপি। জেলা ও ব্লক নেতৃত্বের একাংশ যখন আগামী বিধানসভা নির্বাচনে গাজোলে আর চিন্ময়কে প্রার্থী হিসাবে চাইছেন না, তখন সামাজিক মাধ্যমেও দলীয় বিধায়ককে ঘিরে ঝড় উঠেছে। বিধায়ককে নিয়ে সমাজমাধ্যমে বিজেপির এক কর্মীর পোস্ট ভাইরাল হয়েছে। পোস্টে স্পষ্ট ভাষায় লেখা আছে, 'গাজোল বিধানসভায় বিজেপির নতুন প্রার্থী চাই।' এই পোস্টকে সমর্থন করে শেয়ার করেছেন বিজেপি জেলা নেতা ঠাকুরদাস সরকার সহ আরও অনেকে। আর এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে গাজোলজুড়ে।

কিন্তু প্রার্থী বদল করতে চাইছেন কেন?

এই প্রশ্ন করা হয় বিজেপির জেলা নেতা ঠাকুরদাস সরকারকে। প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমাদের মতো যাঁরা দীর্ঘদিনের স্বচ্ছ ভাবমূর্তির বিজেপির নেতা-কর্মী রয়েছেন, তাঁদের পাত্তা দেন না চিন্ময়। গত পাঁচ বছরে বিধায়ক কোথায় কী কাজ করেছেন, তা আমরা কেউ জানি না। শুনতে পাচ্ছি কিছু কাজ নাকি করেছেন তৃণমূলের ঠিকাদারদের দিয়ে। আমরা শুনেছি, ঠিকাদারদের কাছ থেকে তিনি মোটা টাকা নিয়েছেন। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছ থেকেও কাটমানি নিয়েছেন। তাই গাজোলের ৭০ শতাংশ মানুষ বর্তমানে চিন্ময়কে আর চাইছেন না। একথা সত্যি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মঞ্চর ব্যানারে আমরা বিজয়া সম্মিলনি করেছি। সেখানে প্রার্থী বদল নিয়ে দাবি উঠেছে। পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আমাদের এই দাবির সঙ্গে একমত। গাজোল ব্লকের বেশিরভাগ নেতা-কর্মী আমাদের পক্ষে রয়েছেন। আমরা দাবি তুলেছি, চিন্ময় দেব বর্মন নয়, এবারে অন্য কাউকে প্রার্থী করা হোক। চিন্ময়কে প্রার্থী করা হলে দলের একটা বড় অংশ বসে যাবে।'

এবিষয়ে বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন বলেন, 'ওরা কী করবে তা আমি জানি না। সবাইকে তো আমি খুশি করতে পারব না। তবে কারও সঙ্গেই আমার সম্পর্ক খারাপ নয়। আমার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও অভিযোগ থাকলে দলের কাছে জানাক। তাঁদের কাছে যা প্রমাণ রয়েছে, তা দলের কাছে জমা দিন। তবে ২০২১ সালেও আমার প্রার্থী হওয়া নিয়ে দলের কিছু নেতা-মন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ আমার মাথায় আশীর্বাদের হাত রেখেছিলেন। আমি সেই সমস্ত সাধারণ মানুষের উপর ভরসা রাখি।'

বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রতাপ সিং বলেন, 'এটি দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। দলের নেতৃত্ব এই বিষয়ে আলোচনা করে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে।' বিজেপির এই কোন্দলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি রাজকুমার সরকার বলেন, 'বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর গত সাড়ে চার বছরে একটাও কাজ করেননি চিন্ময় দেব বর্মন। বিভিন্ন জায়গা থেকে শুধু কাটমানি খেয়েছেন। এই কথা আজকে বিজেপি নেতা-কর্মীরাও বলছেন। এই সাড়ে চার বছরে গোটা গাজোল তো দূরের কথা, ৩০টি বুথেও পৌঁছাতে পারেননি বিধায়ক। তিনি যদি সেই প্রমাণ দিতে পারেন, তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব।' অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গোটা গাজোল ব্লকে একের পর এক প্রকল্প রূপায়ণ করে চলেছি আমরা। এবারের নির্বাচনে মানুষ যদি আমাদের আশীর্বাদ করেন, তাহলে উন্নয়নের নিরিখে গোটা গাজোলের চেহারাটাই পালটে দেব।'

কী ঘটেছে

- গাজোল বিধানসভায় বিজেপির নতুন প্রার্থী চেয়ে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট
- এই পোস্টকে সমর্থন করে শেয়ার করেছেন বিজেপি জেলা নেতাও
- বিধায়কের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়া সহ একাধিক অভিযোগ
- যদিও সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন চিন্ময় দেব বর্মন

রাস্তার কাজ নিয়ে কং-তৃণমূল তর্জা

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ২০ অক্টোবর : অনেকদিন থেকে রাস্তা বেহাল হয়ে রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে রাস্তা মেরামত করার দায়িত্ব স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে প্রশাসনের। কিন্তু রাস্তা মেরামতকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও কংগ্রেসের মধ্যে বাগযুদ্ধ শুরু হল গয়েশবাড়ি পঞ্চায়েতের বাখরপুর গ্রামের বাগানবাড়ি এলাকায়।

সোমবার সকালে ওই বেহাল রাস্তাটির ঢালাইয়ের কাজ শুরু করা হয়। ফিতা কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে কাজের সূচনা করেন অঞ্চল তৃণমূলের সহ সভাপতি এস মহম্মদ খান, অঞ্চল কনভেনার আবু সুফিয়ান, কামাল হাসান প্রমুখ। এরপর তাঁরা কংগ্রেসের স্থানীয় জেলা পরিষদের সদস্য আবদুল হান্নানের বিরুদ্ধে সরব হন। তিনি এলাকার উন্নয়নে কী কাজ করেছেন তার একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি তোলেন।

গয়েশবাড়ি অঞ্চল তৃণমূলের সহ সভাপতি এস মহম্মদ খান বলেন, 'কংগ্রেসের জেলা পরিষদের সদস্য এলাকা উন্নয়নের জন্য দুই বছরে দুই কোটি টাকা পেয়েছেন। সেই টাকা কোথায় গেল। কোনও উন্নয়ন না করে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে টাকা আত্মসাৎ করেছেন। রাস্তায় দুই ট্রলি মাটি ফেলে পঞ্চাশ ট্রলি মাটি ফেলার টাকা তুললে চলবে না।'

গয়েশবাড়ির বাখরপুর গ্রামে রাস্তার কাজ নিয়ে বচসা। -সংবাদচিত্র

তাঁর সংযোজন, '২২ মিটার ওই রাস্তাটি সহ আরও দুটি রাস্তার জন্য পঞ্চায়েত থেকে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার বেশি বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য এতদিন কাজ করা হয়নি। এদিন আমরা রাস্তায় ঢালাইয়ের কাজ শুরু করেছি।'

বেশ কিছুদিন আগে বেহাল ওই রাস্তাটিতে মাটি ফেলেন জেলা পরিষদের সদস্য আবদুল হান্নান। এরপর স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বকে চোর বলে তোপ দাগেন তিনি।

এমনকি গয়েশবাড়ি পঞ্চায়েত প্রধানের উদ্দেশ্যে তোপ দেগে বলেন, 'প্রধান বাখরপুর গ্রামের হলেও এই গ্রামে কোনও কাজ করছেন না। প্রধানের গ্রামের রাস্তাঘাটই বেহাল। তৃণমূল নেতাদের বাড়ি থেকে ঘরভর্তি টাকা উদ্ধার হচ্ছে। এরা সবাই চোর। এরা এলাকার উন্নয়ন না করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। আমি এলাকার অনেক উন্নয়ন করেছি।'

স্থানীয় আরেক তৃণমূল নেতা কামাল হাসান আবদুল হান্নানকে আক্রমণ করে বলেন, 'আবদুল হান্নান তৃণমূলে যোগদান করার জন্য তৃণমূল নেতৃত্বর কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এলাকার উন্নয়ন না করে তিনি ভোটের টিকিট নেওয়ার জন্য ব্যস্ত। দুই ট্রলি মাটি ফেলে তৃণমূলের বদনাম করছেন। উনি একজন ধাপ্পাবাজ ও ধোঁকাবাজ লোক। এলাকার মানুষ তাঁকে ভালো করে চিনে ফেলেছেন।'

নিখোঁজ নেতা

পতিরাম, ২০ অক্টোবর : রবিবার সন্ধ্যা থেকে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছেন বালুরঘাট ব্লকের গোপালবাটীর হরিরামপুর গ্রামের তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ কিসকু। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেলে বাড়িতে গোরুবাছুর এনে টিউবওয়েলে পা ধুতে গিয়েই তিনি নিখোঁজ হন।

তাঁর এক আত্মীয় সুজিত কিসকু বলেন, 'হঠাৎ করেই সন্ধ্যা থেকে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। তিনি এই এলাকার তৃণমূল নেতা ছিলেন। কেউ খুঁজে দিলে তাঁকে আমরা পুরস্কৃত করব।' পরিবারের তরফে পতিরাম থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে।

ফোন ফেরত

কুশমণ্ডি, ২০ অক্টোবর : সোমবার কুশমণ্ডি থানা ৩২ জন ব্যক্তির হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে তাঁদের হাতে তুলে দিল। আইসি তরুণ সাহা জানিয়েছেন, ওই ৩২ জনের মোবাইল বিভিন্ন সময়ে খোয়া গিয়েছিল। তাঁরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। উদ্ধার হওয়া সেই মোবাইলগুলি তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

'দশভুজা' কালীর আরাধনা চাঁচলে

মুরতুজ আলম ও সৌরভকুমার মিশ্র

সামসী ও হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ অক্টোবর : দশভুজা শব্দটা শুনলে সকলের নিশ্চয়ই অসুরের বুকে ত্রিশূল বিঁধিয়ে দেওয়া দেবী দুর্গার ছবিই চোখে ভাসে। কিন্তু শুধু দেবী দুর্গা নন, মালদার চাঁচলে দেবী কালীও দশভুজা। শুধু হাত নয়, তাঁর পা-ও দশটি। এমনকি রাবণরাজের মতো মাথাও দশটিই। বছরের পর বছর ধরে দেবী কালী এই রূপেই ভক্তজনের পুজো পাচ্ছেন মালদার চাঁচলের পুষ্প সিনেমা হল রোডে। এলাকাবাসীর কাছেও তিনি 'দশমাথা কালী' নামেই পরিচিত।

তবে কার্তিক মাসের দীপান্বিতা অমাবস্যা নয়, বরং ভূতচতুর্দশীর দিনই পূজিত হন 'দশমাথা' কালী। প্রতিবছরের মতো গত শনিবার, ভূতচতুর্দশীর রাতে মহাধুমধামে দশমাথা কালীর পুজো হল চাঁচলে। এবার ২৪তম বর্ষে পা দিল দশমাথা কালীর পুজো। স্থানীয়রা জানান, এলাকার বাসিন্দা প্রয়াত রাজনন্দন সিংহ এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুজোর দায়িত্ব নেন প্রয়াত খোকন পান্ডে। খোকনের মৃত্যুর পর এখন তাঁর পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রাই পুজোর দায়িত্ব নিয়েছেন। এবছরও ধুনোর গন্ধ, ঢাকের বোল আর পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণে দেবীর পুজোয় মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। তারপর পুজো শেষে দেবীর আরতি ও যজ্ঞ হয়। দেবী দশমাথা কালীর দর্শনে ভিড় করে শহরের সকল ভক্তজন। চিরাচরিত রীতি মেনেই দেবীর আরাধনার পর সকলকে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়। পুজো কমিটির সদস্য অভিষেক পান্ডে বলেন, 'প্রতিবছরই আমরা সকলে ভূতচতুর্দশীর রাতে সম্পূর্ণ নিষ্ঠায় দশমাথা দেবী কালীর পুজো করি। এবছরও তাতে কোনও অন্যথা হয়নি। পুজো ও যজ্ঞের পর সকল ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছে।'

আবার কার্তিকেয় শুক্লপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে চাঁচল হরিশ্চন্দ্রপুরের পিপলা-কাশিমপুর গ্রামেও দশমাথা দেবী কালীর পুজো হয়। প্রতিবছরের মতোই গভীর রাতে বলি দেখতে ভিড় জমান এলাকার ভক্তজনেরা। স্থানীয়দের মতে, ১৯৬৩ সালে স্থানীয় বাসিন্দা কানাই দাস, লিচু দাস ও চিকিৎসক বীরেন্দ্রকুমার দাসের উদ্যোগে ওই দশমাথা কালীর পুজো শুরু হয়েছিল। তখন কালী মন্দিরের জন্য জমি দান করেছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী ব্রহ্মানন্দ কেডিয়া। তারপর থেকেই এলাকাবাসীদের উদ্যোগে ও আর্থিক আনুকূল্যে দশমাথা কালীর পুজো হচ্ছে।

পুণ্যার্থীরা আজও সেখানে মনস্কামনা পূরণের আশায় পায়রা, ছাগল প্রভৃতি বলিদান করেন। এছাড়া সমস্ত রকম আচার মেনে পুজো হওয়ার পাশাপাশি সাতদিন ধরে মেলাও হয়।

চাঁচলের পুষ্প সিনেমা হল রোডে এবং পিপলা কাশিমপুরে দশমাথা কালীমূর্তি।

কিউআর কোড স্ক্যান করে অভিযোগ জানানো যাবে

অ্যাপে নজর আবর্জনার গাড়িতে

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২০ অক্টোবর : ই-কার্ট গাড়ি নির্দিষ্ট সময়ে এলাকায় পৌঁছাচ্ছে কি না, আবর্জনা নিয়মিত সংগ্রহ করা হচ্ছে কি না তা নিয়ে এতদিন বিস্তর অভিযোগ আসত বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে। তারপর সেই সমস্যা খতিয়ে দেখে সমাধান করতেও লেগে যেত অনেক সময়। তবে এবার গ্রামীণ এলাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প নিয়ে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন। প্রশাসনের 'ডি-দিশা অ্যাপ' এখন পরিবেশ সুরক্ষা ও স্বচ্ছতা অভিযানে এক বড় হাতিয়ার।

কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস বলেন, 'আগে ফোনে বা কাগজে অভিযোগ পেতাম। এখন সরাসরি অ্যাপে লগইন করে দেখা যায়। এরপর নিষ্পত্তি করা যায়। এতে এসডব্লিএম প্রকল্পের পুরো প্রক্রিয়াই অনেক বেশি কার্যকর ও গতিশীল হয়েছে।'

কুমারগঞ্জ ব্লকের রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ময়লা পরিষ্কারের গাড়ি কোথায়, কখন পৌঁছাচ্ছে- এই তথ্যের ওপর নজরদারি চলছে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে। যার সাহায্যে সহজেই বোঝা যাচ্ছে কোন গাড়ি কতটা বর্জ্য সংগ্রহ করছে ও কোথায় পৌঁছাচ্ছে। ফলে পুরো ব্যবস্থাই এখন স্বচ্ছ ও তথ্যনির্ভর।

এছাড়া, প্রতিটি ই-কার্ট গাড়ির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে কিউআর কোড। সেখানে স্ক্যান করে এলাকার বাসিন্দারা অভিযোগ জানাতে পারছেন।

রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এসডব্লিউএম ইউনিটের সুপারভাইজার শিবপ্রসাদ কর্মকারের কথায়, 'আগে প্রতিদিনের কাজের হিসেব রাখতে সমস্যা হত। এখন অ্যাপেই সব দেখা যাচ্ছে। কোন এলাকা থেকে কত পরিমাণ বর্জ্য আসছে, তা ট্র্যাক করা যাচ্ছে। ফলে মনিটরিং অনেক সহজ হয়েছে। অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করা যাচ্ছে।'

পাশাপাশি যে বর্জ্য পচনশীল তা সার তৈরিতে পাঠানো হয়, আর প্লাস্টিকজাত বর্জ্য আলাদা করে বিক্রির জন্য প্রস্তুত করা হয়।

প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি পরিবেশপ্রেমীরাও। পরিবেশপ্রেমী অলিন্দ সরকার বলেন, 'এটা খুব ভালো পদক্ষেপ। জেলার সব পঞ্চায়েতে এই ব্যবস্থা চালু হলে গ্রামীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত হবে।' প্রশাসন আশাবাদী যে, আগামীদিনে ওই প্রকল্প অন্যান্য ব্লক ও পঞ্চায়েতেও ছড়িয়ে পড়বে। যাতে গ্রামবাংলাও পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারে।

কী সুবিধা

- প্রশাসনের 'ডি-দিশা অ্যাপ' এখন পরিবেশ সুরক্ষা ও স্বচ্ছতা অভিযানে এক বড় হাতিয়ার
- যার সাহায্যে সহজেই বোঝা যাচ্ছে কোন গাড়ি কতটা বর্জ্য সংগ্রহ করছে ও কোথায় পৌঁছাচ্ছে
- ফলে মনিটরিং অনেক সহজ হয়েছে
- প্রতিটি ই-কার্ট গাড়ির সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে কিউআর কোড
- অভিযোগ এলে সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করা যাচ্ছে

মুসলিম জমিদারের পুজো এখন সর্বজনীন

মুরতুজ আলম

সামসী, ২০ অক্টোবর : মালদায় রতুয়া-২ ব্লকের শ্রীপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে লস্করপুর গ্রাম। ওই গ্রামের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে ৮১ নম্বর জাতীয় সড়ক। জাতীয় সড়কের পাশে একটি বট গাছের নীচে প্রায় আড়াইশো বছরের বেশি পুরোনো একটি কালীপুজো হয়।

১৭৭৪ সালে এই পুজো প্রথম শুরু করেছিলেন পাশের শ্রীপুর গ্রামের মুসলিম জমিদার প্রয়াত মহসিন হোসেন চৌধুরী ও ইউসুফ হোসেন চৌধুরী। তাঁদের নিজেদের জমিতে তাঁরা প্রথম ওই পুজোটি শুরু করেন। এরপর ধীরে ধীরে পুজোটি সর্বজনীন রূপ নেয়। এখানে শাস্ত্রীয় রীতি মেনে ও নিষ্ঠা সহকারে পুজো হয়।

পুজো কমিটির সম্পাদক অলোক সরকার, সভাপতি সমেশচন্দ্র অধিকারী, কোষাধ্যক্ষ তপু সরকারদের কথায় জানা গেল, এবার পুজোর বাজেট প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। এই গ্রামের আশপাশে বেশিরভাগ মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম। তবুও এলাকার মুসলিম সমাজের মানুষ পুজোর জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এই পুজোকে ঘিরে এলাকার হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে আনন্দ উপভোগ করেন। যা এক সম্প্রীতির মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়।

১২ বছর ধরে এই পুজোর প্রতিমা তৈরি করছেন আলাল জোড়গাছি গ্রামের শিল্পী সমকুল পাল। পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন সামসীর পুরোহিত সাধন চক্রবর্তী। এই কালীপুজোয় পাঁঠা ও পায়রাবলির রীতি রয়েছে।

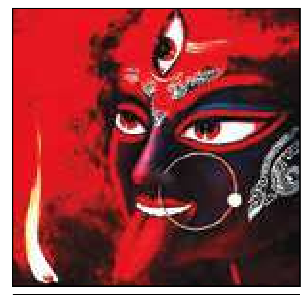

লস্করপুর কালী মন্দির। - সংবাদচিত্র

লস্করপুর কালীপুজো উপলক্ষ্যে দু'দিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলবে। যেগুলির মধ্যে রয়েছে কুইজ, নাচ, গান, আবৃত্তি সহ বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে বাউলগানের আসর। এছাড়াও দু'দিন মেলা বসে। মেলায় স্থানীয়রা ছাড়াও সামসী, গাজোল, আলাল, চাঁচল, মালতীপুর, হরিশ্চন্দ্রপুর, রতুয়া এলাকা থেকে প্রচুর মানুষজন এই মেলায় আসেন। দূরদূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা মেলায় এসে তাঁদের পসরা সাজিয়ে বসেন। এই মেলায় কাঠের আসবাবপত্রের চাহিদা সবথেকে বেশি থাকে।

এমন এক কাঠের আসবাবপত্রের দোকানদার রজব আলি বলেন, 'কালীপুজোর সময় প্রতি বছর লস্করপুরে দোকান বসাই। খাট, চৌকি, চেয়ার, টেবিল থেকে শুরু করে কাঠের তৈরি আরও বিভিন্ন আসবাবপত্র বেচাকেনা হয়। বিক্রিও বেশ ভালো হয়। দু'দিন পরে অন্য দোকানগুলো উঠে গেলেও কাঠের মেলা মাসখানেকেরও বেশি সময় ধরে চলে।'

এলাকার মুসলিম বাসিন্দা তথা পঞ্চায়েত কর্মী সইদুর রহমানের বক্তব্য, 'লস্করপুর কালীপুজোর মেলায় হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন। যুগ যুগ ধরে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যেন এভাবেই শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকে এটাই কামনা করি।' পুজো কমিটির সম্পাদক অলোক সরকার জানালেন, পুজো কমিটির তরফে সাংসদ খগেন মুর্মু, বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী, পুলিশ প্রশাসনের একাধিক কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

বিসর্জনের আগে পায়রার রক্ত দেবীর জিভে

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২০ অক্টোবর : প্রতিবছরের মতো এবছরও ২১ ফুটের বুড়িমা'র পুজো দেখতে ভিড় জমিয়েছেন পাশাপাশি দুই রাজ্যের মানুষ। দীর্ঘ ৩০০ বছর ধরে বড়ই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোবারকপুর কালীতলায় এই পুজো হচ্ছে। এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন চাঁচোলের এক রাজা। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, মোবারকপুরের কালী, লস্করপুরের কালী এবং চাঁচল বত্রিশকোলার কালী তিন বোন। এই তিন বোনের মধ্যে বড় বোন হলেন এই মোবারকপুরের বুড়িমা।

স্থানীয়দের থেকে জানা যায়, প্রতিবছর এখানে কালীপুজোর পরের দিন থেকে মেলা শুরু হয়। বাংলা ও বিহার সীমানাবর্তী এলাকায় মোবারকপুর অবস্থিত হওয়ায় এই বুড়িমায়ের পুজোকে কেন্দ্র করে বসা মেলায় বাংলা ছাড়াও বিহারের বহু পুণ্যার্থী প্রতিবছর অংশগ্রহণ করেন।

স্থানীয় বাসিন্দা ঝুমা সাহা বলেন, 'পুরানো নিয়ম মেনে দেবী প্রতিমা বেদির পাশে তৈরি করা হয়। পুজোর রাতে পাঁঠাবলি দেওয়ার রীতি আজও রয়েছে। বিসর্জনের আগে জোড়া পায়রা বলি দিয়ে তার রক্ত দেবীর জিভে দেওয়া হয়। তারপর রাত পোহাতেই শুরু হয় মেলা। সারারাত ধরে চলে গানের আসর।'

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য নিকুঞ্জকুমার সাহা জানান, এখানে দেবী বুড়িমা কালী নামে পরিচিত। এই প্রতিমার সঙ্গে মিল রয়েছে চাঁচলের বত্রিশকোলা ও রতুয়ার লস্করপুরের কালীমূর্তির। তিনি আরও জানান, ঐতিহ্য মেনে আজও কালীপুজোর দিন দেবীমূর্তিতে রং করা হয়। পুজোর সময় দেবীকে বেদিতে স্থাপন করা হয়। পুজো চলে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে। এখানে মায়ের মূর্তিতে ৫ ফুট উচ্চতার ও আড়াই কেজি ওজনের রুপোর মুকুট পরানো হয়। দেবীর হাতে দেড় কেজির রুপোর খাঁড়া শোভা পায়।

মোবারকপুরে ২১ ফুট উচ্চতার বুড়িমা কালীর মূর্তি।

পাশেই রয়েছে মরা মহানন্দা নদী। এখানে মায়ের মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়। পুজোর পরদিন থেকে চারদিন ধরে মেলা চলে। এই এলাকার অনেকে বাইরে কাজ করেন। তাঁরা দুর্গাপুজোয় বাড়ি ফিরতে না পারলেও কালীপুজোয় বাড়ি আসেন। এই মেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ হাজির হন। তাই এই মেলাটি আজও এলাকায় সম্প্রীতির ছবি ফুটিয়ে তোলে।

এই পুজো কমিটির সম্পাদক নিত্যগোপাল সাহা বলেন, 'মায়ের পুজো হয় স্থায়ী বেদিতে। এতদিন খোলা আকাশের নীচে পুজো হত। মাথার ওপর থাকত একটি চাঁদোয়া। তবে গত বছর থেকে মাথার উপর পাকা ছাদ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু চারদিক এখনও খোলা রয়েছে।'

পুজো কমিটির সভাপতি অরণ্য সাহার কথায়, 'এই বেদিকে ঘিরে বহু বছর আগে একবার মন্দির তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। দেবী স্বপ্নাদেশে জানিয়ে দেন যে, খোলা আকাশের নীচে পুজো করতে হবে যাতে দূর থেকেও ভক্তরা তাঁকে দেখতে পান। তারপর আর মন্দির তৈরির চেষ্টা করা হয়নি। তবে বছর দুয়েক আগে দেবী ফের স্বপ্নাদেশে জানান যে ঘেরা মন্দির নয়, তবে চারদিক খোলা রেখে মাথায় ছাদ তৈরি করা যেতে পারে। তাই শুধু ছাদটি তৈরি করা হয়েছে।'

> পুরোনো নিয়ম মেনে দেবী প্রতিমা বেদির পাশে তৈরি করা হয়। পুজোর রাতে পাঁঠাবলি দেওয়ার রীতি আজও রয়েছে। বিসর্জনের আগে জোড়া পায়রা বলি দিয়ে তার রক্ত দেবীর জিভে দেওয়া হয়। তারপর রাত পোহাতেই শুরু হয় মেলা। সারারাত ধরে চলে গানের আসর।
>
> **ঝুমা সাহা**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

শিল্পীকে মার

দাবি মতো চাঁদা না দেওয়ায় স্থানীয় ক্লাবের সদস্যদের হাতে আক্রান্ত হলেন এক প্রতিমা সাজশিল্পী। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার মানিকতলায়। পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

হোর্ডিং

এনকেডিএ'র চেয়ারম্যান পদ ফিরে পেতেই এবার বেহালা পশ্চিম কেন্দ্রে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে হোর্ডিং পড়ল। এই কেন্দ্রের বিধায়ক পদে আছেন প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

ছাত্রীর দেহ

বাড়ির আলমারি থেকে উদ্ধার হল ১১ বছরের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীর দেহ। রবিবার সন্ধ্যায় আলিপুরের এই ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তদন্ত করছে পুলিশ। তাদের অনুমান, এটি আত্মহত্যাও হতে পারে।

মৃত্যু যাত্রীর

বর্ধমান স্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনার এক সপ্তাহ পর মৃত্যু হল এক রেলযাত্রীর। গত ১২ অক্টোবর দুর্ঘটনার পর থেকে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। গাফিলতির কথা স্বীকার করেছে রেল।

প্রদীপের কারিগরের ঘর থাকে আঁধারেই

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : শেষ বেলা। দোকানে বসেই ঢুলছেন বছর ৬২'র রমনী পাল। ঝুড়ির মধ্যে তাঁর হাতের তৈরি মাটির প্রদীপগুলি তখনও পড়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করতেই বৃদ্ধা বললেন, 'দিনরাত এক করে হাতে প্রদীপ বানাই। এখন তো অনলাইনের যুগ। সেখানে প্রদীপও পাওয়া যায়। দেখি আর কটা বিক্রি হয়।' কালীপুজোর শহর সেজে উঠেছে আলোর রোশনাইতে। চোখ ধাঁধানো চায়না আলো, কৃত্রিম প্রদীপ ও মোমবাতিতে বাজার ছেয়েছে। এক সময়ে হাতের তৈরি মাটির প্রদীপ ও তাতে তেলে ভেজানো তুলোর সলতে ছিল কালীপুজো ও দীপাবলির অন্যতম প্রতীক। কিন্তু এই অনলাইন ও যন্ত্রনির্ভর যুগে আলোর উৎসবেও আঁধারেই রইলেন হাতে তৈরি মাটির প্রদীপ শিল্পীরা।

১৭ নম্বর দক্ষিণদাঁড়ি লেন যেন এক টুকরো কুমোরটুলি। প্রদীপ তৈরি, শুকনো করা, রং ও নকশা খোদাইয়ের পর বেচাকেনার শেষ পর্বেও আক্ষেপ মিটল না মৃৎশিল্পীদের। ঘরেই প্রদীপ বানান জ্যোতিষ পাল। উঠোনের এক কোণে অবিক্রিত প্রদীপের ঢাঁই। বললেন, 'এক ডজন প্রদীপ বানাতে কত পরিশ্রম। অথচ বিক্রি হয় না। মেশিনের ডিজাইন ও অনলাইনের রমরমা আমাদের মাটির ছোঁয়াকে ঢেকে দিয়েছে।' দু'পা এগিয়েই রেখা জ্যোৎস্না পালের বাড়ি। বিয়ের পর ৩২ বছর ধরে প্রদীপ তৈরির কাজই করছেন তিনি। বললেন, 'প্রতিটি প্রদীপে আমাদের ঘামের গন্ধ থাকে। কিন্তু মানুষ এখন মেশিনের আলোয় বেশি বিশ্বাস করে। এক সময় এখান থেকে প্রদীপ কিনতে বাইরের জেলা থেকেও লোক আসত। এখন তারা বলে, অনলাইনে নাকি ঝাঁ চকচকে, কম দামে প্রদীপ পান তারা।' ওয়াক্স ক্লে, রঙিন ডিজাইনার ক্লে, রাস্টিক স্টাইল, ছাঁচের খোদাই সহ বিভিন্ন নজরকাড়া ডিজাইনের প্রদীপ নিয়ে বসেছেন রমেশ পাল। বললেন,

মাটির প্রদীপের টানে... সোমবার কলকাতার দক্ষিণদাঁড়িতে।

'এখন আর বাজার ভালো চলে না। মানুষের চাহিদার ওপর ভিত্তি করেই এই ধরনের প্রদীপ রাখতে হয়। কারুকার্য অনুযায়ী দামও বেশি।' একই বক্তব্য গীতা পালেরও। বললেন, 'আমাদের এই পাড়ায় লক্ষ্মীপুজোর পর থেকেই কালীপুজোর জন্য প্রদীপ বানানো শুরু হয়ে যায়। এবছর বৃষ্টি সেই কাজে অনেকটা বাদ সেধেছে। অনেকে আবার দত্তপুকুর, হাবড়া থেকে প্রদীপ কিনে এনে রং করেন এখানে। নাওয়াখাওয়া ছেড়ে তৈরি করলেও মুনাফা কম। কারিগররা টাকার জন্য কাজও করতে চায় না। খরচ বেশি। আর এখন তো কম সময়ে মেশিনেই সব তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের পরিশ্রমের আর দাম কোথায়। প্রতি বছর অপেক্ষা করি যাতে পরের বছর ভালো হয়।'

পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করে ১৪ বছর বনবাস শেষে অযোধ্যায় ফিরে আসেন। তখন প্রতিটি বাড়িতে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল। এই দিনটিতে প্রদীপের সমাহার অশুভ শক্তির বিনাশ করে। সেই বিশ্বাস থেকে এখনও কিছু ক্রেতা কেনেন হাতের তৈরি মাটির প্রদীপ। এক ক্রেতা শিল্পী রায় বললেন, 'এলইডি টাইপের কৃত্রিম প্রদীপ এখন চল। কিন্তু হাতে তৈরি প্রদীপের অনুভূতি অন্যরকম।' দত্তপুকুরের প্রদীপ গ্রামের মৃৎশিল্পী তরুণ মজুমদার বললেন, 'অনেকে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন। তাই হস্তশিল্প মেলা বা গ্রামীণ শিল্প প্রদর্শনের মতো উদ্যোগ আরও বাড়ানো জরুরি বলে মনে করি।' তবুও শিল্পীর হাত থামবে না। তাঁদের বিশ্বাস, মেশিনের যুগ এগিয়ে যাবে কিন্তু মাটির প্রদীপের শিখা কোনওদিন নিভবে না কারণ তাতে রয়েছে এক শিল্পীর পরিশ্রম। এই বিশ্বাস নিয়েই পরের বছরের অপেক্ষায় থাকেন তাঁরা।

মা গো, আনন্দময়ী... সোমবার দক্ষিণেশ্বরে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

ঠিকাদার নিয়োগে কমিশন-রাজ্য দ্বন্দ্ব

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : ভোটে ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগকে ঘিরে ফের রাজ্য বনাম কমিশনের সংঘাতের আশঙ্কা। কমিশন সূত্রে খবর, '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে ভোটারবান্ধব পরিকাঠামো নির্মাণের বরাত পেয়েছিল সরকারি সংস্থা ম্যাকিনটোস বার্ন। প্রথমে কমিশনের সঙ্গে সেই ব্যাপারে একপ্রস্থ আলোচনার পর তাদের প্রস্তাবে রাজিও হয় ওই ঠিকাদার সংস্থা। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত বদলে সেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছে তারা। সূত্রের খবর, প্রশাসনিক চাপেই তাদের এই সিদ্ধান্ত বদল। এদিকে আচমকা এই সিদ্ধান্ত বদলে ক্ষুব্ধ রাজ্যের মুখ্যনির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। সিদ্ধান্ত বদলের কারণ সন্তোষজনক না হলে ওই ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আগরওয়াল। এই পরিস্থিতিতে এসআইআর শুরুর আগে ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগকে ঘিরে রাজ্য বনাম কমিশনের নতুন করে সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। যদিও এই ব্যাপারে পূর্তমন্ত্রী পুলক রায় এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এমনিতেই এসআইআর নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের

সংস্থাকে আইনি পদক্ষেপের হুমকি

যুদ্ধংদেহি মনোভাবকে কার্যত অসহযোগিতা হিসেবে দেখছে কমিশন। দেওয়ালি চুকলেই যে কোনও দিন রাজ্যে এসআইআর শুরু আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে। রাজ্যের 'অসহযোগিতা'কে সঙ্গী করে সেই কাজ কতটা সুষ্ঠুভাবে করা যাবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে কমিশনের। এরই মধ্যে ঠিকাদার সংস্থা নিয়োগ নিয়ে রাজ্যের ভূমিকা সেই অসহযোগিতার মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে বলে মনে করছে কমিশন। এই অবস্থায় সংস্থাকে কার্যত চরমপত্র পাঠিয়ে সতর্ক করেছে কমিশন। কমিশনের এক কর্তা বলেন, 'আলোচনা অনুযায়ী কাজ না করলে ওই সংস্থাকে কালো তালিকাভুক্ত করার পাশাপাশি জরিমানাও করা হবে। এমনকি সংস্থার কর্তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতে পারে কমিশন।'

কমিশনের এই ফতোয়ার পরেই নড়েচড়ে বসেছে নবান্ন। কালীপুজো ও দীপাবলি থাকায় সরকারিভাবে কমিশনের 'ফতোয়া'র বিরুদ্ধে পালটা পদক্ষেপ নিয়ে সরকারিভাবে আলোচনা না হলেও প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে তা নিয়ে চর্চা অব্যাহত। রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষ আমলা বলেন, 'ম্যাকিনটোস বার্ন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা যা রাজ্যের পূর্ত দপ্তরের অধীন। কমিশনের বক্তব্য খতিয়ে দেখার পর এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' রাজ্য প্রশাসনের মতে, বিষয়টিকে 'ইগোর লড়াই' হিসেবে নাম দেখে কীভাবে সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব তা ভেবে দেখা দরকার। কমিশন যদি সব ক্ষেত্রেই রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে এক তরফা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে তাহলে আশু সমাধান সম্ভব নয়।

প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলারকে লক্ষ্য করে গুলি

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : কালীপুজোর সকালে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার নির্মল দত্তকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ, সোমবার সকাল ৭টা নাগাদ নিজের ওয়ার্ড অফিসের তালা খুলতে যান তিনি। ওই সময় এক ব্যক্তি তাঁকে গুলি করতে যায়। কোনওরকমে তিনি হাত ধরে ফেলেন। তার পরেই ধস্তাধস্তি শুরু হয়। তখনই অজ্ঞাতপরিচয় ওই ব্যক্তি বন্দুকের বাট দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করেন। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অভিযুক্তের খোঁজে এলাকার সিসিটিভি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনার পরেই নির্মল বলেন, 'এলাকায় বেআইনি কাজ করতে দিই না বলে কি আমি টার্গেট? এর আগেও আক্রমণ হয়েছে। প্রশাসন

চাইলে আটকাতে পারে।'

বিধাননগর পুরনিগমের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার নির্মল দত্ত। বর্তমানে তিনি বিধাননগর আইএনটিটিইউসির সভাপতি। তাঁর ওপর আক্রমণের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। বিরোধীদের অভিযোগ, এর নেপথ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় নজরদারি বাড়ানো উচিত। সম্প্রতি অন্য রাজ্য থেকে পালিয়ে আসা দুষ্কৃতীদের ধরতে বিধাননগরে অভিযান চালায় কলকাতা পুলিশ। ভিন রাজ্যের দুষ্কৃতীরা কীভাবে এখানে ঘাঁটি গড়ছে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই প্রেক্ষিতে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলারের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার নেপথ্য কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কালীপুজোর রাতে আতশবাজির ধোঁয়ায় ঢেকেছে গোটা এলাকা। সোমবার কলকাতায়।

ঋণ নেওয়া টাকায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, শ্রমশ্রী

রাস্তা সংস্কার, পানীয় জল সরবরাহে বরাদ্দ

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সামাজিক প্রকল্প চালানোর কারণে চলতি আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে রাজ্য সরকার নতুন করে ২৯ হাজার কোটি টাকা ঋণ বাজার থেকে নিয়েছে। ফলে চলতি আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত ৭৮ হাজার কোটি টাকা ঋণ রাজ্য সরকারের নেওয়া হয়ে গিয়েছে। ঋণের টাকা পেয়ে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে রাস্তা সংস্কারের জন্য ৭ হাজার কোটি ও বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহের জন্য ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বাকি টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও শ্রমশ্রী প্রকল্পে ব্যয় করা হবে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ঋণ নিয়ে সামাজিক প্রকল্প চালাতে গেলে চলতি আর্থিক বছরের ঋণ নিতে হবে। সেক্ষেত্রে চলতি আর্থিক বছরেই ১ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়ে যাবে। এখন মোট ঋণের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। বছরের শেষে তা ৭ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝায় রাজ্যের আর্থিক অবস্থা যে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, তা মনে করছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ও অর্থনীতিবিদরা।

যদিও নবান্নের কর্তাদের দাবি, বাংলার বাড়ি, একশো দিনের কাজের প্রকল্প সহ একাধিক প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ২০২১ সালের ২৭ ডিসেম্বরের পর থেকে কোনও টাকা বরাদ্দ করেনি। কেন্দ্রের তদন্তকারী দল বারবার এসে এই রাজ্যে ঘুরে গেলেও তারা টাকা খরচে কোনও অসংগতি পায়নি। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এই রাজ্যের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখেছে। তার ফলেই রাজ্য সরকারকে ঋণ নিয়ে চলতে হচ্ছে। রাজ্যের প্রায় ২০ হাজার কিমি রাস্তা পূর্ত দপ্তরের অধীনে। এর মধ্যে ১২ হাজার কিমি রাস্তা ডিএলপি (ডিফেক্ট লায়াবিলিটি পিরিয়ড)-র কাজ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকেই করতে হবে। বাকি যে ৮ হাজার কিমি রাস্তার মধ্যে খারাপ অংশের কাজ বরাদ্দকৃত ৭ হাজার কোটি টাকা থেকে খরচ করা হবে।

একনজরে

- চলতি আর্থিক বছরে এখনও পর্যন্ত ৭৮ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে রাজ্য সরকার
- পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ৯ হাজার কোটির মধ্যে রাস্তা সংস্কারে ৭ হাজার ও বাড়ি বাড়ি পানীয় জল সরবরাহে ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ
- বাকি টাকা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও শ্রমশ্রী প্রকল্পে ব্যয় করা হবে।

দিন্দার পাশে দাঁড়ালেন শুভেন্দু

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না বিধানসভা আসন থেকে প্রার্থী হবেন তিনিই। প্রকাশ্য সভা থেকেই সেই কথা ঘোষণা করেছিলেন ময়নার বর্তমান বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা। তা নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয়েছিল দলে। এদিন সেই বিতর্কে অশোক দিন্দার পাশেই দাঁড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

২১-এর বিধানসভা ভোটে দলের জয়ী প্রার্থীরা ২৬-এর বিধানসভায় টিকিট পাবেন। এমনই আশ্বাস দিয়েছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। তবে তার মানে এই নয়, সব বিধায়ককেই টিকিটের গ্যারান্টি দিচ্ছে বিজেপি। ২১-এর জেতা ৭৭ জন বিধায়কের মধ্যে এমনিতেই ৮ বিধায়ক দলবদল করেছেন। বর্তমানে বিজেপির বিধায়কের সংখ্যা সাকুল্যে ৬৫। বাকি আসনগুলি উপনির্বাচনে হাতছাড়া হয়েছে বিজেপির। এঁরা প্রত্যেকেই ২৬-এর বিধানসভায় টিকিট পাবেন এমনটা নয়। এই ব্যাপারে উত্তরবঙ্গের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গের সংখ্যাটা বেশি। প্রার্থী নিয়ে দলে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চ থেকে বর্তমান বিধায়ক অশোক দিন্দা বললেন, 'ময়নায় প্রার্থী হতে আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আমি কথা দিতে পারি, এটা ৯৯ শতাংশের বেশি নিশ্চিত যে আমিই প্রার্থী হচ্ছি।' যদিও এরপরই কিছুটা বেফাঁস কথা বলে ফেলেছেন বুঝতে পেরে অশোক বলেন, 'বিজেপিতে এভাবে আগে থেকে কিছু বলা যায় না। তবুও বলছি, আমি এই কেন্দ্রেরই প্রার্থী হচ্ছি।' অশোকের এই ঘোষণার পরেই তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে দলে। একজন বিধায়ক কীভাবে প্রকাশ্যে এই ধরনের ঘোষণা করতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরই জেলার নেতারা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বিজেপির এক নেতা বলেন, 'কোনও প্রভাবশালীর হাত ওঁর মাথায় না থাকলে এমনটা বলা সম্ভব নয়।' তবে দিন্দার পাশে দাঁড়িয়েছে শুভেন্দু। সোমবার নন্দীগ্রামে এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'অশোক অত্যন্ত অ্যাক্টিভ এমএলএ। বিধানসভায় সরকারের বিরোধিতা করতে গিয়ে সাসপেন্ড হয়েছেন। তাছাড়া এটা তো কোনও ঘোষণা নয়। ওঁর পারফরমেন্স আছে। তাই ২৬-এর ভোটে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে উনি তো আশা করতেই পারেন।'

এসআইআর না হলে বিপদ দলের : শমীক

রাজ্যে সিএএ শিবিরের ভাবনা আরএসএসের

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : দেওয়ালি, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া চুকলেই রাজ্যজুড়ে সিএএ শিবির তৈরিতে তৎপরতা বাড়াতে চলেছে আরএসএস। সূত্রের খবর, রাজ্যের সীমান্তবর্তী ৮-৯টি জেলায় প্রায় ৭০০ সিএএ শিবির খুলতে চলেছে সংঘ। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যেই নিজেদের সংগঠন ও সমমনোভাবাপন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে বৈঠকও করেছেন আরএসএস নেতৃত্ব।

এসআইআর-এর ধাক্কায় ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়বে বহু হিন্দু শরণার্থীর। সেই আশঙ্কা থেকে মুক্ত হতে রাজ্যের উদ্বাস্তু, শরণার্থীরা যাতে সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব পেতে আবেদন করেন, সেই লক্ষ্যেই সিএএ শিবির নিয়ে এই তৎপরতা আরএসএস-এর। মূলত রাজ্যের সীমান্তবর্তী দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া ও উত্তরবঙ্গের মালদা, দুই দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের মতো জেলাগুলিতে এই শিবির তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আরএসএস-এর তথ্য অনুযায়ী এখনও পর্যন্ত ৪২ হাজার আবেদনকারী নাম নথিভুক্ত করলেও আইনগত প্রশাসনিক জটিলতায় শ'খানেক আবেদনকারীকে সিএএ শংসাপত্র দেওয়া গিয়েছে।

এদিকে এসআইআর সংশোধনের জন্য বুথভিত্তিক দলের এজেন্ট খুঁজে পেতে নাকাল হচ্ছে বিজেপি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়েও দলীয় এজেন্ট নিয়োগ করার পর প্রশিক্ষণ নিতে এসে তাঁরা নানা দাবিদাওয়া করছেন। সম্প্রতি এ ধরনেরই একটি বিএলএ -২ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বৈঠকে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'জেলায় জেলায় সুদৃশ্য পার্টি অফিস থাকবে না। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে কাজ নয়। এমনকি ভার্চুয়াল বৈঠকেও লোক পাবেন না।' ২৬-এর বিধানসভা ভোটে সফল হতে হলে এসআইআরকে সফল করতে হবে। অমিত শা থেকে শুরু করে সুনীল বনসল, ভুপেন্দ্র যাদবরা বুথস্তরের এজেন্টদের কাছে বারবার এই বার্তা দিচ্ছেন। এসআইআর-এর কাজে বুথভিত্তিক এজেন্টদের সতর্ক করে শমীকের বার্তা, 'এসআইআর রূপায়ণে বিজেপির ভূমিকায় যদি ঘাটতি থেকে যায়, তাহলে বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে দলের নেতা-কর্মীদের যে কঠিন পরিস্থিতির মুখে দাঁড়াতে হবে, সেটা অনুমান করা খুবই শক্ত।' দলের একাংশের মতে, সম্ভবত সেই আশঙ্কার কথা বলে এসআইআর-এর দায়িত্বে থাকা দলীয় কর্মীদের সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন শমীক।

টেট নিয়ে প্রস্তুতি শুরু পর্ষদের

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : ফের চাকরি হারানোর বিড়ম্বনায় পড়তে চাইছে না রাজ্য সরকার। টেট নিয়ে সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর যথেষ্ট দুশ্চিন্তায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। পুজোর ছুটি শেষ হলেই সুপ্রিম রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাতে প্রস্তুত তারা। তবে পুনর্বিবেচনার আবেদন যদি ব্যর্থ হয়, সেই বিপদ এড়াতে নতুন করে টেট পরীক্ষা নেওয়ার যাবতীয় প্রস্তুতিও সেরে রাখছে পর্ষদ। স্কুল শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এরাজ্যে প্রায় ৯০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা টেট অনুত্তীর্ণ। তাঁদের যাবতীয় তথ্য নিয়ে ইতিমধ্যেই তালিকা তৈরি হয়েছে।

পর্ষদের চেয়ারম্যান গৌতম পাল জানিয়েছেন, যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রাথমিক প্রস্তুতি সেরে রাখা হয়েছে। আদালতে রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হলে সেখানে শিক্ষা দপ্তরের কাছে যাবতীয় নথি চাওয়া হবে। তাই সেইদিক থেকেও আমরা প্রস্তুত। আগামী বছরই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ২৬ হাজার চাকরি বাতিল নিয়ে চাপে শাসকদল। এরপর সুপ্রিম রায় কার্যকর হলে ফের এক লক্ষের কাছাকাছি প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছে শিক্ষামহল। তাই কোনওরকম প্রস্তুতি ফেলে রাখতে চাইছে না রাজ্য। শিক্ষক মহলের আশা, পুনর্বিবেচনার আর্জি শীর্ষ আদালত খারিজ করবে না। ২০১০ সালে শিক্ষার অধিকার আইন ও এনসিটিই গেজেট নোটিফিকেশন সেই সুরক্ষা দেবে। তবে অনিশ্চয়তার আশঙ্কা রয়েছে। সুপ্রিম রায় মেনে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য ফের টেট আয়োজনের প্রস্তুতি তাই শুরু করে দিয়েছে সরকার।

ভোগ রাঁধলেন মমতা, নন্দীগ্রামের পুজোয় শুভেন্দু

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ অক্টোবর : কালীঘাট থেকে দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ থেকে বারাসত, নৈহাটির বড়মা, শক্তি আরাধনায় সোমবার জমজমাট থাকল গোটা রাজ্য। আলোর উৎসবে মাতোয়ারা ৮ থেকে ৮০। প্রতিবারের মতো এবারও বাড়ির পুজোয় সকাল থেকে ব্যস্ত থাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধ্যায় ভোগ রান্না থেকে শুরু করে পুজোর নানা আয়োজনে দম ফেলার ফুরসত ছিল না রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের। প্রতিবারই তাঁর বাড়ির কালীপুজোয় চাঁদের হাট বসে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। নৈহাটির বড়মার পুজো এবার ১০২ বছরে পা দিয়েছে। সকাল থেকেই নৈহাটির লঞ্চঘাট থেকে স্টেশন রোড পর্যন্ত গিজগিজ করেছে ভক্তদের ভিড়। তারাপীঠ সহ বীরভূমের পাঁচটি সতীপীঠেই ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কলকাতায় কালীঘাট ছাড়াও ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, লেক কালীবাড়ি, আদ্যাপীঠ, করুণাময়ী কালীবাড়িতে ভক্তদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়েছে।

এদিন বিকালে লেক কালীবাড়িতে পুজো দিতে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে নন্দীগ্রামে সকাল থেকেই পুজোর উদ্বোধনে ব্যস্ত ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিকালে নৈহাটির বড়মার কাছে পুজো দিতে যাবেন অভিষেক।

প্রতিবারই বারাসতের কালীপুজো দেখার জন্য স্থানীয় তো বটেই, আশপাশের এলাকা ও জেলার মানুষ ভিড় করেন। রবিবার থেকেই ভিড় বাড়তে শুরু করেছিল বারাসতে। সোমবার বিকাল ৪টে থেকেই ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে যশোর রোড ও টাকি রোডের বিভিন্ন জায়গায় বড় ও চার চাকার গাড়ি নো এন্ট্রি করে দেওয়া হয়। মধ্যমগ্রামের দিক থেকে আসা বাস ও অন্য বড় গাড়িগুলিকে ডাকবাংলো মোড়ের অনেক আগেই আটকে দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণনগরের দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে ময়না এসপি অফিসের আগে, টাকি রোড ধরে আসা গাড়িগুলিকে কাজিপাড়ায় ও বনগাঁর দিক থেকে আসা গাড়িগুলিকে গেঞ্জি মিলে আটকে দেওয়া হয়েছে।

ভাইফোঁটা পর্যন্ত প্রতিদিন বিকাল ৪টে থেকে ভোর ৪টে নো পর্যন্ত এন্ট্রি থাকবে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিন সকাল থেকেই কালীঘাট, তারাপীঠ, দক্ষিণেশ্বর, লেক কালীবাড়ি, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি সহ সর্বত্র ভিড় উপচে পড়েছিল। কলকাতা শহরে যান নিয়ন্ত্রণ করতে অতিরিক্ত পুলিশ নামানো হয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো রুখতে বিভিন্ন জায়গায় ব্রেথ অ্যানালাইজার দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে।

আগামী ২ দিনেও রাতে শহরে যান নিয়ন্ত্রণ করতে অতিরিক্ত পুলিশ থাকবে বলে কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাড়ির পুজোয় ভোগ রান্নায় ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩ কার্তিক ১৪৩২

মৌলবাদী রোষে নারী

নারীর অমর্যাদায় শুধু মুসলিম মৌলবাদকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাধারীদের একাংশের মধ্যে একই মনোভাব প্রকট। আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক ভূমিকম্পে ধসে চাপা, আহত মহিলাদের চরম দুর্দশা, অসহায়তা সামনে এসেছিল। তালিবানি ইসলামিক শাসনতন্ত্রে মহিলাদের স্পর্শ নিষিদ্ধ। তাই দুর্গত মহিলাদের উদ্ধার, চিকিৎসা ইত্যাদি পুরোপুরি উপেক্ষিত ছিল। চাপা পড়ে থেকে কিংবা বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুই আফগান মহিলাদের ভবিতব্য হয়ে গিয়েছিল।

শিউড়ে ওঠার মতো সেই ছবি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছিল। তাতে মৌলবাদীদের হেলদোল হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের জমানায় বাংলাদেশেও গত এক বছরে নৈরাজ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন মহিলারা। শ্লীলতাহানি, নির্যাতন, ধর্ষণ, জোর করে বোরখা পরানোর প্রয়াস ইত্যাদিতে নারীর অমর্যাদা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে গিয়েছিল। শেখ হাসিনা মোল্লাতন্ত্রকে তোষণ করলেও তাঁর শাসনে মৌলবাদী ফতোয়া এত বেলাগাম ছিল না। মুহাম্মদ ইউনূসের জমানায় মহিলাদের ওপর মৌলবাদীদের অত্যাচার, হেনস্তা চরম আকার নিয়েছে।

মুসলিম মৌলবাদের প্রতি এজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সচেতন মানুষের মধ্যে রাগ, ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সমস্ত ধরনের ধর্মান্ধতাই নারীর সম্মানকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। আমাদের দেশে সম্প্রতি হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাধারী দুই মহিলার বয়ান সেই সত্যকে বেআব্রু করেছে। একজন উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল আনন্দিবেন প্যাটেল। যিনি নরেন্দ্র মোদির পর মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গুজরাট শাসন করেছিলেন। তিনি লিভ ইন সম্পর্ককে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে মেয়েদের তা থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন।

আনন্দিবেনের মতে, লিভ ইন সম্পর্ক হলেই খুন হওয়ার পরিণতি অনিবার্য। ৫০ টুকরো হয়ে দেহ পড়ে থাকবে। লিভ ইন সম্পর্কের সঙ্গে তিনি সম্ভবত নাবালিকা মাতৃত্বকে একসূত্রে জুড়ে দিয়েছেন। তিনি নাকি অনাথ আশ্রমগুলিতে ১৫ বছরের কাছাকাছি বয়সের মেয়েদের কোলে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। নাবালিকা বা ধর্ষণের পরিণামের বদলে এই মাতৃত্বকে তিনি লিভ ইনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন সম্ভবত জেনেবুঝেই।

কেননা, লিভ ইন সম্পর্কে সাধারণত সাবালক বয়সেই জড়ায় অনেকে। নাবালকদের মধ্যে লিভ ইন একেবারে নেই বলা যাবে না, তবে তা সংখ্যায় খুবই কম। যা দিয়ে কোনও প্রবণতা বোঝানো যায় না। তার চেয়েও বড় কথা, লিভ ইনকে কাঠগড়ায় তুলে উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল নারী-পুরুষের ইচ্ছা, স্বাধীনতা ইত্যাদির মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। নারী-পুরুষের নিজের ইচ্ছায় একসঙ্গে থাকার স্বাধীনতা স্বীকৃত। তাতে বিয়ের সিলমোহর পড়ুক চাই না পড়ুক।

আনন্দিবেন সেই স্বাধীনতা মানতে অনাগ্রহী। তিনি শুধু যে জনপ্রতিনিধি ছিলেন বা প্রশাসনিক দায়িত্বে আছেন- তা নয়। তিনি দীর্ঘদিন বিজেপির নেত্রী ছিলেন। হিন্দুত্ববাদের মন্ত্র বহন করেছেন। তাঁর মতো হিন্দুত্ববাদের ধ্বজাবহনকারী আরেকজন প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। যিনি অতীতে বিজেপির মনোনয়ন পেয়ে সাংসদ ছিলেন। একইরকমভাবে প্রজ্ঞার নারীর মর্যাদার প্রতি শুধু তাচ্ছিল্য নয়, জিঘাংসা প্রকট হয়েছে সম্প্রতি। কোনও অহিন্দুর বাড়িতে গেলে হিন্দু মেয়েকে শারীরিক নির্যাতন করতে অভিভাবকের হাত যেন না কাঁপে- সেই সওয়াল করেছেন।

সেই প্রজ্ঞা, অতীতে যাঁর বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধির সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছিল। যে মহাত্মা সর্বধর্ম সমন্বয়ের পক্ষে সওয়াল করেছেন আততায়ীর গুলিতে লুটিয়ে পড়ার মুহূর্ত পর্যন্ত। হিন্দুত্ববাদের বড় সৈনিক প্রজ্ঞা এখন প্রচার করছেন, অহিন্দুর কারও সঙ্গে যোগাযোগ (সব ক্ষেত্রে প্রেম বা বিয়ে নয়) রাখার অর্থ সেই মেয়ে মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

বুঝিয়ে, ভালোবেসে না পারলে সেই মেয়েদের তিরস্কার, এমনকি মারধর করে 'মূল্যবোধ' শেখানোর ফতোয়া শোনা গিয়েছে প্রজ্ঞার মুখে। এরকম 'বেয়াদব' মেয়েদের বাড়ি থেকে এক পা না বের হতে দেওয়ার নিদান দিয়েছেন তিনি। যাতে মহিলাদের প্রতি হিন্দুত্ববাদের মনোভাব স্পষ্ট। সম্প্রতি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে একইরকম মন্তব্য শোনা গিয়েছিল। বাস্তবে নারীর প্রতি অসম্মানে সব মৌলবাদের অবস্থান একই।

অমৃতধারা

যতক্ষণ বাসনা, ততক্ষণই ভাবনা। এই ভাবনাই হল তোমার দুঃখের কারণ। আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভুল এ মত ভালো না বাবা। সবাই ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা দিয়ে তো একজনের কাছেই যাবেন। তাই যে নামেই তাকে ডাকো না কেন মনপ্রাণ দিয়ে ডাকো। শান্তি পেতে মনের ময়লা ধুয়ে ফেলতে হবে। মনে যতক্ষণ কাম, ক্রোধ, লোভের বাস সেখানেই সর্বনাশ। মনের যেমন বন্ধন আছে তেমন মনের মুক্তিও আছে। সংসারে হয় তুমি ঈশ্বর প্রেমে নিজের চেতনাকে মুক্ত করবে, নয় বন্ধনে বন্দি হবে। তোমার মনকে ভেদাভেদ শূন্য করতে শেখ, তবেই তুমিও যে কোনও কাজের মধ্যেই ভক্তিরস খুঁজে পাবে।

- শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

স্ববিরোধী বদলের কৌশলে সংঘ দীর্ঘায়ু

বিরোধীরা ফ্যাসিস্ট, নাজি ভক্ত বলে গলা চড়ালে বিজেপির দুটো আসন কমে বা বাড়ে। সংঘের বিস্তারে বাধা পড়ে না।

জয়ন্ত চৌধুরী

যত বেশি জানে, তত কম মানে। শতাব্দীপ্রাচীন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ বিপরীত- যত কম জানে, তত বেশি মানে। একশো বছর ধরে টিকে রয়েছে আরএসএস। এটা বললেও সবটা বলা হয় না। একদিকে আরএসএস সম্পর্কে জনতার বিশেষত রাজনীতিকদের অজ্ঞ ও অস্বচ্ছ ধারণা, অন্যদিকে ঘোষিত লক্ষ্যে স্থির থেকেও কৌশল বদলের স্বার্থে নিজের নির্মিত ইতিহাসের নির্দ্বিধ বিনির্মাণ। সংঘের আয়ু দীর্ঘায়িত হওয়ার এই দুই গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

গত বিজয়া দশমীর দিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ একশো বছরে পা দিল। এটা তার জন্মতিথি। কিন্তু খাতায়-কলমে সামাজিক সংগঠনটি শুধু ইতিহাসে থেকে যায়নি, আসমুদ্রহিমাচলে তার বিস্তার। ১৯২৫ সালে তার সূচনা মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। একশো বছর আগে অবিভক্ত ভারতের জনসংখ্যা ছিল আনুমানিক ২৫ কোটি। আজকের ভারত প্রায় ১৫০ কোটির বাসভূমি। সেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণির চালিকাশক্তি আরএসএস নামের 'এনজিও'টি।

ব্রিটিশ বিদায়, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে বিশ্বায়ন। সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি- উত্তর আধুনিকতা থেকে উত্তর সত্য। স্টেট থেকে ডিপ স্টেট। এই বহুবর্ণের, বহুমাত্রিক বদলের মধ্য দিয়ে যেতে দশকে দশকে চলেছে ভাঙাগড়া। সেই আবহে একশো বছরব্যাপী একটা সংগঠন বহাল। বর্তমান ভারতের শাসকদলের অক্সিজেন আরএসএস।

দু'দিন আগেও কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের দলতান্ত্রিক সংসদীয় রাজনীতির সংশ্রব স্বীকার করত না আরএসএস। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সঙ্গে সাবেক ভারতীয় জনসংঘ বা ভারতীয় জনতা পার্টি একটা ধোঁয়াশা বজায় রেখে চলত। কিন্তু অতি সম্প্রতি অর্থাৎ সংঘের শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কোনও রাখঢাক না রেখেই একদা তিনি যে সংগঠনের প্রচারক ছিলেন, সেই আরএসএসের স্তুতি করলেন। তাও সরকারি মঞ্চ থেকে।

সংঘের শতবর্ষে ভারতমাতার ছবি খচিত একশো টাকার মুদ্রা প্রকাশ করে সংগঠনটিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পর্যন্ত দিলেন। যে মুদ্রায় লিখিত রয়েছে সংঘের মূল 'মন্ত্র'। সংবিধানগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের এমন আধিপত্য প্রদর্শনের নজির দ্বিতীয়টি নেই। স্বভাবতই তা নিয়ে বিতর্ক চলছে। মূলত মার্কসবাদীরা মতাদর্শগত স্তরে ও জাতীয় কংগ্রেস প্রধান বিরোধী দল হিসেবে, প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি থেকে হিন্দুত্বের পৃষ্ঠপোষকতার প্রতিবাদ করেছে।

গত একশো বছর ধরেই, বিশেষত স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্ব থেকে সংঘকে নিয়ে বিতর্ক চলছে। দেশভাগ, স্বাধীন ভারতে প্রথম রাজনৈতিক ব্যক্তিসন্ত্রাস, গান্ধিজিকে হত্যা ইত্যাদি সংঘের ইতিহাসে এক-একটি বিতর্কিত মাইলফলক। ধর্মীয় বিদ্বেষজনিত সন্ত্রাসের অপর মাইলফলক বাবরি মসজিদ ধ্বংস। এর মধ্যবর্তী যাত্রাপথ মোটেই সরলরৈখিক নয়। বরং অতীব দুর্গম, বন্ধুর। পদে পদে সংঘাতদীর্ণ ও বিতর্কবিদ্ধ তার এই অভিযাত্রা।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের তোষণ, হিন্দু-মুসলমান সামাজিক বিভাজন থেকে কংগ্রেস বিরোধিতার অনিবার্য পরিণতি গান্ধি হত্যা। যার পরিণতি সংঘকে নিষিদ্ধ করা। এরপর ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থায় এবং সর্বশেষ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর আরএসএস ফের নিষিদ্ধ হয়। পরাধীন ভারতে একবার এবং স্বাধীনতা উত্তর দেশে তিনবার নিষিদ্ধ হওয়া সেই সংগঠন আজ ভারতের শাসকদল বিজেপির প্রাণভোমরা।

সংঘ যখন যখন নিষিদ্ধ হয়েছে, তাৎপর্যপূর্ণভাবে তখনও ভারতের সংসদীয় রাজনীতির অনুশীলনে বহাল থেকে গিয়েছে বিজেপি। নিষিদ্ধ হয়নি। আবার সংঘও কখনও বিজেপির অঙ্গীভূত হয়ে যায়নি। নানা চড়াই উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে ১৯৯৮ সালে কেন্দ্রে প্রথম কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট বর্জিত সরকার গড়েন বিজেপির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অটলবিহারী বাজপেয়ী। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে হিন্দুত্ববাদের রাষ্ট্রীয় উত্থানের সেই শুরু।

২০০৪ সালে সেই সরকারের পতনের পর আবার এক দশকের অপেক্ষা। তারপর ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদির দ্বিতীয় এনডিএ সরকার। যার লাগাতার শাসনের এগারো বছরের মাথায় সেই এনডিএ'র মতাদর্শগত আধার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতবর্ষ। সংসদীয় রাজনীতির অনুশীলনে বিজেপিকে গত ২০২৪ সালে লোকসভায় একক গরিষ্ঠতা খুইয়ে শরিকনির্ভর হতে হয়েছে।

বিজেপির চলার পথে বন্ধুরতা থাকলেও সংঘ কিন্তু অবিচল গতিতে এগিয়ে চলেছে। সময়ের ওঠা-পড়া বিজেপির গায়ে লাগলেও সংঘের লাগেনি। একশো বছর ধরে টিকে থাকার পাশাপাশি সংঘ পরিবারের বিস্তৃতি ভারতের রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজেও প্রায় সর্বস্তরে। দিনে দিনে প্রাসঙ্গিকতা বেড়েই চলেছে। বয়সের ভারে সংকুচিত হওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। একটা সংগঠনের বড় সাফল্য তো বটেই।

কিন্তু কী সেই জাদু, যার বলে সংঘের এই দীর্ঘায়ু? এককথায় সংঘ সম্পর্কে অজ্ঞতা। জনমানসে বিশেষত ভারতের রাজনৈতিক মহলের অজ্ঞতাপ্রসূত অস্বচ্ছ ধারণা সংঘের টিকে থাকার জাদুকাঠি। অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো খণ্ডিত কিছু ধারণা থাকতে পারে। এই অতি দক্ষিণপন্থার উলটোদিকে থাকা কংগ্রেস বা বামপন্থীদের সামগ্রিকভাবে সংঘ সম্পর্কে সম্যক ধারণাই নেই। বরং সংঘের মোকাবিলায় নরম হিন্দুত্ব আয়ত্ত করে চলেছে সমস্ত অবাম রাজনৈতিক দল।

এই অস্বচ্ছতাই সংঘের পথ মসৃণ করেছে। বস্তুত আপাতভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে হরেক কিসিমের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নির্বিঘ্নে সামরিক নিষ্ঠায় সেরে চলেছেন স্বয়ংসেবকরা। বিরোধীরা বিজেপি শাসককে ফ্যাসিস্ট, নাজি ভক্ত বলে গলা চড়ালে বিজেপির দুটো আসন কমে বা বাড়ে বটে। কিন্তু তার সঙ্গে সংঘের বিস্তারের কোনও সম্পর্ক থাকে না।

মনে রাখতে হবে, স্বাধীন ভারতের ২২ বছর বাদ দিলে বাকি প্রায় সাড়ে পাঁচ দশকের মধ্যে সাকুল্যে ১৬ বছর দিল্লির মসনদে বিজেপি। অর্থাৎ রাজনৈতিক শাখার ক্ষমতায়ন নিরপেক্ষে সংঘের সামাজিক স্তরে প্রভাব বিস্তারের রেখাচিত্র সদা ঊর্ধ্বমুখী। বিজেপি আদতে সংঘের বাফার। তাই তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা সমালোচকরা ভোটের রাজনীতির নিরিখে সংঘের মূল্যায়নে নিজেদের আবদ্ধ রাখে।

কিন্তু সংঘের হিন্দুত্বের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কতটা অপ্রতিরোধ্য, তা টের পাওয়া যায় ভোটের মরশুমে। ধর্মীয় আচরণকে রাজনীতি-বিযুক্ত করার তত্ত্ব উজাড় করা নেতারা নিজেকে হিন্দু প্রমাণে মিডিয়া ডেকে নানা অছিলায় ধর্মস্থানে মাথা ঠুকতে মরিয়া হন। কিন্তু দেখা যায় বিজেপিকে ভোটে পর্যুদস্ত করলেও হিন্দুত্বের সামাজিক ভিত্তি আরও পোক্ত হয়।

তাই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রযন্ত্রকে কলুষিত করে হিন্দু মন্দির বানাতে হয়। ভোট প্রচারে লোকসভার বিরোধী দলনেতাকে কেরলে গিয়ে মালয়ালি প্রথা মেনে শবরীমালায় পুজো দিতে হয়। একশো বছর ধরে যে হিন্দু রাষ্ট্রবাদী মতবাদ আঁকড়ে রয়েছে সংঘ- এসব তার সাফল্যের নিদর্শন। যে জাদুবলে শতায়ু হয়েও জরার লক্ষণহীন সংঘ। সংঘ নিয়ে যত আপত্তিকর সংবাদ প্রকাশ বা সম্প্রচারিত হোক না কেন, আরএসএস কখনও পালটা জবাব বা 'রিজয়েন্ডার' দেয় না।

সদস্যপদ বলে কিছু নেই। তাই আনুষ্ঠানিক বহিষ্কার বা মেম্বারশিপ গ্রহণ সংঘের অভিধানে নেই। নেই কোনও পাথুরে দলিল। তাই অখণ্ড হিন্দু ভারত রাষ্ট্রের মতাদর্শে একশো বছর অটল থাকলেও স্ববিরোধী বদল ঘটেছে সংঘের। নীতি নয় কৌশল বদলে নিজেদের ইতিহাসকেও অস্বীকার করে চলেছে।

স্বাধীনতা আন্দোলনে হেডগাওয়ারের কারাবাস নিয়ে বাগাড়ম্বর চলছে। গান্ধি খুনের পর সংঘকে সন্ত্রাসী বলে অভিহিতকারী বল্লভভাই প্যাটেলকে আত্মসাৎ করেছে বিজেপি। যাদের আদর্শ পুরুষ গুরুজি গোলওয়ালকার তেরঙা পতাকার বিরোধিতা করেছিলেন, আজ তাদের উত্তরসূরি মোহন ভাগবত নাগপুরে স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা তুলছেন। বিজেপি সরকার হর ঘর তিরঙ্গা প্রকল্প নিয়েছে। আত্মসাতের তালিকায় রয়েছেন আম্বেদকরও।

এমনকি দ্বিতীয় সরসংঘচালক গুরুজি, যাঁর বক্তৃতা সংকলন 'বাঞ্চ অফ থটস' এতকাল স্বয়ংসেবকদের অন্যতম আকর গ্রন্থ বলে বিবেচিত হত, সেই মুসোলিনি অনুরাগীর বই নতুন করে ছাপা বন্ধ করেছে নাগপুর। এমনই ভোল বদল। একদিকে, বিজেপিকে ঢালের মতো ব্যবহার করে নিজেদের কর্মকাণ্ডকে আড়ালে রেখে কাজ হাসিল করছে। অন্যদিকে, নিজের ইতিহাসকে নিজেই অস্বীকার করে সংঘ নিজেকে বদলে একধরনের বিভ্রম নির্মাণ করে চলছে। এই দ্বিমুখী কৌশলই মূলত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শতায়ু হওয়ার জাদুমন্ত্র।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩৮

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়িকা নির্মলা মিশ্র।

১৯৩১

অভিনেতা শাম্মী কাপুরের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

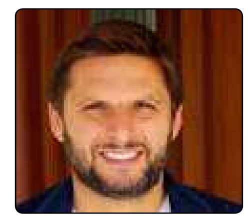

ভেবে খারাপ লাগছে যে, আপনারা (আফগানিস্তান) তাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন, যারা পাকিস্তানের ভেতরে সন্ত্রাসবাদ চালাচ্ছে। অথচ আমরা (পাকিস্তান) গত ৫০-৬০ বছরে ধরে আফগানদের দেখভাল করছি। যেহেতু দুটি মুসলিম রাষ্ট্র, তাই আমাদের মধ্যে সমঝোতা থাকা উচিত। সেসব ভুলে আপনারা অন্য পথে যাচ্ছেন।

- শাহিদ আফ্রিদি

ভাইরাল/১

বন্দুকের আদলে তৈরি লাইটার দেখিয়ে অপ্রকৃতিস্থ এক ভারতীয় তরুণ ব্যাংককে পথচারীদের ভয় দেখাচ্ছিলেন। নাচানাচির পাশাপাশি পুলিশকে হুমকি দিচ্ছিলেন। দেখে সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। পুলিশ ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে।

ভাইরাল/২

সুরাটে এক জন্মদিনের পার্টিতে হঠাৎ হানা দিয়েছিল পুলিশ। অনুষ্ঠানে আসা এক ব্যবসায়ীর গাড়ি আটকান পুলিশকর্মীরা। ১৯ বছরের এক তরুণ গাড়ি থেকে নেমে পুলিশকে ভিডিও রেকর্ডিং বন্ধ করতে বলেন। এ নিয়ে তর্কাতর্কি গড়ায় হাতাহাতিতে।

জনমন
জনমত

প্রযুক্তি শিখরে পৌঁছোলেও মর্যাদায় বঞ্চিত মহিলারা

প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রের পাতা ওলটালে বা টেলিভিশনের সংবাদ চ্যানেলে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির খবর দেখতে দেখতে ক্রোধ বা ঘৃণার থেকে হতাশা ও অসহনীয়তা বেশি মাত্রায় জাগে। ভারত তার সভ্যতার জন্ম লগ্ন থেকে নারীকে মাতৃরূপে আরাধনা করে। নারী শক্তির আধার। নারী সৃষ্টির আধার। অথচ ২০২৫ সালে সভ্যতার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেও পুরুষের লালসার শিকার নারী। সে আজও ভোগ্যা।

সবচেয়ে বড় কথা, ধর্ষণের পর মুহূর্তেই এই ইস্যুটিকে রাজনৈতিক অস্ত্র বানিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দড়ি টানাটানি, প্রতিবাদ-মিছিলের নামে নাটক যেন পুনরায় সেই নারীর মানসিকতাকে, সম্মানকে নতুন করে ধর্ষণ করে। নারী কী পরবে? কার সঙ্গে মিশবে? কোথায় যাবে? কোথায় যাবে না? কখন ঘর থেকে বেরোবে বা ঘরে ফিরবে- এইসব নিয়ে সবজান্তা রাজনীতিবিদদের নারীর প্রতি জ্ঞান ও উপদেশ যেন সভ্যতাকে পেছনের দিকে ছুটে চলতে বাধ্য করে।

বর্তমান যুগে নারী স্বাধীনতা, সমানাধিকার নিয়ে বিভিন্ন সেমিনার বা সচেতনতার বার্তা দেওয়ার পরও যখন পুরুষ নারীর অস্তিত্বকে পদদলিত করে, কখনও বা নারীর দ্বারা নারী অবমাননাকর মন্তব্যের শিকার হয়, তখন আজকের সমাজকে সভ্য, শিক্ষিত, জাগরিত বলতে দ্বিধাবোধ হয়। নারী বোধহয় আজও মা-বোন-স্ত্রী-প্রেমিকা বা কন্যা নয়। সে শুধুই ভোগ্যা। নির্লজ্জ পুরুষতন্ত্রের কামনা মেটানোর এক মাধ্যম মাত্র। এআইকে সঙ্গী করে প্রযুক্তি আজ শিখরে পৌঁছোছে। কিন্তু নারীর মূল্য কবে দেবে এই সমাজ?

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

পাঠাগার ভবনের কাজে গতি চাই

শিবমন্দিরস্থিত ৫২ বছর পুরোনো সরোজিনী সংঘ ও পাঠাগারের নতুন ভবন এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সেই ২০২৪ সালের প্রথমদিকে নতুন ভবনের কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখনও সেই কাজ সম্পূর্ণ হল না।

বর্তমানে স্থানান্তরিত পাঠাগারটি দায়সারাভাবে চলছে বিডিও অফিসের কনফারেন্স ভবনের দোতলায় ছোট্ট একটা ঘরে, যেখানে তিনজনের বেশি পাঠক বসতে পারেন না। চার মাস ধরে একমাত্র সিলিংফ্যান খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। এছাড়া মাত্র একজন গ্রন্থাগারিক রয়েছেন। অবস্থা সহজেই অনুমেয়। নতুন পাঠাগার ভবন যাতে তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে ধৌসি

কালীপুজোর পরদিন চা বাগানে পালন করা মূলত নেপালি সম্প্রদায়ের এই উৎসব আজকাল সবারই হয়ে গিয়েছে।

মনোমিতা চক্রবর্তী

'ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ধৌসু রে
আইও পুগিও ধৌসু রে।
ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ধৌসু রে
বছরকা দিনমা ধৌসু রে।
এক মুঠা চাবল দিনই পরছা
দশ টাকা দিনই পরছা
ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ধৌসু রে।
বাবুকা ঘরমা আয়ো রে
দশ টাকা দিনই পরছ
এক মুঠা চাবল দিনই পরছ
লরদই পরদই আয়োকো হামি
ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ধৌসু রে।'

এই গান গেয়েই ধৌসি উৎসব পালন করা হয়। এটি মূলত নেপালি সম্প্রদায়ের অন্যতম বড় ও প্রাচীন উৎসব। নেপালি সম্প্রদায়ের মহিলারা দীপাবলির দিন নিজ নিজ ঘরে মা লক্ষ্মীর আরাধনা করেন এবং সেদিনই আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশীদের বাড়িতে ভৈলিনি খেলতে যান। মহিলারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে গান গেয়ে ভৈলিনি উৎসব পালন করেন। দীপাবলির পরের দিন মূলত পুরুষেরা ও ছেলেরা ধৌসি উৎসবে মেতে ওঠেন। ডুয়ার্স ও তরাইয়ের চা বাগানগুলিতে এই ধৌসি উৎসব অবশ্য শুধুমাত্র নেপালিদের উৎসব হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকে না। চা বাগানের আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাসিন্দারাও সানন্দে এতে শামিল হন। কালীপুজোর পরের দিন বাগানের শ্রমিক লাইনের ছোট-বড় ছেলেমেয়েরা, এমনকি পুরুষ শ্রমিকরাও দলবেঁধে ধামসা-মাদলের তালে নাচগানের মাধ্যমে চা বাগানের আবাসন ও

বাংলোগুলিতে বকশিশ নিতে যান। তেমনই চা বাগানের বিভিন্ন লাইন অর্থাৎ প্রতিবেশীদের বাড়িতেও 'হানাদারি' চলে। চা বাগানের শ্রমিকরা বিশ্বাস করেন যে, ধৌসি খেলতে আসা দলগুলোকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিলে সংসারের অমঙ্গল হয়। তাই সকলেই সাধ্যমতো চাল, ডাল অথবা টাকা বকশিশ হিসেবে এই দলগুলিকে দিয়ে থাকেন।

পাঁচজন কিংবা দশজন মিলে ধৌসি খেলার একটা দল তৈরি করা হয়। দলগুলিতে একজন করে সর্দার থাকেন। সেই সর্দারের হাতে থাকে একটা লাঠি আর একটা ব্যাগ। নাচগানের সময় সর্দার গানের তালে তালে লাঠিটি মাটিতে ঠুকতে থাকেন। আর বকশিশ হিসেবে পাওয়া চাল, ডাল, টাকা সেই ব্যাগের মধ্যে রেখে দেন। দলের বাকি সদস্যরা সর্দারের সঙ্গে গানের গলা মেলান আর নাচতে থাকেন। বড়দের দলে ধামসা-মাদল থাকলেও ছোটদের দলে কাঠি, টিন বা থালা হলেই হল। তা দিয়েই তারা গান গেয়ে বেড়ায়। এই গানের মাধ্যমে তারা বাগানের বাবু বা সাহেবদের কাছে বকশিশস্বরূপ চাল-ডাল কিংবা টাকা দাবি করে। সেই বকশিশ পেলে সবার খুশির একশেষ।

ধৌসি উৎসব নেপালি সম্প্রদায়ের উৎসব হলেও উত্তরের ডুয়ার্সের ও তরাইয়ের চা বাগানগুলোতে এই উৎসব সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। কারণ এই ধরনের উৎসব শ্রমিকদের গোটা বছর হাড়ভাঙা খাটুনির পর যেমন আনন্দ দেয় তেমনি তাঁদের মানসিক বিকাশেও সাহায্য করে।

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭১

পাশাপাশি : ১। বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা শত্রুতা ৩। ঠান্ডা করা বা শীতলকরণ ৫। ফুলের কলি বা যে ফুল ফোটার অপেক্ষায় আছে ৬। পাথেয়, পুঁজি বা শেষ অবলম্বন ৭। অলংকরণ বা প্রসাধন ৯। বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কল্পিত বৃত্ত ১২। সোনার বা রুপোর পাতলা আবরণ ১৩। মুখশ্রী বা শারীরিক গঠন সুন্দর নয়।

উপর-নীচ : ১। প্রকাশ বা উন্মেষ ২। প্রবাদে আছে এর জন্য অনুশোচনা করে লাভ নেই ৩। মাছের ফুলকোর ওপরের শক্ত আবরণ ৪। নাকে পরার গয়না ৫। জাতি, গোষ্ঠী বা ফল ৭। খুবই আনন্দিত বা আবেগপ্রবণ ৮। নস্যি রাখার ডিবে বা কৌটো ৯। জ্বলন্ত অঙ্গার বা আগুনের শিখা ১০। শিখধর্মের প্রথম গুরু ১১। রাশিচক্রের বারোটি চিহ্নের একটি।

সমাধান ■ ৪২৭০

পাশাপাশি : ১। আপন ৪। জহিন ৫। ভাত ৭। লঙ্গর ৮। বহির্বাস ৯। তৃপ্তি মিত্র ১১। মক্কেল ১৩। দণ্ডি ১৪। রবেকা ১৫। ইলিশ

উপর-নীচ : ১। আগল ২। নজর ৩। জনরব ৬। তমস ৯। তৃণাদ ১০। এসরেণু ১১। মকাই ১২। লঙ্কেশ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আমার চেতনা চৈতন্য করে দে মা চৈতন্যময়ী...

স্বর্ণালী সন্ধ্যায়।। মালদা শহরের পল্লিশ্রী ৮৬-র মণ্ডপে। ছবি : অরিন্দম বাগ

মণ্ডপের পথে।। আলিপুরদুয়ার শহরে প্রসেনজিৎ দেবের ক্যামেরায়।

ঐতিহ্য।। কোচবিহার মদনমোহনবাড়ির বড়োতারা। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

শক্তি।। ফালাকাটা তরুণ দলের প্রতিমা। ছবি : ভাস্কর শর্মা

আলোকের ঝরনাধারা।। জলপাইগুড়ি শহরে। ছবি : শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তী

আয়োজন।। ধূপগুড়ির সুহৃদ সংঘের মণ্ডপ। ছবি : সপ্তর্ষি সরকার

সাজ।। মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়ি। শিলিগুড়িতে সূত্রধরের ক্যামেরায়।

মা ও মেয়েরা।। শিলিগুড়ির একটি পুজোমণ্ডপে দেবীবরণ।

বড়োমা।। মহামায়া স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজন। শিলিগুড়ি। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

অপরূপা।। আলিপুরদুয়ারের সাউথ বয়েজ ক্লাবের প্রতিমা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

শিখা।। কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

করুণাময়ী।। রায়গঞ্জের ক্লাব বিপিএস। ছবি : দিবাকর সাহা

প্রস্তুতি।। দীপাবলিতে টুনির বিকিকিনি। গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের ক্যামেরায়।

খাস্তা বানালেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর : হালুইকরের ভূমিকায় রাহুল গান্ধি। দীপাবলির আগে সোমবার রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী ঘন্টেওয়ালা মিষ্টির দোকানে গিয়ে নিজের হাতে 'ইমারতি' ও 'বেসনের লাড্ডু' বানিয়ে চমকে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সোমবার নিজের এক্স অ্যাকাউন্টে সেই ভিডিও ভাগ করে তিনি লেখেন, 'পুরোনো দিল্লির ঐতিহাসিক ঘন্টেওয়ালায় ইমারতি ও বেসন লাড্ডু বানানোর চেষ্টা করলাম। শতাব্দী প্রাচীন এই দোকানের মিষ্টতা আজও একই—নিখাদ, ঐতিহ্যবাহী ও মনকাড়া।'

আপনি দেশের যোগ্যতম ব্যাচেলর। আপনাকে আর চিরকুমার সভার সদস্য হিসাবে দেখতে ভালো লাগছে না। আমরা সবাই শুভদিনের অপেক্ষায়। আপনি বিয়ে করলে অনুষ্ঠানে মিষ্টির বায়নাটাও তো আমরাই পাব। তাই না!

সুশান্ত জৈন

পুরোনো দিল্লির বিখ্যাত মিষ্টির দোকান ঘন্টেওয়ালায় রাহুল। সোমবার।

ভিডিওতে দেখা যায়, রাহুলকে ইমারতি তৈরির কৌশল শেখাচ্ছেন দোকানের মালিক। কথোপকথনের ফাঁকে তিনি জানান, রাজীব গান্ধির জন্মদিন থেকে শুরু করে প্রিয়াঙ্কা গান্ধির বিয়ের অনুষ্ঠান—সবেতেই তাঁদের পরিবারকে ঘন্টেওয়ালার মিষ্টি পাঠাতেন।

দীপাবলি উপলক্ষ্যে রাহুল লেখেন, 'দীপাবলির আসল মিষ্টতা শুধু থালায় নয়, সম্পর্ক ও সম্প্রদায়ের বন্ধনে।'

রাহুলকে মিষ্টি বানানো শেখানোর পাশাপাশি এদিন তাঁকে কিছুটা অস্বস্তিতেও ফেলে দেন ঘন্টেওয়ালার মালিক সুশান্ত জৈন। তিনি কংগ্রেস সাংসদকে বিয়ে করার পরামর্শ দেন। সুশান্ত রাহুলের উদ্দেশে যা বলেন তার মর্মার্থ, 'সারা দেশ বলছে আপনি দেশের যোগ্যতম ব্যাচেলর। কিন্তু আপনাকে আর চিরকুমার সভার সদস্য হিসাবে দেখতে ভালো লাগছে না। আমরা সবাই রয়েছি সেই শুভদিনের অপেক্ষায়। তাছাড়া আপনি বিয়ে করলে অনুষ্ঠানে মিষ্টির বায়নাটাও তো আমরাই পাব। তাই না!' সুশান্ত জানান, রাহুলের বাবা রাজীবও খুব ভক্ত ছিলেন ঘন্টেওয়ালার তৈরি মিষ্টির।

হয়রানিতে আত্মঘাতী ইঞ্জিনিয়ার

বেঙ্গালুরু, ২০ অক্টোবর : ওলা ইলেক্ট্রিকের এক কর্মীর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে ওলা ইলেক্ট্রিকের ইঞ্জিনিয়ার কে অরবিন্দ (৩৭৮) বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ। পুলিশ তাঁর ঘর থেকে ২৮ পাতার সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে, যেখানে তিনি সংস্থার সিইও ভবেশ আগরওয়াল এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিক সুব্রত কুমার দাসকে মানসিক হয়রানি, অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং বেতন বকেয়ার জন্য দায়ী করেছেন।

৬ অক্টোবর অরবিন্দের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে 'আত্মহত্যায় প্ররোচনা'র মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। মৃত্যুর দু'দিন পর অরবিন্দের অ্যাকাউন্টে ১৭.৪৬ লক্ষ টাকা জমা পড়ায় সন্দেহ আরও বেড়েছে।

ওলা ইলেক্ট্রিক এক বিবৃতিতে অরবিন্দের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং জানিয়েছে, মৃত কর্মী কখনও তাদের কাছে সমস্যার কথা কিংবা অভিযোগ জানাননি। সংস্থাটি হাইকোর্টে এফআইআর চ্যালেঞ্জ করেছে ও তদন্তে সহায়তা করছে।

সমুদ্রে বিমান, মৃত ২

হংকং, ২০ অক্টোবর : ফের বিমান দুর্ঘটনা। এবার হংকংয়ে। দুবাই থেকে আসা এমিরেটসের একটি পণ্যবাহী বিমান হংকং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামার সময় আচমকা রানওয়ে থাকা একটি নিরাপত্তা-টহলগাড়িতে ধাক্কা মেরে পিছলে পড়ল সমুদ্রে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার খুব ভোরে। এই ঘটনায় দু'জন মারা গিয়েছেন। তাঁরা কিন্তু পণ্যবাহী বিমানটিতে ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন নিরাপত্তা সংক্রান্ত টহলদারি গাড়িতে। পণ্যবাহী বিমানটিতে চারজন কর্মী ছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককেই উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের কোনও ক্ষতি হয়নি।

হংকং আন্তর্জাতিক বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বোয়িং ৭৪৭ কার্গো বিমানটি (ফ্লাইট একে ৯৭৮৮) ধাক্কা মারার পর স্কিড করে সমুদ্রে পড়ে দু-টুকরো হয়ে যায়। আলাদা হয়ে গিয়েছে বিমানের নাক অর্থাৎ সামনের অংশ ও লেজের দিক। এই ঘটনার পর বিশ্বের ব্যস্ততম পণ্যবাহী হংকং বিমানবন্দরের উত্তর রানওয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চালু রয়েছে দক্ষিণ ও পশ্চিম রানওয়ে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভোর ৩.৫০ মিনিটে। হংকং-এর অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে অবতরণের সময়। কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার কারণে জানতে তদন্ত শুরু করেছেন।

উড়ানে রক্তাক্ত বোয়িং চালক

লস অ্যাঞ্জেলেস, ২০ অক্টোবর : ফের অঘটন ঘটল বোয়িংয়ের একটি যাত্রীবাহী বিমানে। মাঝআকাশে গোত্তা খেয়ে নিমেষে ১০ হাজার ফুট নেমে এল ৩৬ হাজার ফুট উঁচু থেকে। আচমকা আঘাতে ফেটে চৌচির বিমানের জানলা। ভাঙা কাচ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কাচের টুকরো ছিটকে এসে পাইলটের মুখে ও হাতে লেগে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গেল ককপিটে। গত ১৬ অক্টোবর ঘটনাটি ঘটে ডেনভার থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসগামী ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স-৮ বিমানে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানে ছিলেন ১৩৪ জন যাত্রী ও ছয়জন কর্মী। বিপদের মুখে বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে সল্টলেক সিটি বিমানবন্দরে। পরে যাত্রীদের অন্য বিমানে লস অ্যাঞ্জেলেসে পাঠানো হয় প্রায় ছয় ঘণ্টা দেরিতে।

ফেডারেল অ্যাভিয়েশন প্রশাসন (এফএএ) জানিয়েছে, ৩৬,০০০ ফুট উচ্চতায় কোনও বস্তুর বিমানে আঘাত হানা অত্যন্ত বিরল ঘটনা। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, হয়তো মহাকাশের কোনও আবর্জনা বা ছোট উল্কাখণ্ড বিমানে আঘাত করেছিল।

ভারতের তেল আমদানি নিয়ে ক্ষোভ

কমবে না শুল্কের বোঝা, বার্তা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ২০ অক্টোবর : ঢোঁক গিললেন ডোনাল্ড ট্রাম্প! গত বৃহস্পতিবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছিলেন, রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমিয়ে দিয়েছে ভারত। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাকি তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি আরও কমানো হবে। পত্রপাঠ ট্রাম্পের দাবি খারিজ করে ভারতীয় বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, সাম্প্রতিককালে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে ফোন বা অন্য কোনও মাধ্যমে কথাই হয়নি ট্রাম্পের। এমনই এক 'অস্বস্তিকর' পরিস্থিতিতে সোমবার ফের ভারতের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন ট্রাম্প।

এয়ারফোর্স ওয়ানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি সরাসরি ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। আবার ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ বন্ধের জন্য কৃতিত্বও দাবি করেছেন। মার্কিন নেতা জানান, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা কমানোর কথা বলেছিল। এখন দিল্লি থেকে অন্য কথা বলা হচ্ছে। ফলে ভারতের ওপর আমেরিকার শুল্কের বোঝা কমার কোনও সম্ভাবনা নেই। ট্রাম্প বলেন, 'আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বলেছেন, রাশিয়ার তেল কিনবেন না। কিন্তু যদি ওরা এটা করে, তাহলে বিশাল পরিমাণ শুল্ক দিয়ে যেতে হবে।'

ভারতকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পাশাপাশি ফের ভারত-পাক সংঘাত বন্ধ প্রসঙ্গে নিজের অবদানের কথা বলেছেন ট্রাম্প। তাঁর কথায়, 'শুল্কের হুমকি ভারত ও পাকিস্তান, দু'টি পরমাণু শক্তিধর দেশকে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল। সাতটি বিমান গুলি করে ভূপতিত করা হয়েছিল। এটা পরমাণু যুদ্ধে পরিণত হতে পারত।' তিনি আরও বলেন, 'পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প লক্ষ লক্ষ জীবন বাঁচিয়েছেন। আমি ভারত ও পাকিস্তানকে প্রায় একই কথা বলেছি। যদি তোমরা যুদ্ধ করো, আমি তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা করব না। আমরা ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করব। তোমাদের পক্ষে লেনদেন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

১৭ লক্ষ থেকে শূন্য

বেজিং, ২০ অক্টোবর : চিনা পণ্যের ওপর নজিরবিহীন শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প সরকার। জবাবে আমেরিকা থেকে সয়াবিন আমদানি বন্ধ করেছে চিন। সোমবার চিনের জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ কাস্টমস জানিয়েছে, গত মাসে আমেরিকা থেকে সয়াবিনের আমদানি একবছর আগের ১৭ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে শূন্যে নেমে এসেছে। পরিবর্তে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিলের মতো লাতিন আমেরিকার দেশগুলি থেকে আমদানি বেড়েছে। ব্রাজিল থেকে আমদানি ২৯.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১১ লক্ষ টনে পৌঁছে গিয়েছে, যা চিনের মোট সয়াবিন আমদানির ৮৫ শতাংশ। আর্জেন্টিনা থেকে আমদানি ৯১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১০.১ লক্ষ টন হয়েছে।

ডনবাস ছাড়তে জেলেনস্কিকে আমেরিকার চাপ

ওয়াশিংটন, ২০ অক্টোবর : পাক-আফগান ও ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ থামানোর পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের নজর এখন ইউক্রেনের দিকে। সোমবার রাশিয়া, ইউক্রেন দু'পক্ষকেই যুদ্ধ বন্ধের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। রাশিয়ার বেঁধে দেওয়া শর্ত মেনেই যে তিনি ইউক্রেন যুদ্ধে রাশ টানতে চাইছেন, তা নিয়েও ধোঁয়াশা রাখেননি ট্রাম্প। তিনি বলেন, 'আমি যা বলছি তা হল ওদের এখনই যুদ্ধ থামানো উচিত, বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত, মানুষ হত্যা বন্ধ করা উচিত এবং এই ধ্বংসে ইতি টানা উচিত।'

তাহলে ইউক্রেনের অংশ ডনবাসের যেসব এলাকা রাশিয়ার দখলে রয়েছে, তার কী হবে? সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'এটা যেমন আছে তেমনই মেনে নেওয়া হোক। এখনই এটা করা যেতে পারে। আমার মনে হয়, এখানকার ৭৮ শতাংশ জমি ইতিমধ্যে রাশিয়া দখল করে নিয়েছে। এখন যা অবস্থা রয়েছে তাকেই স্থিতাবস্থা বলে মেনে নেওয়া হোক। ওরা পরে এ ব্যাপারে আলোচনা করতে পারে।'

ডনবাসের ওপর রাশিয়ার অধিকার মেনে নিলে তিনি ইউক্রেনে সেনা অভিযানে রাশ টানতে রাজি বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি অবশ্য শুরু থেকে পুতিনের দাবি খারিজ করে দিয়েছেন। ইউক্রেন সরকারের আশঙ্কা, ডনবাস রাশিয়ার দখলে চলে গেলে পুতিনের সেনাদের জন্য কিভে পৌঁছোনোর রাস্তা খুলে যাবে। ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হবে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি, গত সপ্তাহে হোয়াইট হাউসে হওয়া বৈঠকে ডনবাসের দাবি ছাড়ার জন্য জেলেনস্কির ওপর চাপ প্রয়োগ করেছিলেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ইউক্রেন যুদ্ধে হারতে চলেছে। পুতিন চাইলে আপনাদের ধ্বংস করে দিতে পারেন।' জবাবে ইউক্রেনের মানচিত্র দেখিয়ে যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ট্রাম্পকে বোঝানোর চেষ্টা করেন জেলেনস্কি। বিরক্ত ট্রাম্প সেই মানচিত্র দেখতে রাজি হননি। তিনি জানান, পুতিন তাঁকে বলেছেন রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না, সেখানে তারা বিশেষ সেনা অভিযান চালাচ্ছে।

এদিকে রাশিয়ার ওপর চাপ বাড়াতে সেখান থেকে তেল কেনা পুরোপুরি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউরোপের দেশগুলি। সোমবার ইউরোপীয় কাউন্সিল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, রাশিয়া থেকে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কেনা ধাপে ধাপে কমাবে ইউরোপ। ২০২৮-এর পয়লা জানুয়ারির মধ্যে এইসব খনিজের আমদানি শূন্যে নামিয়ে আনা হবে।

দীপাবলিতে গাড়ি উপহার

চণ্ডীগড়, ২০ অক্টোবর : আলোর উৎসবে আলো ঝলমল করছে কর্মীদের মুখে। তাঁরা পেয়েছেন অভিনব উপহার। হ্যাঁ, ব্র্যান্ড নিউ গাড়ি উপহার পেয়েছেন পঞ্চকুলার মিতস হেলথকেয়ারের ৫১ জন কর্মী। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট উদ্যোগপতি এমকে ভাটিয়া বছরের সেরা কর্মী হিসেবে দীপাবলির উৎসবে তাঁদের হাতে গাড়ির চাবি তুলে দিলেন।

এমকে ভাটিয়ার এটি তৃতীয় বছরের গাড়ি উপহার দেওয়ার ঐতিহ্য, যাকে তিনি 'হাফ সেঞ্চুরি' বলে উল্লেখ করে লিংকডইন ওয়েবসাইটে পোস্ট দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'গত দু'বছর আমরা আমাদের সবচেয়ে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের গাড়ি উপহার দিয়েছি। এবছরও তা অব্যাহত রইল।'

বানভাসি চেন্নাই

চেন্নাই, ২০ অক্টোবর : বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস ছিল। সেই নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। ফলে মুষলধারায় বৃষ্টি চলছে। গত দু'দিন ধরে বিপুল বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত চেন্নাই। সোমবারও ভারী বৃষ্টি হয়েছে শহরের বেশকিছু এলাকায়। এদিন ভেলাচারি, নেদাবক্কম, পল্লিকারানাই সহ একাধিক শহরতলি জলমগ্ন। তা সত্ত্বেও দীপাবলির উৎসব উদযাপনে কোনও খামতি দেখা যাচ্ছে না।

বছরের এই সময় ফিরতি উত্তরপূর্ব মৌসুমি বায়ুর কারণে তামিলনাড়ুর উপকূলবর্তী অঞ্চলে বৃষ্টি কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন।

দেখে যা আলোর নাচন...

গুয়াহাটিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে দীপাবলি উদযাপনে কলেজ পড়ুয়ারা। সোমবার।

বালোচিস্তান

সলমনের মন্তব্যে জল্পনা

রিয়াধ, ২০ অক্টোবর : সৌদি আরবের রাজধানীতে জয় ফোরাম-২০২৫ নামে এক অনুষ্ঠানে বলিউড অভিনেতা সলমন খানের মন্তব্যে জল্পনা ছড়াল। তিনি বলেন, 'এই মুহূর্তে আপনি যদি একটি হিন্দি ছবি তৈরি করেন এবং এখানে মুক্তি পায়, তাহলে ছবিটি সুপারহিট হবে। কারণ, অন্যান্য দেশের বহু মানুষ এখানে বাস করেন। বালোচিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তানের মানুষ আছেন। সবাই এখানে কাজ করেন।' সলমনের মন্তব্য সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলেছে। এক নেটিজেন তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমি জানি না এটি হঠাৎ বলে ফেলা কথা, নাকি অন্য কিছু। তবে আশ্চর্যজনক! সলমন খান 'বালোচিস্তানের মানুষদের' 'পাকিস্তানের মানুষদের' থেকে আলাদা করেছেন।' বিলাল বালোচ নামে একজনের পোস্ট, 'অবশেষে সলমন খান স্বীকার করেছেন যে বালোচিস্তান পাকিস্তানের অংশ নয়। সলমন খান বলেছেন, বালোচিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং সব দেশের মানুষ।'

পিএম শ্রী প্রকল্পে কেরল

তিরুবনন্তপুরম, ২০ অক্টোবর : শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরণের চেষ্টা করছে মোদি সরকার! এই অভিযোগ তুলে এতদিন কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প পিএম শ্রীতে যোগ দেয়নি কেরল। কিন্তু রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন ও পড়ুয়াদের অনুদানে টান পড়ায় শেষপর্যন্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেরল সরকার। রবিবার রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ভি শিবনকুট্টি বলেন, 'কেন্দ্রের কাছে আমাদের ১,৪৬৬ কোটি টাকা পাওনা রয়েছে। এটা পেলে পড়ুয়াদের অনুদান এবং শিক্ষকদের বেতন মেটানো সম্ভব হবে।'

১৪৩ আসনে প্রার্থী ঘোষণা আরজেডির

রাঘোপুরে তেজস্বী ■ বিতর্কে তেজপ্রতাপ

নয়াদিল্লি ও পাটনা, ২০ অক্টোবর : রাহুল গান্ধির 'ভোটার অধিকার যাত্রা' ঘিরে বিরোধী শিবিরে তৈরি হয়েছিল নতুন আশা। মনে করা হচ্ছিল, বিহারের নির্বাচনি ময়দানে 'মহাগটবন্ধন' শাসক এনডিএ-কে বেগ দেবে। বাস্তবে ছবিটা সম্পূর্ণ উলটো। ভোটের মুখে বিরোধী জোটের মধ্যেই দেখা দিয়েছে ফাটল। সেই ফাটলকে চওড়া করেছে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) সর্বশেষ সিদ্ধান্ত।

সোমবার সকালে দ্বিতীয় দফার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে ১৪৩টি আসনে নিজেদের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে তেজস্বী যাদবের আরজেডি। বৈশালী জেলার রাঘোপুর থেকে ফের লড়বেন তেজস্বী। গত বিধানসভা নির্বাচনে আরজেডি লড়েছিল ১৪৪টি আসনে, এবার তা একটি কমেছে।

তবে তালিকা ঘোষণার মুহূর্তেই স্পষ্ট 'মহাগটবন্ধন'-এ ঐক্যের চেয়ে বিভাজনই যেন বেশি প্রকট। আরজেডি-কংগ্রেস, দুই শরিক একাধিক আসনে মুখোমুখি। বৈশালী, লালগঞ্জ, কাহালগাঁও ও ওয়ারসালীগঞ্জ এই চার কেন্দ্রে দু'দলই প্রার্থী দিয়েছে। এমনকি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজেশকুমার রামের আসন কুটুম্বাতে প্রার্থী দিয়েছে তেজস্বীর দল। বিকাশশীল ইনসান পার্টি-র প্রধান মুকেশ সাহনীর তারাপুর কেন্দ্রেও প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে আরজেডি।

অন্যদিকে কংগ্রেসও নেই। কাহালগাঁও আসনে তাদের ভরসা প্রবীণ কুশওয়াহা। এই আসনটি আরজেডি-কংগ্রেস জোটের মধ্যে অন্যতম বিতর্কিত কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। সিকান্দ্রা আসনে সুযোগ পেয়েছেন বিনোদ চৌধুরী। কংগ্রেসের প্রথম প্রার্থীতালিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৭ অক্টোবর, যেখানে ৪৮টি নাম ছিল। পরে এক, পাঁচ ও ছয় জন প্রার্থীর আরও তিনটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। সর্বশেষ সুপৌলের নাম যুক্ত হওয়ায় এখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের ঘোষিত প্রার্থীর মোট সংখ্যা ৬১। তবে কংগ্রেস-আরজেডির টানাপোড়েনের মধ্যে বিরোধী জোটকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে ঝাড়খণ্ডের শাসক দল জেএমএম। সোমবার এক বিবৃতিতে দলের তরফে বিহার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী না দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

ভোটের অঙ্ক

- ■ ১৪৩টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে আরজেডি
- ■ কংগ্রেসের ঘোষিত প্রার্থীর মোট সংখ্যা ৬১
- ■ বিধানসভা নির্বাচনে না লড়ার সিদ্ধান্ত জেএমএমের

এদিকে বিতর্কে জড়িয়েছেন আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের বড় ছেলে তেজপ্রতাপ যাদব। আরজেডি থেকে বহিষ্কৃত তেজপ্রতাপ এবার জনশক্তি জনতা দল তৈরি করে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করছেন। লালুর বড়ছেলে প্রার্থী হয়েছেন মহুয়া বিধানসভা কেন্দ্রে। ১৬ অক্টোবর কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন তিনি। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মিছিলের একটি গাড়িতে পুলিশের লোগো লাগানো রয়েছে। বিহার পুলিশ জানিয়েছে, ওই লোগোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। এরপরেই তেজপ্রতাপের বিরুদ্ধে নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আসনরফা নিয়ে অচলাবস্থা 'মহাগটবন্ধন'-এর ঐক্যের ভিতরে থাকা অস্বস্তিকেই সামনে এনে দিয়েছে। আরজেডির প্রার্থীতালিকা থেকে স্পষ্ট, তেজস্বীরা আবারও ভরসা রাখছেন মুসলিম-যাদব ভোটের ওপর। ১৪৩ জন প্রার্থীর মধ্যে ৫০ জন এই দুই সম্প্রদায়ের। মহিলা প্রার্থী রয়েছেন ২৩ জন। সিওয়ানের রঘুনাথপুরে প্রাক্তন আরজেডি সাংসদ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের পুত্রকে টিকিট দিয়েছে দল। তালিকার আলোচিত কেন্দ্র মহুয়া, যেখানে আরজেডির প্রার্থী মুকেশ রৌশন লড়বেন দলেরই প্রাক্তন নেতা এবং তেজস্বীর দাদা তেজপ্রতাপ যাদবের বিরুদ্ধে। বিহারিগঞ্জে রেণু কুশওয়াহা, ওয়ারসালীগঞ্জে অনীতা দেবী মাহতো, হাসনপুরে মালা পুষ্পম, ইমামগঞ্জে ঋতু প্রিয়া চৌধুরী আরজেডির প্রার্থীতালিকায় গুরুত্বপূর্ণ মুখ।

পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, রাহুল গান্ধির যাত্রা হয়তো মহাগটবন্ধনের মনোবল কিছুটা বাড়িয়েছিল। কিন্তু তেজস্বীর এই একক সিদ্ধান্ত সেই ঐক্যের মুখে প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ও আসনরফার অনিশ্চয়তায় এখন বিরোধী জোটের চিত্র ক্রমেই ধোঁয়াশাচ্ছন্ন, যা শেষপর্যন্ত সুবিধা এনে দিতে পারে শাসক এনডিএ-র হাতে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

জল জীবন মিশনে দুর্নীতি

নবনীতা মণ্ডল

রাজ্যগুলিকে সতর্কবার্তা কেন্দ্রের

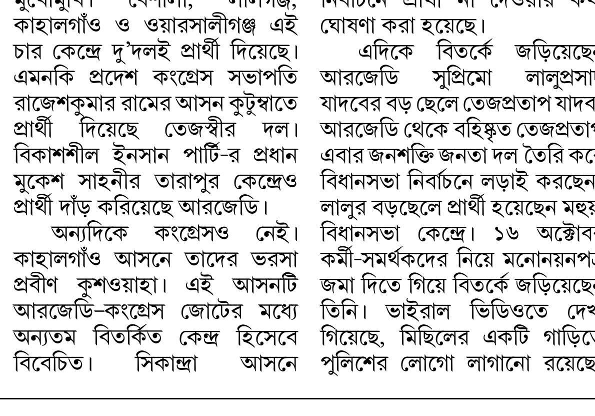

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর : বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই নীতীশ সরকারের বিরুদ্ধে 'হর ঘর জল' প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। খোদ কেন্দ্রেরই অভিযোগ, বাস্তবে রাজ্যের বহু জল প্রকল্পের অস্তিত্বই নেই। কেন্দ্র সেবিষয়ে তদন্তও শুরু করেছে। সেপ্টেম্বরে মণিপুরেও এই প্রকল্পের দুর্নীতি নিয়ে অশান্তি হয়, বিষয়টি আদালতেও গড়িয়েছে।

বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যে 'জল জীবন মিশন' নিয়ে বাড়ছে বিতর্ক। সরকারি তদারকির পর প্রকল্পে বিপুল আর্থিক অনিয়ম, খরচের অতিরিক্ত দেখানো ও নিম্নমানের কাজের অভিযোগে উদ্বিগ্ন কেন্দ্র। এরপরই নতুন করে নির্দেশ জারি করেছে জলশক্তিমন্ত্রক। সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে জানানো হয়েছে, প্রকল্পে যুক্ত এমন সমস্ত ঠিকাদার ও সংস্থার বিস্তারিত তথ্য জমা দিতে হবে যাদের বিরুদ্ধে জরিমানা, ব্ল্যাক লিস্টিং বা অর্থ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এবছরেই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্য লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছোতে পারেনি। তাই মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২৮ করা হয়েছে। জল সরবরাহ মন্ত্রকের আর্জি মেনে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

গত সপ্তাহে দিল্লিতে এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত মন্ত্রী, অফিসার ও ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করতে হবে। মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে তদন্তের দায়িত্ব রাজ্যের লোকায়ুক্তের হাতে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ রাজ্য সরকারের দুর্নীতি-তদন্ত সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্র। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, প্রকল্প-সংক্রান্ত সব অনিয়মের বিশদ তথ্য পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আকারে জমা দিতে হবে। সেইসঙ্গে রাজ্যগুলিকে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তরের সেইসব কর্মকর্তার নামও দিতে বলা হয়েছে, যাঁদের বিরুদ্ধে অনিয়ম বা নিম্নমানের কাজের অভিযোগে বরখাস্ত, স্থগিতাদেশ, চাকরি থেকে অপসারণ বা এফআইআর দায়ের হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে যেখানে একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে কেন্দ্র, সেখানে আপাতত জল জীবন মিশনে বড় ধরনের অনিয়মের তালিকায় রাজ্যের নাম নেই।

ব্যয় নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে কেন্দ্রীয় ব্যয়সচিব প্রকল্পের বরাদ্দ প্রায় ৪০ শতাংশ কমিয়ে দেন। কারণ হিসেবে বলা হয়, বহু রাজ্যে অতিরিক্ত খরচ দেখানোর ঘটনা ধরা পড়েছে। এরপর ক্যাবিনেট সচিবের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, প্রতিটি রাজ্যে নজরদারি টিম পাঠিয়ে প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অবস্থা খতিয়ে দেখা হবে। জলশক্তিমন্ত্রক সব রাজ্যকেই সতর্ক করেছে এবং অনিয়মে যুক্ত কর্মকর্তা, ঠিকাদার ও সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।

বাঁকেবিহারীতে গুপ্তকক্ষের ধন

লখনউ, ২০ অক্টোবর : ধনতেরাসে ধনবর্ষণ। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রবিবার মথুরার বাঁকেবিহারী মন্দিরের তোষাখানায় সিল করা কক্ষগুলিতে সমীক্ষা চালিয়ে একটি কক্ষ থেকে মিলল সোনা ও রুপোর বার, দামি পাথর সহ বহু মূল্যবান সামগ্রী। মন্দিরের পুরোহিতরা জানিয়েছেন, একটি সিল করা লম্বা বাক্স খুলে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে গুলাল(রং)লাগানো ৩-৪ ফুট লম্বা একটি সোনার বার, তিনটি রুপোর বাট, লাল ও সবুজ রঙের দামি রত্নরাজি, প্রাচীন মুদ্রা ও বিভিন্ন ধাতুর বাসন। অনুমান করা হয়, ভগবান কৃষ্ণ তথা ঠাকুরজি এই সমস্ত বাসনপত্র ব্যবহার করতেন। বহু বাক্স এখনও খোলা সম্ভব হয়নি। যদিও স্থানীয় প্রশাসন উদ্ধার হওয়া সামগ্রীগুলিকে সোনা কিংবা রুপো বলে উল্লেখ না করে হলুদ ধাতু (সোনার বদলে) ও সাদা ধাতু (রুপোর বদলে) হিসেবে নথিবদ্ধ করেছে। ময়ূর-আকৃতির পান্নার হার বা রত্নখচিত কলসের মতো বিরল বস্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাতে পুরোহিতরা কিছুটা হতাশ হয়েছেন।

তোষাখানার সম্পত্তি

সূত্রের খবর, যে বিষয়টি ভাবাচ্ছে তা হল তোষাখানায় বহু সম্পত্তির নথি মেলেনি। ইতিহাসবিদদের দাবি, মন্দিরটি ১৯ শতকের। বহু রাজপরিবারের পক্ষ থেকে এখানে বহু মূল্যবান সামগ্রী দান করা হয়েছে। সেই সমস্ত উপহারের নথি থাকার কথা। তোষাখানা ৫৪ বছর ধরে বন্ধ ছিল। শীর্ষ আদালত নিযুক্ত কমিটির নির্দেশে তা খোলা হয়েছে। কমিটির সদস্য সংখ্যা ১২। শীর্ষে রয়েছেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক কুমার। কমিটির অন্যতম সদস্য দীনেশ গোস্বামী জানিয়েছেন, 'যে সমস্ত জিনিস পাওয়া গিয়েছে বলে জানানো হচ্ছে, তা সবই ঠাকুরজির ব্যবহারের উদ্দেশে দান করা হয়েছিল। মন্দিরে যে নগদ অর্থ উৎসর্গ করা হয় তা ব্যাংকে জমা থাকে।' দীনেশ গোস্বামী এও জানিয়েছেন, তোষাখানায় পাওয়া জিনিসপত্রের একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়াটির ভিডিও-ও করা হয়েছে।

মন্দিরের গর্ভগৃহ সংলগ্ন তোষাখানাটি শেষ খোলা হয় ১৯৭১ সালে।

ছোট্ট তারা

কালিয়াগঞ্জের ১০ বছরের তিয়াসা ঘোষ মিলনময়ী গার্লস স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। গান ও ছবি আঁকায় সুনাম অর্জন করেছে সে।

শ্যামাপোকা আর তাড়াতে হয় না বাঙালিকে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ অক্টোবর : দীপাবলির দুপুর। এলইডি লাইট দিয়ে বালুরঘাটে ঘর সাজানোর ব্যস্ততা। স্কুল পড়ুয়া ছেলে সৌনককে নিয়ে বারান্দায় লাইটের চেন লাগিয়ে পুজো দেখতে যাবেন নিউটাউনের বাসিন্দা তরুণ সমাজদার। সেই প্রসঙ্গ টেনেই শোনাচ্ছিলেন কয়েকদশক আগে কালীপুজোর গল্প, 'এখন কালীপুজোয় ঘুরতে বেরিয়ে আর নাক-মুখ ঢাকতে হয় না। আমাদের কৈশোরে শ্যামাপুজো মানেই ছিল শ্যামাপোকার আনাগোনা। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসা সেই পোকা কখনও ঢুকে যেত নাকে, কখনও কানে, আবার জামার ভিতরেও হাত ঢুকিয়ে এলোপাতাড়ি খুঁজতে হত তাদের। এখন আর এসব ঝক্কি নেই। তবে এই শ্যামাপোকাই জানান দিত, কালীপুজো আসছে। সেটা এখন মিস করি।'

বালুরঘাটের রাস্তাঘাট, বারান্দা, আলোঘেরা ঘরবাড়ি এক সময় শ্যামাপুজোর দিনগুলোয় ভরে যেত শ্যামাপোকার ঝাঁকে। কিন্তু এখন সে দৃশ্য প্রায় অতীত। দূষণ, ধানখেতে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার, দ্রুত নগরায়ণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এই পোকা বিলুপ্তির পথে। কৃষিনির্ভর বালুরঘাটে প্রকৃতির এই নীরব পরিবর্তন শুধু পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে না, উৎসবের স্মৃতিতেও দিচ্ছে এক শূন্যতা। যেখানে আলো আছে, কিন্তু নেই সেই ঝলক।

কালীপুজোর রাত মানে আলোর ঝলকে ভনভন করে উড়ে বেড়ানো শ্যামাপোকা। নাকে-মুখে ঢুকে অস্বস্তি বাড়াত বটে, কিন্তু তাদের ছাড়া

অসম্পূর্ণ কালীপুজো

- কয়েক দশক আগেও শ্যামাপুজোর রাতে শ্যামাপোকা উড়ে বেড়াত
- ধানখেতে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার হচ্ছে
- তাই ধান উৎপাদনকারী এলাকায় শ্যামাপোকার পরিমাণ কমেছে
- পরিবেশের ভারসাম্যে এই শ্যামাপোকার অস্তিত্ব জরুরি

পুজোর রাত যেন অসম্পূর্ণ। এবছর বালুরঘাটের আকাশে সেই চেনা দৃশ্য দেখা যায়নি। আলো জ্বললেও

শ্যামাপোকা উধাও। শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্রই একই চিত্র। মূলত, ধান গাছে অতিরিক্ত কীটনাশক স্প্রে করা এবং সিএফএল ও এলইডি আলোর ব্যবহারই এ সমস্যা বাড়াচ্ছে। শ্যামাপোকা কমে যাওয়া পরিবেশের জন্য অশুভ সংকেত। ক্ষুদ্র পোকা, প্রজাপতি, পিঁপড়া, এমনকি শ্যামাপোকা- সবাই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ। তারা না থাকলে অনেক প্রাণীর খাদ্যশৃঙ্খল ভেঙে পড়তে পারে। এমনই মত পরিবেশপ্রেমীদের।

ধান গাছের রস শ্যামাপোকার প্রধান খাদ্য। ধান উৎপাদনকারী দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলায় এদের দেখা মেলার কথা। কিন্তু বালুরঘাট, হিলি, তপন সহ পার্শ্ববর্তী সব জায়গায়ই এখন এক ছবি। ব্লকের জলঘর গ্রামের কৃষক প্রদীপ মণ্ডল বলেন, আগে আলোর দিকে শ্যামাপোকা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ত। এখন দেখা যায় না। পুজোর রাত ফাঁকা লাগছে।

শহরের বাসিন্দা শ্যামল ভট্টাচার্যর আক্ষেপ, শ্যামাপোকাহীন শ্যামাপুজো দেখছি। বুঝতে পারছি না, সভ্যতার ঠিক কোন জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। প্রবীণ নাগরিক অরিন্দম রায়ের সংযোজন, নাকে-মুখে ঢুকত বটে, কিন্তু তাদের ছাড়া কালীপুজো যেন প্রাণহীন। পরিবেশ বদলে যাচ্ছে।

বালুরঘাটের পরিবেশপ্রেমী তুহিনশুভ্র মণ্ডলের কথায়, শ্যামাপোকা না ফেরালে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। তাই কেবল স্মৃতির জন্য নয়, পরিবেশের জন্যও এখনই সতর্ক হওয়া দরকার। শহর-গ্রাম মিলিয়ে শ্যামাপোকার সংখ্যা আগের মতো না হলে আগামীতে সমস্যা হতে পারে। কীটনাশকের প্রয়োগ কমাতে হবে। কালীপুজোর রাতের সেই ভনভন করা পোকা থাকুক আমাদের মাঝে।

মালদা অরবিন্দ সংঘের প্রতিমা। ছবি : কল্লোল মজুমদার

শব্দবাজির তাণ্ডবে যথেচ্ছ দূষণ

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২০ অক্টোবর : ভূতচতুর্দশীতে রাত যত বাড়ে, ততই বাড়তে থাকে শব্দবাজির দাপট। তীব্র আওয়াজে কেঁপে ওঠে মালদা। তবে অতটা না হলেও, শব্দবাজির সেই তাণ্ডব থেকে বাদ যায়নি রায়গঞ্জ কিংবা বালুরঘাটও। অথচ শব্দবাজি পোড়ানোর ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে রাজ্য পুলিশ। কালীপুজোর দিন বাজি পোড়ানো যাবে রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত। কিন্তু, কালীপুজোর আগের দিনই যেভাবে সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে শব্দবাজির তাণ্ডব চলল তা নিয়ে আতঙ্কিত পরিবেশপ্রেমীরা। গতকাল রাতে শব্দবাজির তাণ্ডব দেখা গেল মূলত মালদা শহরের বালুচর, গোলাপট্টি, মকদুমপুর, গৌড় রোড এলাকায়।

অবশ্য এই নির্দেশিকাকে শুধু মাত্র কাগজে-কলমে বলেই মনে করছেন মালদা বিজ্ঞানমঞ্চের সভাপতি সুনীল দাস। তাঁর কটাক্ষ, 'পরিবেশ দপ্তর, পুলিশ-প্রশাসনের শব্দবাজি নিয়ে নির্দেশিকা জারি সত্ত্বেও দেদারে শব্দবাজি পোড়ানো হয়েছে। আগামীতেও হবে। সরকারি নির্দেশিকা শুধু দেখানোর জন্য। কোনও ব্যবস্থা তো গ্রহণ হচ্ছেই না বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সরকারি মদতে শব্দবাজি পোড়ানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। শব্দদানবের থেকে মুক্তির জন্য আরও কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং মানুষের সচেতনতা প্রয়োজন।'

মালদা শহরের মতো না হলেও বালুরঘাটে ভূতচতুর্দশীর রাতে শব্দবাজির উৎপাত লক্ষ করা গিয়েছে। এ প্রসঙ্গে বালুরঘাটের পরিবেশপ্রেমী কিংকর দাসের মন্তব্য, 'তুলনামূলকভাবে এবছর শহরে শব্দবাজির দাপট কম। বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠের সবুজ বাজির বাজার বসার কারণেই এমনটা হয়েছে। মানুষ সবুজ বাজি কিনে আলোর উৎসবে মেতেছেন। যা স্বস্তির খবর।' পরিবেশের ক্ষেত্রে শহরবাসীর এমন সচেতন পদক্ষেপ আশার বাণী শোনাচ্ছে। তবে আশঙ্কা, কালীপুজোর রাতে কতটা বাজির প্রকোপ দেখা যাবে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

অন্যদিকে, শব্দবাজি ফাটানোর চল রায়গঞ্জে দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে। এবছরও তার অন্যথা হয়নি। সোমবার কালীপুজো হলেও রবিবার বিকেল থেকেই ছেলেছোকরার দল আতশবাজি পোড়ানো ও পটকা-বোম ফাটানো শুরু করে। রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই চকোলেট বোম ও লংকা বোমের আওয়াজ শোনা যায়। আবার উপরে গিয়ে তীব্র শব্দ করে এমন আতশবাজিও দেখা যায়। তবে রাত সাড়ে এগারোটা-বারোটা পর্যন্ত বিভিন্ন দিক থেকে বোম-পটকার শব্দ শোনা যায়।

যদিও, বোম-পটকা ফাটানোর নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে পুলিশ প্রশাসন ও বন দপ্তরের তরফে বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন শহরে প্রচারাভিযান চালানো হয়েছে। নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে সাফল্যও পেয়েছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। পুলিশি তৎপরতায় কয়েক লক্ষ টাকার শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত হয়। পুলিশ জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে প্রায় ১ কুইন্টাল নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার বা আটক করা যায়নি। এই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। শব্দবাজি নিয়ে যাঁরা আইন মানবেন না তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস।

মালদা শহরে দেদার বাজির বিকিকিনি। ছবি : অরিন্দম বাগ

শব্দদানবের দাপট

- ভূতচতুর্দশীর রাতে মালদায় শব্দবাজির দৌরাত্ম্য
- রবিবার থেকেই বিভিন্ন জেলায় শব্দবাজির অত্যাচার
- বালুরঘাটে লক্ষাধিক টাকার শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত
- আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা

মণ্ডপের পথে।। বালুরঘাটে মজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

মঙ্গলবার ভোরে প্রতিমা বিসর্জন

রায়গঞ্জের মিশনে বেলুড় মঠের নিয়ম

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২০ অক্টোবর : রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের কালীপুজোকে ঘিরে সোমবার সকাল থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে যথেষ্ট ভক্ত সমাগম লক্ষ করা গেল। মন্দির চত্বরের ভেতরে আলাদা করে মঞ্চ বাঁধিয়ে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। বেলুড় মঠের নিয়ম মেনে এখানে সারারাত ধরে পুজো চলবে। এদিন রাত সাড়ে আটটায় পুজো শুরু হয়ে শেষ হবে ভোর সাড়ে চারটায়। এরপর মায়ের মাঙ্গলিক বিসর্জন হবে। আর সকালে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হবে। রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে পুজো করেন স্বামী ধর্মপ্রিয়ানন্দ মহারাজ।

১৯৪৮ সালে রায়গঞ্জ রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এখানে কালীপুজো হয়ে আসছে। তবে ২০২০ সালে বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে এই আশ্রম চলে আসার পর থেকে পুজোর আয়োজন করে আসছেন মিশনের সন্ন্যাসীরা।

এদিন সকাল সকাল রামকৃষ্ণ মিশনে চলে আসেন ভক্তরা। মিশনে পুরুষ, মহিলা সকলকে পুজোর আয়োজন করতে দেখা গিয়েছে।

রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রাক্তন সম্পাদক প্রদীপ ঘোষ বলেন, 'আমরা মিশনের কর্মী। প্রতিবছর কালীপুজোর সময় মিশনে থাকি। এখানকার নিয়মনিষ্ঠা সহকারে পুজো দেখার সুযোগ কোনওমতেই হাতছাড়া করতে চাই না।'

মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পরেশাত্মকনন্দ মহারাজ বললেন, 'এদিন রাত সাড়ে ৮টায় পুজো শুরু হবে এবং ভোর সাড়ে চারটায় শেষ হবে। প্রথম পর্বের পুজোর প্রথম অঞ্জলি হবে রাত সাড়ে ১১টা

নাগাদ। আর দ্বিতীয়বার অঞ্জলি হবে রাত আড়াইটা নাগাদ। ভোরবেলা হোম দিয়ে পুজো শেষ হওয়ার পর ভক্তদের হাতে প্রসাদ দেওয়া হবে। মঙ্গলবার ভোরে মায়ের মাঙ্গলিক বিসর্জন দেওয়া হবে।'

দুটি নতুন জলাধার

পুরাতন মালদা, ২০ অক্টোবর : পুরাতন মালদার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জল নিয়ে দীর্ঘদিনের সমস্যা। এই সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ নিল পুর কর্তৃপক্ষ। দীপাবলি উপলক্ষ্যে ওয়ার্ডের বাসিন্দারা উপহার হিসেবে পাচ্ছেন পানীয় জলের দুটি নতুন জলাধার। দুটি জলাধার নির্মাণে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। একটি জলাধার তৈরি হয়েছে বাচামারি আশ্রমপাড়ায়। যার নাম দেওয়া হয়েছে নরেশ ব্রহ্মচারী জলাধার। অপরটি নির্মিত হয়েছে বাচামারি মণ্ডলপাড়ায়। যেটি ভোলানাথ জলাধার হিসেবে পরিচিতি পাবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই দুটি জলাধারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন পুর চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ।

এই ব্যাপারে ওয়ার্ড কাউন্সিলার শত্রুঘ্ন সিনহা বর্মা বলেন, 'ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্যোগী হয়েছি। দীপাবলি উপলক্ষ্যে বাসিন্দাদের এই উপহার দেওয়া হবে।'

গঙ্গারামপুরে ১৪ জুয়াড়ি ধৃত

গঙ্গারামপুর, ২০ অক্টোবর : গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ রবিবার মধ্যরাতে গঙ্গারামপুর ফুটবল মাঠ সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৪ জন জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করল। পাশাপাশি প্রায় ৮৩ হাজার টাকাও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতদের সোমবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

নেই পার্কিং জোন, জেরবার মালদা শহর

হরষিত সিংহ

মালদা, ২০ অক্টোবর : বাইক-স্কুটার পার্কিং করে একটু শান্তিতে কেনাকাটা করবেন? সেই সুযোগও নেই মালদা শহরে। কারণ, এত বড় শহরে পরিকল্পনা করে পার্কিং জোন গড়ে ওঠেনি। নামমাত্র কিছু পার্কিং দিয়ে সমস্যা মিটছে না। ফলে বড় মার্কেট, শপিং মল বা দোকানের সামনের রাস্তায় বাইক পার্কিং করে কেউ কেনাকাটা করতে যাচ্ছেন, কেউ অন্য কাজে। রাস্তার পাশে বাইক রাখায় পরের দিনই মোবাইলে চলে আসছে বেআইনি পার্কিং ফাইনের মেসেজ। আবার, শহরের ফোর লেনের সার্ভিস রোডেও পার্কিং করলে ট্রাফিক পুলিশ ফাইন করছে। এতেই ক্ষিপ্ত নাগরিকরা। তাঁদের প্রশ্ন, সরকারিভাবে কোনও পার্কিং জোন তৈরি হয়নি বলেই বাধ্য হয়ে রাস্তার পাশে বাইক-স্কুটার-গাড়ি পার্কিং করতে হচ্ছে। অথচ, সেটাকে বেআইনি চিহ্নিত করে পুলিশ জরিমানা করছে। তপন বাগচী নামে এক বাসিন্দা বলেন, হাতেগোনা কয়েক জায়গায় নামমাত্র পার্কিং ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সেখানে গাড়ি রেখে গোটা শহর ঘুরে কাজ করা সম্ভব নয়। গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে স্থায়ী পার্কিং জোন দরকার।

শহরজুড়ে ঘুরছে কয়েক হাজার টোটো। দাঁড়িয়ে থাকছে রথবাড়ি থেকে সুকান্ত মোড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায়। পোস্ট অফিস মোড়, নেতাজি মোড়েও বেআইনিভাবে দাঁড়াচ্ছে টোটো। যানজট বাড়ছে। কিন্তু, শহরের রথবাড়ি চত্বর সহ বিভিন্ন জায়গায় বাইক-স্কুটার রাখা নিয়ে বেজায় সমস্যা। পাকুয়াহাটের বীরেন বর্মন বলেন, চারচাকা গাড়ি নিয়ে শহরে এসেছিলাম। রথবাড়ি চত্বরে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নেই বলে জাতীয় সড়কে গাড়ি দাঁড় করানোয় ফাইন দিতে হয়েছিল। এখন বৃন্দাবনি মাঠের পাশে বা মাধবনগর এলাকায় গাড়ি পার্কিং করতে হচ্ছে।

শহরের রবীন্দ্র অ্যাভিনিউ রাস্তার জেলা স্কুলের উলটোদিকে বাশুলিতলা সহ বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাস্তার ওপরে পুরসভার থেকে পার্কিং জোন তৈরি হয়েছে। সেগুলিতে গাড়ি রাখা হচ্ছে। আবার নেতাজি কমার্সিয়াল মার্কেট, চিত্তরঞ্জন মার্কেট বা মাধবনগর মার্কেট সহ শহরের একাধিক মার্কেটে স্থায়ী পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নেই। এতে সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ।

এই ব্যাপারে মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি উজ্জ্বল সাহার মন্তব্য, শহরে শুরু থেকেই পার্কিংয়ের ব্যবস্থা নেই। আমরা একাধিকবার প্রস্তাব দিয়েছি। বৃন্দাবনি মাঠের

সমস্যা যেখানে

- মালদা শহরে পার্কিং জোন না থাকায় বিরাট সমস্যা
- হাতেগোনা কিছু জায়গা থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়
- বাধ্য হয়ে রাস্তার পাশে বাইক-স্কুটার রাখতে হয়
- তাতে বেআইনি পার্কিং হিসেবে জরিমানা করে পুলিশ
- শহরে পরিকল্পনা করে বড় পার্কিং জোন গড়ে তোলার দাবি

নীচে সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড পার্কিংয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া উপায় নেই।

তবে নাগরিকদের অভিযোগ, স্থায়ী পার্কিং জোন তৈরি করতে পুরসভা উদ্যোগ নেয়নি। যার জেরে পার্কিং নিয়ে সমস্যা সমাধান হয়নি। এই ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী বলেন, 'পার্কিং ব্যবস্থা পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা হয়। শহরে পার্কিং জোন রয়েছে। কিন্তু, তা পর্যাপ্ত নয়। আরও পার্কিং জোন প্রয়োজন। আমরা জেলা প্রশাসন-পুলিশের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করে আগামীতে পরিকল্পনা নেব।'

নাবালিকার গর্ভধারণ, বন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ অক্টোবর : এক নাবালিকা গর্ভবতী হওয়ায় বন্ধুর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করল মেয়েটির পরিবার। যদিও গা-ঢাকা দেওয়ায় ওই তরুণের খোঁজ পায়নি পুলিশ। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, প্রায় পাঁচ মাস আগে মেয়ের গর্ভধারণের ঘটনাটি জানার পরেও কেন ওই নাবালিকার পরিবার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়নি বা প্রশাসনিক সাহায্যে মেয়েটির গর্ভপাতের চেষ্টা করেনি? বর্তমানে মেয়েটি সাত মাসের গর্ভবতী, ফলে এখন গর্ভপাত অসম্ভব। দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় একের পর এক নাবালিকার গর্ভবতী হয়ে ওঠার ঘটনা। উদ্বেগ অস্বীকার করছেন না প্রশাসনিক কর্তারাও। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান মন্দিরা রায় বলেন, 'দক্ষিণ দিনাজপুরে যেভাবে নাবালিকাদের গর্ভধারণের ঘটনা ঘটছে, তা রীতিমতো উদ্বেগজনক। বাল্যবিবাহ রোধ করে মেয়েদের পড়াশোনায় ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে, কিন্তু কমবয়সি মেয়েরা যেভাবে গর্ভবতী হয়ে পড়ছে, তাতে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা হচ্ছে।'

অগাস্টে এক নাবালিকার সন্তান জন্ম দেওয়ার ঘটনায় শোরগোল পড়েছিল জেলাজুড়ে। মেয়েটি গ্রামীণ এলাকার হওয়ায়, সেসময় অনেকেই গ্রাম্য পরিবেশের দিকে আঙুল তুলেছিলেন। ওই সন্তানের বাবা কে, তা নিয়ে মেয়েটি এখনও মুখ খোলেনি। এরই মধ্যে আরও এক নাবালিকার গর্ভবতী হওয়ার ঘটনা ঘটেছে খোদ শহরেই। ঘটনায় মেয়েটির বন্ধুর বিরুদ্ধে সোমবার পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে ওই নাবালিকার পরিবার। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ায় নাবালিকাকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছিল অভিযুক্ত তরুণ। কিন্তু নাবালিকার পরিবার তাতে সম্মত হয়নি। বরং ওই তরুণের কঠোর শাস্তি চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে। সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে অভিযুক্ত তরুণের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানান বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস। পরিবারটির বক্তব্য, ঘটনার পিছনে কে রয়েছে, তা জানতে অনেক দেরি হয়েছে।

অগাস্টে কুশমণ্ডির এক নাবালিকার সন্তানপ্রসব, তপনের এক নাবালিকার গর্ভধারণ, এমন ঘটনার সংখ্যা কম নয় জেলায়। প্রশাসনিক সচেতনতা এবং পরিবারগুলির সতর্কতা, এই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে বলে মনে করছে বুদ্ধিজীবী মহল।

বাজেয়াপ্ত ব্রাউন সুগার

মালদা, ২০ অক্টোবর : কালিয়াচক থেকে বিহারে পাচারের আগেই ৩০৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ দুই কারবারিকে গ্রেপ্তার করল মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম সহদত হোসেন ও হায়দার আলি। দুজনেই কালিয়াচকের অনন্তপুরের বাসিন্দা।

মালদা কোর্ট স্টেশন দিয়ে ব্রাউন সুগার পাচারের সম্ভাবনা রয়েছে খবর পেয়ে, নজরদারি বাড়িয়ে স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দুই তরুণকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে জিআরপি আটক করে। জেরায় সন্তোষজনক উত্তর না মেলায় তল্লাশি চালাতেই মেলে ব্রাউন সুগারের ৩টি প্যাকেট।

বৃক্ষরোপণ

বালুরঘাট, ২০ অক্টোবর : কালীপুজোয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করল দক্ষিণ দিনাজপুর ট্রি সেভিং সোসাইটি। পাশাপাশি গাছ রক্ষার অঙ্গীকারও করেছেন সোসাইটির সকল সদস্য।

খুদেদের মণ্ডপে ফুটে উঠছে উচ্ছ্বাসের রং

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২০ অক্টোবর : যে কোনও পুজোর প্রস্তুতিপর্ব থেকে শুরু করে আয়োজন পর্যন্ত, কর্মকাণ্ডের সিংহভাগ অংশজুড়ে বড়দের জড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, পুজো আয়োজনকারী কমিটি বা ক্লাবগুলোর সদস্যপদগুলোতে শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নাম থাকে। ছোটদের সেখানে ঘেঁষতেই দেওয়া হয় না। কিন্তু, তাই বলে কি পুজোর আয়োজন থেকে পিছিয়ে থাকবে তারা?

বালুরঘাট শহরে এবার খুদেদেরও কালীপুজো করতে দেখা যাবে। শহরজুড়ে এখন একটাই সুর, 'আমরাও করব পুজো।' বালুরঘাটের অলিগলি, মহল্লা, পাড়ায় স্কুল পড়ুয়াদের হাতে এবার শ্যামাপুজো হতে চলেছে। কোথাও কাগজ, খড়, বাঁশের তৈরি কুঁড়েঘর, তো কোথাও সুদৃশ্য প্যান্ডেল, আবার কোথাও নিজস্ব ছোঁয়ায় সাজানো প্রতিমা। সবটাই খুদেদের উদ্যোগে। যা দেখে উচ্ছ্বসিত হচ্ছেন বড়রাও। কৌশিক সরকার নামে এক অভিভাবক হাসতে হাসতে বললেন, 'এই বয়সেই ওরা দলবেঁধে কাজ করতে শিখছে। দায়িত্ব নিতে শিখছে। এটাই তো উৎসবের আসল মানে।'

খিদিরপুরের নিউ স্টার সংঘের পুজো এবার শহরে চর্চার বিষয়। এলাকার ২০ জন স্কুল পড়ুয়া মিলে গড়ে তুলেছে এই সংঘ। সম্পাদক থেকে কোষাধ্যক্ষ সব পদেই খুদে মুখ। খিদিরপুর হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র রূপম সূত্রধর হাসতে হাসতে বলল, 'আমরাই এবার সব করেছি। বাঁশ কেটেছি, আলো বেঁধেছি। এমনকি প্রতিমার সাজও নিজেরাই ঠিক করেছি।' পাশে দাঁড়ানো অষ্টম শ্রেণির রাজ মণ্ডল যোগ করল, 'বড়রা শুধু একটু সাহায্য করেছে, বাকিটা আমাদের মনের মতো। সকলে হাতে হাত মিলিয়ে মণ্ডপ তৈরি করেছি। এতে আমাদের মন ভরে গিয়েছে।'

পালপাড়ার ভাই ভাই সংঘে সমান উৎসাহ। খড়ের চালা, কাগজের ফুল ও রংয়ের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাদের প্যান্ডেল। ললিতমোহন আদর্শ স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র অরূপ রায় গর্বের সুরে বলল, 'আমরা কেউ আগে প্যান্ডেল বানাইনি। ইউটিউব দেখে শিখেছি। এখন মনে হচ্ছে আমরাও পারি।'

খুদেদের তৈরি পুজোমণ্ডপ। ছবি : মাজিদুর সরদার

পাশে দাঁড়ানো স্কুল ছাত্রী শিবানী হালদার জানাল, পুজোর দিনে তারাই আরতি দেবে ও প্রসাদ বিলি করবে।

এদিকে সাহেব কাছারির শিশু সংঘেও উৎসবের জোয়ার। স্কুল ছাত্র অজয় দাস বলল, 'বড়রা আগে পুজো করত। এবার আমরা দায়িত্ব নিয়েছি। তাই সবাই মিলে পুজোর খরচ জোগাড় করেছি। কেউ দশ টাকা, কেউ কুড়ি টাকা করে দিয়েছে।'

বালুরঘাটের ২ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডেও এমন খুদের উদ্যোগে সাজছে পুজো। মণ্ডপে ভিড় জমছে এলাকাবাসীর। ছোটদের হাসি, তাদের তৈরি আলপনা, নিজেদের গড়া দেবীর প্রতিমা। সবমিলিয়ে যেন এবার অন্যরকম এক শ্যামাপুজোর সাক্ষী থাকছেন শহরবাসী। বালুরঘাটের এই খুদেদের পুজোয় তাই এখন একটাই কথা-'মা এসেছেন আমাদের হাতে গড়া মণ্ডপে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

অন্ধকারেও দেখুন

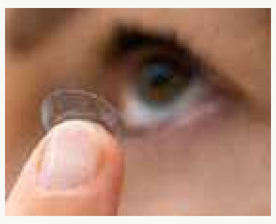

টোকিও ইউনিভার্সিটি এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করেছে, গ্রাফিন-ভিত্তিক কনট্যাক্ট লেন্স যা প্রকৃত নাইট ভিশন বা রাতে দেখার ক্ষমতা দেবে। এই লেন্সগুলিতে গ্রাফিনের মতো এক-পরমাণু পুরু কার্বন উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। সবথেকে অবাক করার বিষয় হল, এই লেন্সগুলি শরীর থেকে নির্গত তাপ এবং চোখের পলক ফেলায় শক্তি জোগায়-কোনও ব্যাটারি বা বাইরের ডিভাইসের প্রয়োজন নেই। এই প্রযুক্তি মানুষ কীভাবে অন্ধকারে দেখবে তা পুরোপুরি পালটে দেবে। এটি ইনফ্রারেড আলো শনাক্ত করতে পারে এবং দৃশ্যমান ছবিতে রূপান্তরিত করে। ফলে অন্ধকারকেও দিনের আলোর মতো পরিষ্কার দেখা যেতে পারে। এই লেন্সগুলি সামরিক বা জরুরি কাজের বাইরেও সাধারণ মানুষের জন্যেও উপকারী হতে পারে। গ্রাফিন জৈব-সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় লেন্সগুলি ব্যবহার করা নিরাপদ।

সূর্যমুখী রোবট-ট্রে

নেদারল্যান্ডস, যা টিউলিপ ফুলের জন্য বিখ্যাত, সেখানে এখন সূর্যমুখী রোবট-ট্রে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা সূর্যের গতিপথ অনুসরণ করে ঘোরে। এই সিস্টেম নিশ্চিত করে যে টিউলিপ এবং অন্য ফুল সারাদিন ধরে সর্বাধিক সূর্যালোক পায়, যা তাদের বৃদ্ধির দক্ষতা বাড়ায় এবং শক্তি সাশ্রয় করে। চিরাচরিত চাষের পদ্ধতির মতো স্থির না থেকে, এই ট্রেগুলি প্রকৃতির অনুকরণ করে। এই প্রযুক্তি নির্ভুল সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে জলের ব্যবহার প্রায় ৬০ শতাংশ কমিয়ে দেয় এবং কৃত্রিম আলোর খরচও কমায়। এখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ন্ত্রিত সেন্সর ব্যবহার করে মাটির পুষ্টি, গাছের স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধির চক্র ট্র্যাক করা হয়। এই পদ্ধতি ফল, সবজি এমনকি শহরের ছাদের কৃষিকাজ- সবক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রযুক্তি আর ঐতিহ্যের এই মিশেল বিশ্বজুড়ে খাদ্য সুরক্ষাকে শক্তিশালী করতে পারে।

হাতির অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি

হাতিদের ইন্দ্রিয় শক্তি যে সাধারণের চেয়ে অনেকটাই বেশি, তা আমরা জানি। কিন্তু তাদের ঘ্রাণশক্তিও দারুণ শক্তিশালী! বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, হাতিরা নাকি ১২ মাইল দূর থেকেও জলের উৎস খুঁজে নিতে পারে! জলবায়ু পরিবর্তন বা খরার কারণে বিশাল, শুষ্ক এলাকাতেও তারা জীবনদায়ী জলের সন্ধান করতে পারে। কিন্তু এত নিখুঁতভাবে এই কাজ তারা করে কী করে? বিষয়টা শুধুমাত্র ঘ্রাণশক্তির জোরে হয় না, এর পেছনে রয়েছে প্রকৃতির এক দারুণ কৌশল। শুষ্ক মরুপ্রায় অঞ্চলেও বেঁচে থাকার জন্য হাতিরা নিজেদেরকে বিবর্তিত করেছে। তাদের এই অসাধারণ ঘ্রাণশক্তি কেবল নিজেদের অস্তিত্বই রক্ষা করে না, বরং সেই জলের উপর নির্ভরশীল অন্য প্রজাতির জীবনও বাঁচায়। প্রকৃতি যে কত জটিল ভারসাম্য রক্ষা করে, তা সত্যিই আমাদের কল্পনার অতীত।

গরম বালি, ঠান্ডা তাপ

ফিনল্যান্ডে পৃথিবীর প্রথম বৃহৎ আকারের বালির ব্যাটারি চালু হয়েছে। এই উদ্ভাবনী শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থাটি গরম বালি ব্যবহার করে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে একটি গোটা শহরে তাপ সরবরাহ করতে পারে। নবায়নযোগ্য শক্তির জন্য এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এই পদ্ধতিতে অতিরিক্ত সৌর বা বায়ুশক্তি ব্যবহার করে হাজার হাজার টন বালিকে ৫০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি তাপমাত্রায় গরম করে। বালি তাপ ধরে রাখার জন্য দুর্দান্ত-এটি মাসখানেক ধরে সেই শক্তিকে ধরে রাখতে পারে। প্রয়োজন অনুসারে সঞ্চিত তাপ ঘর, স্কুল এবং শিল্প কারখানায় উষ্ণতা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়। বালি খুব সস্তা, প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ও টেকসই। ফিনল্যান্ডের এই প্রকল্প প্রমাণ করে, প্রাকৃতিক সম্পদকে অভিনব উপায়ে কাজে লাগানো যায়।

শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত

কুশমণ্ডি, ২০ অক্টোবর : শনি ও রবিবার দুই দিন মিলিয়ে ৬০ হাজার টাকার শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করল কুশমণ্ডি থানার পুলিশ। আইসি তরুণ সাহা জানিয়েছেন, ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে এই শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুজোর পরেও এই অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বন্ধুকে দিয়ে স্ত্রীকে ধর্ষণ

প্রথম পাতার পর

তাই তিনি বাবার বাড়িতে ফিরে এসে রবিবার তপন থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশে অভিযোগ দায়ের হতেই অবশ্য ওই বধূর স্বামী, তার বন্ধু ও পরিবারের সদস্যরা গা-ঢাকা দিয়েছে। সোমবার অভিযোগকারী বধূর মেডিকেল পরীক্ষা করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজ পেতে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশিও শুরু করেছে পুলিশ।

ওই বধূর বাপের বাড়ির এক প্রতিবেশী বলেন, 'চার মাস আগে জেলারই এক তরুণের সঙ্গে রীতিমতো রাজকীয়ভাবে বিয়ে হয়েছিল মেয়েটির। বিয়ের পর খুব খুশিই লাগত দেখতে। এমন ভয়ংকর ঘটনা মেয়েটির সঙ্গে ঘটবে, আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। আমরা চাই সঠিক তদন্ত করে পাড়ার মেয়েকে সুবিচার দিক পুলিশ। কঠোর শাস্তি পাক দোষী প্রত্যেকে।'

অন্যদিকে অভিযুক্ত স্বামীর এক প্রতিবেশী বলছেন, 'ছেলেটা খুব শান্ত স্বভাবের। তবে কখনও এরকম ঘটনায় জড়াবে বা করবে ধারণা ছিল না।' তবে স্থানীয়দের একাংশের মতে, ঘটনার পূর্ণ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে নির্দোষ বলা যায় না।

নলি কেটে আত্মঘাতী

প্রথম পাতার পর

বড় ছেলে সৌমিত্র মেধাবী হওয়ায় তাঁকে পড়াশোনাও করিয়েছেন। ইতিহাসে অনার্স, এমএ পাশ করার পর বিএড সম্পন্ন করেও সরকারি চাকরি না পাওয়ায় হাসুয়া বাজারেই কাপড়ের একটি ছোট দোকান খোলেন সৌমিত্র। এবছর শিক্ষকতার চাকরি পাওয়ার আশায় এসএসসি পরীক্ষায় বসেছিলেন। টানাটানির সংসার হলেও ঠাকুর-দেবতার প্রতি বাড়ির সকলেরই গভীর বিশ্বাস। গত দেড় দশক ধরে প্রতি বছর তাঁদের বাড়িতে মূর্তি তুলে কালীপুজো হয়। সৌমিত্রর জ্যাঠা সুনীল শীল বলেন, 'স্বপ্নাদেশ পেয়েই বাড়িতে শ্যামাপুজো শুরু করে আমার ভাই। পুজো হয় বৈষ্ণবমতে। নিরামিষ ভোগ। কোনও বলি হয় না। আজকের দিনেই কেন যে ভাইপোটা এমন কাণ্ড করে সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেল!'

স্বাভাবিকভাবেই এবছর আর শ্যামা মায়ের পুজো হল না শীলবাড়িতে। পড়ে রইল শূন্য বেদি। আদরিদেবী বিড়বিড় করছিলেন, 'সবাই বলত তুই ভালো ছেলে। এ তুই কোন ভালো করে গেলি বাবা!'

রণতরীতে

প্রথম পাতার পর

রাতভর নৌসেনা আধিকারিক ও নাবিকদের সঙ্গে সময় কাটান।

সোমবার সকালে যোগব্যায়াম চর্চায় অংশ নেন এবং মিগ-২৯কে যুদ্ধবিমানের টেকঅফ ও ল্যান্ডিং প্রদর্শনী দেখেন ছোট রানওয়েতে দাঁড়িয়ে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৌসেনারা পরিবেশন করেন নিজেদের লেখা ও সুরে দেশাত্মবোধক গান 'কসম সিঁদুর কি।' অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যকে মহিমামণ্ডিত করে লেখা গানটির কথায় উঠে আসে পহলগামে জঙ্গি হামলার পালটা ভারতীয় সেনার অভিযানের দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের কাহিনী।

গান শুনে অভিভূত প্রধানমন্ত্রী পরে এক্স-এ লেখেন, 'আইএনএস বিক্রান্তে গত রাতের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি আমি চিরকাল মনে রাখব। আমাদের নৌসেনা সত্যিই সৃজনশীল ও বহুমুখী প্রতিভাধর। তাদের লেখা দেশাত্মবোধক গানটি আমার হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলেছে।'

গঙ্গারামপুরে কালীপুজোর মণ্ডপে ভক্তদের ভিড়। সোমবার। ছবি : চয়ন হোড়

অস্ত্রভাণ্ডারের হদিস, গ্রেপ্তার মহিলা

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ২০ অক্টোবর : গ্রামের আর পাঁচটা সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের বয়স্ক মহিলার চেয়ে আলাদা কিছু নয়। পরনে সামান্য সুতির শাড়ি, হাতে সাধারণ ব্যাগ এবং একটি কিপ্যাড মোবাইল ফোন। কিন্তু ওই মহিলার কাছ থেকে মিলল রীতিমতো অস্ত্রভাণ্ডার। সেমি অটোমেটেড পিস্তল থেকে কার্তুজ, এমনকি ম্যাগাজিন পাওয়ায় হতবাক তাবড় পুলিশকর্তারাও। রবিবার মধ্যরাতে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার অন্তর্গত রঘুনাথগঞ্জের ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় লালগোলার কৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা সাধনা হালদারকে। অর্থের বিনিময়ে অস্ত্র পাচারের ক্ষেত্রে ওই মহিলাকে ব্যবহার করা হচ্ছিল, নাকি তিনিও সরাসরি চক্রের একজন মাথা, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। জঙ্গিপুর আদালতের মাধ্যমে সোমবার তাঁকে হেপাজতে নিয়ে যথারীতি দফায় দফায় জেরা করছেন পুলিশকর্তারা। উৎসবের সময় জেলায় অত্যাধুনিক অস্ত্র ঢোকায়, তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলে। তার মধ্যে বছর ঘুরলেই রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। জঙ্গিপুরের পুলিশ সুপার অমিতকুমার সাউ বলেন, 'প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার বড় সাফল্য পুলিশের। পুলিশের চোখে ফাঁকি দিতেই মহিলাকে কাজে লাগানো হয়েছিল। এর পেছনে আর কে বা কারা মাথা হিসেবে জড়িত রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।'

এসওজি, ক্রাইম সেল ও রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধারের

রঘুনাথগঞ্জে বাজেয়াপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র। সোমবার।

কী ঘটেছে

- পুলিশের বিশেষ অভিযানে সাধারণ এক মহিলার কাছ থেকে উদ্ধার প্রচুর অস্ত্র
- ৫টি সেভেন এমএম পিস্তল, ২৪ রাউন্ড কার্তুজ ও ১০টি ম্যাগাজিন মিলেছে মহিলার থেকে
- রঘুনাথগঞ্জ হয়ে ডোমকলের সাগরপাড়া এলাকায় অস্ত্র পৌঁছে দিচ্ছিলেন সাধনা হালদার
- মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে মাথাদের ধরতে চাইছে পুলিশ, দফায় দফায় জেরা ধৃতকে

ঘটনায় শোরগোল পড়েছে জঙ্গিপুরে। পুলিশ সূত্রে খবর, বিশেষ সূত্রের খবরকে কাজে লাগিয়েই সাধনা হালদারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সন্দেহজনক অবস্থায় তাঁকে বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দেখে পুলিশ নিশ্চিত হয়ে যায়, সঠিক খবর মিলেছে। তাঁর কাছে থাকা ব্যাগ থেকে পাওয়া যায় অত্যাধুনিক সেমি অটোমেটেড ৫টি সেভেন এমএম পিস্তল, ২৪ রাউন্ড কার্তুজ ও ১০টি ম্যাগাজিন।

এরপরেই তাঁকে টানা জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে, ঝাড়খণ্ড থেকে উত্তরবঙ্গ হয়ে অস্ত্রগুলি নিয়ে আসা হয়েছে জেলায় এবং তা বিভিন্ন জায়গায় পাচার করা হচ্ছে। তার উদ্দেশ্য ছিল পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন পথ বদল করে রঘুনাথগঞ্জ হয়ে অস্ত্রভাণ্ডার ডোমকল মহকুমার অন্তর্গত সাগরপাড়া এলাকায় পৌঁছে দেওয়া। মহিলার সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে চক্রের অন্য সদস্যদের খোঁজ পেতে চাইছে পুলিশ। কে বা কারা কখন ওই মহিলাকে ফোন করেছে, সাধনা কাকে কখন ফোন করেছেন, সমস্তটাই খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। সোমবার মহিলাকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তুলে আটদিনের হেপাজত চেয়েছিল পুলিশ। কিন্তু বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেন।

মাদক পাচারে ধৃত মহিলা

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২০ অক্টোবর : ফের মাদক পাচারে গ্রেপ্তার এক মহিলা। ঘটনায় সিঁদুরে মেঘ দেখছে প্রশাসন। ধৃতের নাম কাঞ্চন দেবী। বাড়ি বিহারের ভাগলপুর জেলায়। রবিবার রাতে খেজুরিয়াঘাটের মাইতি মোড়ে অভিযান চালিয়ে ওই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় মালদার সীমান্তবর্তী বৈষ্ণবনগর এলাকায় প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জেলায় এই ধরনের ঘটনা বেড়ে চলায় উদ্বিগ্ন নাগরিক সমাজও।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের কাছ থেকে ১ কেজি ৩৪৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত হয়েছে। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। ধৃত মহিলা কালিয়াচক এলাকা থেকে মাদক সংগ্রহ করে বিহারের দিকে পাচারের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন। খবর পেয়ে পুলিশ আগেভাগেই সেখানে ফাঁদ পাতে। এরপর রাতে ওই মহিলাকে পাকড়াও করে বৈষ্ণবনগর থানায় নিয়ে আসা হয়।

বৈষ্ণবনগর থানার এক কর্তা বলেন, 'আমরা কিছুদিন ধরেই লক্ষ করছি যে সীমান্ত অঞ্চলে মহিলা মাদক পাচারকারীদের সংখ্যা বাড়ছে। কাঞ্চনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, তিনি এর আগেও একাধিকবার এই কাজ করেছেন।'

পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, তদন্তে উঠে আসছে এক আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের সূত্র। ওই চক্রের মূল পান্ডারা মহিলাদের 'ঢাল' হিসেবে ব্যবহার করছে। পুলিশের মতে, এই পদ্ধতিতে পুলিশি নজর এড়ানো খুব সহজ। কারণ, সাধারণত মহিলারা থাকেন সন্দেহের ঊর্ধ্বে। এক গোয়েন্দা আধিকারিক বললেন, 'চেকপোস্টে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের কম সন্দেহ করা হয়। পাচারকারীরা সেটাকেই কৌশল হিসেবে নিচ্ছে। এভাবেই সীমান্ত পেরিয়ে বিপুল পরিমাণ মাদক পৌঁছে যাচ্ছে বিহার ও উত্তরপ্রদেশে।'

এদিকে, এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে স্থানীয় নাগরিক সমাজ। পেশায় স্কুল শিক্ষিকা সুচিত্রা সরকার বলেন, 'দারিদ্র্য ও প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে অনেক মহিলা এই নোংরা ব্যবসার হাতিয়ার হয়ে যাচ্ছেন। প্রশাসনের পাশাপাশি সমাজকেও সচেতন হতে হবে।' বর্তমানে মালদা মাদকের আখড়া হয়ে উঠছে বলে মনে করছেন বৈষ্ণবনগরের সমাজকর্মী আব্দুল হান্নান। তিনি বললেন, 'এখন যদি মহিলারাও এতে জড়িয়ে পড়েন, তাহলে পরিস্থিতি ভয়ংকর রূপ নেবে।'

কৌতুকাভিনেতা আসরানি প্রয়াত

মুম্বই, ২০ অক্টোবর : পর্দায় তাঁর উপস্থিতি মানেই মন খারাপ নিমেষে উধাও। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি ও প্রাণবন্ত অভিনয়ে চিরকাল দর্শকদের হাসতে বাধ্য করেছেন যে মানুষটা, এবার তাঁকে ঘিরে কান্নার রোল। দীপাবলিতে প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেতা গোবর্ধন আসরানি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। জনপ্রিয় অভিনেতার মৃত্যুতে আলোর উৎসবেও শোকের আবহ বলিউডে।

দীর্ঘদিন আসরানি ফুসফুসের সমস্যায় ভুগছিলেন। বিগত চারদিন আগে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে জুহুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবার। সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানান অভিনেতার ভাইপো অশোক আসরানি।

পাঁচ দশকের অভিনয় জীবন। রম্যরসে ভরপুর মানুষটা আট থেকে আশি যে কোনও বয়সের মানুষকে হাসাতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কৌতুকাভিনেতা হিসাবে জনপ্রিয়তা পেলেও যে কোনও রোলেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। জন্ম ১৯৪১ সালের ১ জানুয়ারি, রাজস্থানের জয়পুরে। প্রাথমিক পড়াশোনা সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। পরে রাজস্থান কলেজ থেকে স্নাতক। অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ থাকায় সুযোগ পেয়ে যান পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে।

স্নাতক স্তরে পড়াশোনার সময়ই আসরানির পরিচয় হয় বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তখনই ঠিক করে নেন অভিনয়কেই পেশা হিসাবে বেছে নেবেন। ১৯৬৭ সালে 'হরে কাচ কি চুড়িয়া' ছবির মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ। সারাজীবনে অভিনয় করেছেন সাড়ে তিনশোর বেশি হিন্দি ছবিতে। অভিনয়ের পাশাপাশি বেশ ক'টি ছবি পরিচালনাও করেছেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সালাম মেমসাহেব' (১৯৬৭), 'উড়ান' (১৯৯৭)। কাজ করেছেন অল ইন্ডিয়া রেডিও'র জয়পুর বিভাগে।

রমেশ সিপ্পি পরিচালিত 'শোলে' (১৯৮৪) ছবিতে 'ইংরেজ আমলের' জেলারের ভূমিকায় অভিনয় করে শোরগোল ফেলে দেন আসরানি। অভিনয় করেছেন 'চুপকে চুপকে' (১৯৭৫), 'মেরে অপনে' (১৯৭১), 'অভিমান' (১৯৭৩), 'সরগম' (১৯৭৯), 'হেরা ফেরি' (২০০০), 'ধমাল'(২০০৭)-এর মতো জনপ্রিয় ছবিতে।

ফরাক্কায় দীপাবলি

ফরাক্কা, ২০ অক্টোবর : প্রতি বছরের মতো এবারও ফরাক্কাতে দীপাবলির আনন্দে মেতে উঠতে চলেছে আট থেকে আশি। ফরাক্কার একদম প্রাণকেন্দ্রে মেলাকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপট সাজিয়েছে ইউথ পাওয়ার শিশুতলা ক্লাব। ৫০তম বর্ষে পড়েছে নয় ও দশের পল্লি ক্লাবের পুজো। ফরাক্কা মিডিয়াম ক্লাবের পুজোয় গ্রাম বাংলার প্রেক্ষাপট ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেখানে গ্রাম্য মেয়ের বেশে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কালী প্রতিমার রূপ।

মিডিয়াম ক্লাবের পক্ষ থেকে বিশ্বনাথ দাস বলেন, 'প্রতি বছরের মতো এবছর অভিনব ভাবনায় আমাদের মণ্ডপ সেজে উঠেছে। এবারে আমাদের ৩৫ বছরের পুজো।'

ফরাক্কাতে দীপাবলির উৎসবের উদ্বোধন করতে উপস্থিত থাকছেন রাজ্যের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আখরুজ্জামান, জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা সাংসদ খলিলুর রহমান, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রতি বছরের মতো এবছরও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচি থাকছে ফরাক্কার বিভিন্ন ক্লাবের শ্যামাপুজোর উৎসবকে ঘিরে। উৎসবকে ঘিরে সাধারণ মানুষের উন্মাদনা তুঙ্গে।

ভিড়ে আরও উজ্জ্বল আলোর

প্রথম পাতার পর

বালুরঘাটের সাড়ে তিন নম্বর মোড় ক্লাব, প্রিন্স ক্লাব, মিলন সংঘ, কলেজ স্কোয়ার, খেয়ালি সংঘ, রামকৃষ্ণপল্লি সহ বালুরঘাটের প্রায় অনেক ক্লাবই রবিবারেই উদ্বোধন পর্ব সেরে ফেলেছে। অনেক প্রবীণ নাগরিক ভিড় এড়াতে পুজোর আগের দিনই প্রতিমা দর্শন সেরে ফেলেছেন। ৬৮ বছরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অসিত মণ্ডলের কথায়, 'এখন ভিড়ের মধ্যে প্রতিমা দর্শন করা খুব মুশকিল। তাই রবিবার রাতেই কয়েকটা প্যান্ডেল ঘুরে নিয়েছি।'

দীপাবলি উৎসব ঘিরে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। এমনই একজন কলেজ ছাত্রী শ্রেয়সী দাস বলেন, 'এবার কালীপুজোর মণ্ডপগুলি দারুণ সাজিয়েছে। বিশেষ করে মিলন সংঘের থিমটা খুব ভালো। তবে ভিড়ের জন্য চকভৃগুর প্রিন্স ক্লাব ছাড়া অন্য কোথাও সেলফি তোলার জন্য তেমন জায়গা মেলেনি।'

এদিকে, ভিড় সামলাতে পুজো উদ্যোক্তাদের তরফেও যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণে স্বেচ্ছাসেবীদের ভূমিকা ছিল সক্রিয়। শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে পুলিশ ব্যারিকেড বসিয়ে ভিড় নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল।

অপরদিকে, আজ রাতে প্রদীপ জ্বালানোর প্রস্তুতিতেও শহরবাসীর উৎসাহে কোনও ভাটা নেই। বিশ্বাসপাড়া, তহ বাজার, টাউন ক্লাব এলাকাগুলিতে সোমবার বিকেল থেকে প্রদীপ ও মোমবাতি কেনার হিড়িক পড়ে যায়।

বালুরঘাট শহরের এক ব্যবসায়ী রাজেশ সাহা বললেন, 'সবাই বাড়িতে প্রদীপ জ্বালাতে চান। এই এক রাতেই প্রায় দ্বিগুণ প্রদীপ ও মোমবাতি বিক্রি হয়েছে। এত ক্রেতা প্রতিটি দোকানে ভিড় জমাবেন এমনটা কেউ আশা করেনি।'

পুজোর রাতে নিরাপত্তার জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে বাড়তি নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিমা দর্শন থেকে আলোয় সেজে ওঠা পাড়া সর্বত্রই এখন আনন্দের ঢেউ। উৎসবের মেজাজে ভাসছে বালুরঘাট। সব মিলিয়ে দীপাবলির আলোয় মেতে উঠেছে বালুরঘাট শহর।

বাজেট কম হোক বা বেশি, ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন পুজো হোক কিংবা একেবারে আধুনিক থিমের মণ্ডপ, সবরকমের আয়োজনে কালীপুজোর উৎসবে মাতল রায়গঞ্জও। সোমবার সন্ধ্যা থেকেই আলোর রোশনাই দেখতে রাস্তায় ভিড় জমিয়েছিলেন শহরবাসী। বিভিন্ন প্যান্ডেলের রকমারি আলোয় দর্শনার্থীদের চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার জোগাড়। রায়গঞ্জ শহরের মধ্যে রামকৃষ্ণ সংঘ, বিপিএস ক্লাব, মুনলাইট, নেতাজি পাঠাগার, বয়েজ সুকান্ত ইত্যাদি বিগ বাজেটের পুজোগুলি নিয়ে প্রতিবারই শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার মানুষের আগ্রহ বেশি থাকে। এছাড়াও বন্দর আদি কালীবাড়ি ও দেবীনগর কালীবাড়ির মতো বহু প্রাচীন পুজোগুলিরও বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে।

অন্যদিকে, এবার বড় পুজোগুলির পাশাপাশি রায়গঞ্জ শহরের ছোট ছোট পুজোগুলি যেমন বীরনগর কল্যাণ সংঘ, সিগমা, জুনিয়ার চৈতালি এবং রেলস্টেশন সংলগ্ন বটতলার পুজোও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এদিন বিকেল থেকেই দেখা যায়, দেবীনগর কালীবাড়িতে পুজোর জন্য লম্বা লাইন পড়েছে। এই পুজোর বিশেষত্ব হল সূর্য ডোবার পর এখানকার প্রতিমা তৈরি হয় এবং সূর্য ওঠার আগেই বিসর্জন হয়। এদিন পুজোর লাইনে দাঁড়ানো মিতালি রায় বললেন, 'এখানে পুজো দিলে মনের ইচ্ছা পূরণ হয় বলেই আমরা বিশ্বাস করি। প্রতিবছর এখানে পুজো দিই। এবছরও সারাদিন উপবাস থেকে পুজো দিতে এসেছি।' অন্যদিকে, বন্দর আদি কালীবাড়িতেও সকাল থেকেই ভক্তদের ঢল নামে। সন্ধ্যার পর তা স্বাভাবিকভাবেই আরও বেড়েছে।

নতুন কমিটি

কুশমণ্ডি, ২০ অক্টোবর : সোমবার কুশমণ্ডি টিচার্স কো-অপারেটিভের সভাঘরে গঙ্গারামপুর ও কুমারগঞ্জ ব্লকের নতুন কমিটি গঠন করল 'মিম' (অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই ইত্তেহাদুল মুসলিমিন)। কুমারগঞ্জ ব্লকের সভাপতি হয়েছেন মাহাবুর মিয়াঁ ও গঙ্গারামপুর ব্লকের সভাপতি হয়েছেন জুয়েল হোসেন। মিমের জেলা সভাপতি উম্মেদ আলি খান বলেন, '২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে দল লড়াই করবে।'

বিক্রয়কেন্দ্র

কুমারগঞ্জ, ২০ অক্টোবর : দীপাবলির উৎসবের আবহে কুমারগঞ্জ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে সিপিএম চালু করল মার্কসীয় ও প্রগতিশীল সাহিত্য বিক্রয়কেন্দ্র। জেলার নেতৃত্বে থাকা রঞ্জিত তালুকদার সহ অন্য নেতারা বই বিক্রয়ে অংশ নেন। দুর্গাপুজোর সময়েও এই কেন্দ্র জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

ফরাক্কায় একটি কালীপুজো মণ্ডপ। সোমবার অর্পণ চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

সবার পিছে সবার নীচে, আজও যাঁরা লাঞ্ছিত

প্রথম পাতার পর

ভারতের আরেকটা কাহিনী শুনুন। এটা একেবারে হালের। মধ্যপ্রদেশের কাঠনি জেলার ঘটনা। সরকারি জমি থেকে অবৈধভাবে পাথর তোলার প্রতিবাদ করায় ৩৬ বছরের দলিত রাজকুমার চৌধুরীকে বেদম মারা হয়। সেখানেই বা শেষ কোথায়! ওই দলিতের গায়ে এরপর প্রস্রাব করা হয়। এর আগে বিহারের মজফফরপুরে দলিত শ্রমিক টিঙ্কু মাঝির গায়ে একইভাবে প্রস্রাব করা হয়েছিল, থুতু ছেটানো হয়েছিল। তাঁর অপরাধ, তিনি মজুরি চেয়েছিলেন।

গত বছর মধ্যপ্রদেশে উচ্চবর্ণের দুজন এক দলিতকে আটকে রেখে মূত্রপানে বাধ্য করেন। আরও একটা ঘটনা মনে থাকতে পারে আপনাদের। এর ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা দেশে। মধ্যপ্রদেশের সিধিতে এক দলিতের গায়ে প্রস্রাব করার ছবি দেখে আঁতকে উঠেছিলেন সকলে। অভিযুক্ত পরবেশ শুক্লার বাবা জানিয়েছিলেন, তাঁর ছেলে বিজেপি এমএলএ কেদার শুক্লার প্রতিনিধি। ফলে সেই ঘটনার যা গতি হওয়ার কথা, তাই হয়েছে।

আজও দেশের গ্রামাঞ্চলে দলিতদের মানুষ বলে গণ্য করা হয় না। কত দল আসে যায়। ছবিটা এক তিল বদলায় না। ভোট এলে দলিতদের জন্য অশ্রুপাত করেন নেতারা। ভোট ফুরলে যে-কে-সেই। পরিসংখ্যান বলে, দেশে প্রতিদিন তিনজন দলিত মহিলা ধর্ষিতা হন। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট জানাচ্ছে, ২০২৩ সালে দলিতদের ওপর অত্যাচারের ৫৭,৭৮৯টি ঘটনা নথিবদ্ধ হয়েছে।

জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরানো থেকে শুরু করে অস্পৃশ্যতার চরম অপরাধ, ক'টা আর পুলিশের খাতায় লেখা হয়! মন্দিরে ঢোকা থেকে শুরু করে উঁচু জাতের লোকদের কুয়োয় জল আনতে যাওয়ার মতো 'মারাত্মক' অপরাধে পদে পদে লাঞ্ছিত হতে হয় দলিতদের। তাঁদের জন্য তৈরি করা আইন তোলা থাকে বইয়ের পাতায়। কেউ প্রতিবাদ করলে তাঁকে সামাজিক বয়কটের মুখে পড়তে হয়। পুলিশ তাঁদের অভিযোগ লিখতে চায় না। লিখলেও অভিযুক্তদের সাজা হয় না।

রেকর্ড বলছে, দলিতদের ওপর অত্যাচার গোবলয়ে বেশি। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান- এই তালিকার একেবারে উপরের দিকে। বহুদিন আগে সমস্তিপুরে কর্পূরী ঠাকুরের বাড়িতে গিয়েছিলাম। বিহারের দু'বারের মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ছিলেন জাতিতে নাই, অর্থাৎ নাপিত। কর্পূরীর ভাই রামস্বার্থ জানিয়েছিলেন, কয়েক বছর আগেও গাঁয়ের জমিদারের বাড়ির সামনে তাঁরা জুতো পায়ে দিয়ে যেতে পারতেন না। রাজপুত বাবুসাবদের ছায়া মাড়ানোও ছিল তাঁদের পাপ। সেই গাঁয়ের নাম পিতোঞ্জিয়া। এখন এই গ্রামকে লোকে চেনে কর্পূরী গ্রাম বলে।

সমাজবাদী এই নেতার গ্রামে গেলে দেখতে পাবেন লালুপ্রসাদ, মুলায়ম সিং থেকে শুরু করে কংগ্রেসের ভগবত ঝা আজাদের নাম লেখা এক গন্ডা ফলক। এখানে পদে পদে হোঁচট খেতে হয় নানারকম প্রতিশ্রুতির প্রস্তর ফলকে। এখনও সংরক্ষণ প্রথম চালু করা মুখ্যমন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুরের নামেই ভোট হয়, বক্তৃতায় ঘনঘন উচ্চারিত হয় এই দলিতের কথা। ব্যাস, ওইটুকুই।

পিতোঞ্জিয়ায় না আছে খেতে জলের পাম্প, না আছে ভালো স্কুল, না বেকারদের সরকারি কাজ। এ গ্রামের হাজার দেড়েক বিঘে জমির প্রায় পুরোটা রাজপুতদের দখলে। বাকি চামার, নাই, মুসহররা মুখ গুঁজে পড়ে থাকেন বছরের পর বছর। অমৃতকালের ঢক্কানিনাদকে ব্যঙ্গ করে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। যেমনটা এদেশে থাকার কথা।

৮৮ করেও হারের দায় নিচ্ছেন স্মৃতি

ইন্দোর, ২০ অক্টোবর : ৯৪ বলে ৮৮ রানের অনবদ্য ইনিংস। লোয়ার অর্ডারের জন্য জয়ের মঞ্চ সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন স্মৃতি মান্ধানা। কিন্তু সেট হয়ে যাওয়া দীপ্তি শর্মা (৫০), ফিনিশারের দায়িত্বে থাকা রিচা ঘোষরা (৮) ম্যাচ শেষ করতে পারেননি। ২০ বলে জয়ের জন্য লাগত ২৭ রান। সেখান থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪ রানে হেরে মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ওঠার রাস্তা কঠিন করে ফেলেছে ভারত।

পরিস্থিতি এমন, শেষ চারের টিকিট পাওয়ার জন্য রাউন্ড রবিন লিগে বাকি থাকা নিউজিল্যান্ড ও বাংলাদেশ ম্যাচ জিততেই হবে হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেডকে। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত যদি হেরে যায় এবং বাংলাদেশকে হারায় তাহলে হরমনপ্রীতরা আশা করবেন, ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালে পৌঁছে যাওয়া ইংল্যান্ড যেন শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দেয়। কিন্তু এই সমীকরণ না মিললে বিশ্বকাপ থেকে ছুটি হয়ে যাবে ভারতের।

> আমাদের শট নির্বাচন আরও ভালো হতে পারত। জয়ের জন্য ওভার প্রতি মাত্র ছয় রান দরকার ছিল। খারাপ শট খেলে আউটের শুরু আমার থেকেই হয়েছে। আমি আউট হওয়ার পরই ব্যাটিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। তাই এই হারের দায় আমার।
>
> **স্মৃতি মান্ধানা**

মান্ধানা সেমিফাইনালের অঙ্কে না ঢুকলেও রবিবার হবু শ্বশুরবাড়ির শহর ইন্দোরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জেতা ম্যাচ হারের দায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে হতাশ স্মৃতি বলেছেন, 'আমাদের শট নির্বাচন আরও ভালো হতে পারত। জয়ের জন্য ওভার প্রতি মাত্র ছয় রান দরকার ছিল। খারাপ শট খেলে আউটের শুরু আমার থেকেই হয়েছে। আমি আউট হওয়ার পরই ব্যাটিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। তাই এই হারের দায় আমার।'

ভারতীয় ইনিংসের শেষ ৯ ওভারের মধ্যে দুই ইংরেজ স্পিনার সোফি এক্লেস্টোন ও লিনসে স্মিথ ছয়টি আউট করেন। স্মিথের বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠাতে গিয়ে লং অফে ক্যাচ দিয়ে বসেন মান্ধানা। নিজের আউট প্রসঙ্গে স্মৃতি বলেছেন, 'আমি টাইমিংয়ে গোলমাল করেছি। হয়তো সেই সময় শটটার দরকার ছিল না। আমার আরও বেশি ধৈর্য ধরা উচিত ছিল। গোটা ইনিংসে নিজেকে শান্ত রেখেছিলাম। হাওয়ায় শট খেলিনি। শুধু একবারই ভুল হয়ে গেল। হয়তো একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। তবে আউট হওয়ার পরও মনে হয়েছিল, আমরা জিতব। কিন্তু এটাই ক্রিকেট। এখানে আগে থেকে বেশিকিছু ভাবতে হয় না। শেষ ছয় ওভারে আমাদের আরও ভালো ব্যাটিং করা উচিত ছিল।'

মিডল অর্ডার ব্যাটার জেমিমা রডরিগেজকে বসিয়ে অতিরিক্ত বোলার হিসেবে পেসার রেণুকা সিং ঠাকুরকে রবিবার খেলিয়েছিল ভারত। এই প্রসঙ্গে মান্ধানা বলেছেন, 'শেষ দুই ম্যাচে আমরা পাঁচ বোলারে খেলেছিলাম। কিন্তু ইন্দোরের মতো ফ্ল্যাট উইকেটে ম্যানেজমেন্টের মনে হয়েছিল, একজন অতিরিক্ত বোলার দরকার। তাছাড়া আমাদের টপ অর্ডারে এমন কোনও ব্যাটার নেই যে কয়েক ওভার বল করতে পারে। সেই কারণেই ছয় বোলার খেলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। জেমির (জেমিমা রডরিগেজ) মতো ব্যাটারকে বসানো কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু দলের ভারসাম্যের জন্য মাঝেমধ্যে এমন সিদ্ধান্ত নিতে হয়।'

সতীর্থদের বিস্ময়কর ব্যাটিং দেখে হতভম্ব স্মৃতি মান্ধানা। হারের পর হতাশায় মাথা নীচু করে ফেলেন।

একটি সংবাদ চ্যানেলের অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তরের আসরে শচীন তেন্ডুলকার ও ব্রায়ান লারা।

দুসরার জন্য ১৮ মাস খেটেছিলেন মুরলী!

নিজেদের যুগকেই সেরা দাবি লারা-শচীনের

ডালাস (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ২০ অক্টোবর : ক্রিকেটের সোনালি সময়। সেরা যুগ।

নিজেদের সময়কে যে বিতর্কে সবার আগে রাখছেন ব্রায়ান লারা, শচীন তেন্ডুলকার। দীর্ঘদিন পর এক ফ্রেমে দুই কিংবদন্তি। একেবারে মুখোমুখি। বিশেষ যে অনুষ্ঠানে দুজনে ভাসলেন স্মৃতির সরণিতে। যার মাঝেই সেরা যুগ হিসেবে বেছে নিলেন নিজেদের সময়টাকেই।

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের 'যুবরাজ' লারা বলেছেন, 'শচীন তেন্ডুলকার, মুথাইয়া মুরলীধরন, প্রয়াত শেন ওয়ার্ন-আমার বিশ্বাস, ক্রিকেটের সেরা দুই দশক। ক্রিকেট বিশ্ব যা কখনও দেখেনি।' লারা সেরা যুগের কিংবদন্তি রথী-মহারথীদের তালিকা আরও দীর্ঘ করেন। জানান, গ্লেন ম্যাকগ্রাথ, কার্টলে অ্যামব্রোস, ওয়াসিম আক্রামের নাম বাদ দেওয়া মুশকিল তালিকা থেকে। ওদেরও রাখতে হবে।

'বন্ধু' ব্রায়ান লারার কথা শেষ হতে না হতে, ভুল ধরিয়ে দেন স্বয়ং শচীন। জানান, লারা নিজের নাম নিতে ভুলে গিয়েছে। লারা ছাড়া এই তালিকা অসম্পূর্ণ। তাঁদের সময় এবং বর্তমান যুগের মধ্যেও তুলনাও করতে দেখা গেল ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তিকে। লারার কথায়, তাঁদের সোনালি সময় এবং বর্তমান যুগের মধ্যে মূল তফাত ব্যাটিং। বর্তমানে পুরোদস্তুর টি২০, টি১০-র প্রভাব। প্রতি বলে বিগহিটের চাপ থাকে ব্যাটারদের। বাউন্সার, ফুলটস, নাকি ইয়র্কার, বোলারদের হাত থেকে কী বল আসছে, তা বিচার করার সময় নেই। মূল কথা বল দ্যাখো, আর চালাও।

> আমাদের সোনালি সময় এবং বর্তমান যুগের মধ্যে মূল তফাত ব্যাটিং। বর্তমানে পুরোদস্তুর টি২০, টি১০-র প্রভাব। প্রতি বলে বিগহিটের চাপ থাকে। -ব্রায়ান লারা

> ধৈর্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ মুরলী। দুসরা রপ্ত করতে নেটে ১৮ মাস ধরে পরিশ্রম করেছিল। এই দীর্ঘ সময় কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচে দুসরা ব্যবহার করেনি! ওর মূল সম্পদ অফস্পিন। চায়নি, দুসরার জন্য তাড়াহুড়োয় নিজের সেরা অস্ত্রকে কমজোরি করে ফেলতে। অপেক্ষা করেছে। পুরোদস্তুর নিশ্চিত হয়ে তবে দুসরা প্রয়োগ করেছে।
>
> -শচীন তেন্ডুলকার

ব্যাটিং ভাবনায় পরিবর্তন এলেও শচীন জোর দিচ্ছেন ক্রিকেট বেসিকেই। বিশেষত ধৈর্যে। উঠতি ক্রিকেটারদের জন্য ভাসিয়ে দিলেন সেই মূল্যবান পরামর্শও। ওডিআইয়ে সর্বাধিক রানের মালিক উদাহরণ হিসেবে টেনে আনলেন মুরলীধরনকে। জানান, দুসরা রপ্ত করতে ১৮ মাস সময় লেগেছিল শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তির। সাফল্য পেতে সেই ধৈর্য দেখানো জরুরি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসের যে অনুষ্ঠানে শচীন জানান, বর্তমান প্রজন্ম শর্টকাটে বিশ্বাসী। সবকিছু সঙ্গে সঙ্গে পেতে চায়। এটা ভুল।

শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি অফস্পিনারকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে শচীন বলেছেন, 'ধৈর্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ মুরলী। দুসরা রপ্ত করতে নেটে ১৮ মাস ধরে পরিশ্রম করেছিল। এই দীর্ঘ সময় কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচে দুসরা ব্যবহার করেনি! ওর মূল সম্পদ অফস্পিন। চায়নি, দুসরার জন্য তাড়াহুড়োয় নিজের সেরা অস্ত্রকে কমজোরি করে ফেলতে। অপেক্ষা করেছে। পুরোদস্তুর নিশ্চিত হয়ে তবে দুসরা প্রয়োগ করেছে।'

পাক-আফগান যুদ্ধ

রশিদদের 'অকৃতজ্ঞ' বলছেন আফ্রিদি

লাহোর, ২০ অক্টোবর : পাকিস্তান-আফগান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে রশিদ খানদের কার্যত 'অকৃতজ্ঞ' আখ্যা দিলেন শাহিদ আফ্রিদি। প্রাক্তন পাক অধিনায়কের দাবি, তাঁর দেশ বরাবর আফগানিস্তানের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পাশে থেকেছে। যদিও তা ভুলে গিয়ে পাক-বিরোধিতায় মত্ত বর্তমান আফগানিস্তান।

পাকিস্তানের বিমানহানায় তিন তরুণ ক্রিকেটারের মৃত্যুর পর ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নাম তুলে নেয় আফগানিস্তান। জানিয়ে দেয়, পাকিস্তানের সঙ্গে তারা ক্রিকেট খেলায় রাজি নয়। পাকিস্তানের তীব্র নিন্দায় ফেটে পড়েন রশিদ খানরাও। পালটা প্রতিক্রিয়ায় আফ্রিদি এদিন ব্যাট ধরলেন নিজের দেশের হয়ে।

স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় আফ্রিদি বলেছেন, 'আফগানিস্তানের থেকে এরকম ব্যবহার আশা করিনি। শেষ ৫০-৬০ বছর ধরে ওদের পাশে আছি আমরা। আমি নিজেও করাচিতে প্রায় ৩৫০ আফগান পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছি। আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদের পরিষ্কার বার্তা- দুই দেশই মুসলিম। তাই নিজেদের মধ্যে সর্বদা বোঝাপড়া থাকা উচিত।'

> আফগানিস্তানের থেকে এই রকম ব্যবহার আশা করিনি। শেষ ৫০-৬০ বছর ধরে ওদের পাশে আছি আমরা। আমি নিজেও করাচিতে প্রায় ৩৫০ আফগান পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছি। আফগানিস্তানের সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদের পরিষ্কার বার্তা—দুই দেশই মুসলিম। তাই নিজেদের মধ্যে সর্বদা বোঝাপড়া থাকা উচিত।
>
> -শাহিদ আফ্রিদি

আফগানিস্তানের শীর্ষকর্তাদের প্রতি আবেদনে আফ্রিদি জানিয়েছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেদেশের জমি যাতে ব্যবহার না করা হয়, তা নিশ্চিত করা উচিত। অভিযোগ, 'সরাসরি আমাদের সঙ্গে কথা না বলে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে জঙ্গিপনায় ইন্ধন জোগাচ্ছে আফগানিস্তান। বরাবর আফগানদের আমরা স্বাগত জানিয়েছি। থাকার জায়গা, কর্মসংস্থা, ব্যবসার সুবিধা দিয়েছি। দুর্ভাগ্য, আমাদের বিরুদ্ধে যারা জঙ্গি কার্যকলাপকে ইন্ধন জোগাচ্ছে, তাদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছ তোমরা।'

অপরদিকে, পাক ক্রিকেটে ডামাডোল জারি। খবর, মহম্মদ রিজওয়ান ওডিআই দলের নেতৃত্ব থেকে ছাঁটাই হতে চলেছেন। এনিয়ে বৈঠকে বসেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। পাকিস্তান কোচ মাইক হেসন স্বয়ং পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভিকে চিঠি লিখেছেন। অধিনায়ক রিজওয়ানের ভাগ্য নির্ণয়ের পাশাপাশি পাক ক্রিকেটের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার আবেদন জানিয়েছেন।

জাতীয় দলের জার্সি পেয়েছিলেন পারভেজ রসুল।

ক্রিকেট থেকে অবসর রসুলের

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর : ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন পারভেজ রসুল। আজ বেলার দিকে সর্বভারতীয় এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সব ফরম্যাটের ক্রিকেট থেকেই অবসর ঘোষণা করেন ৩৬ বছরের রসুল।

প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতীয় ক্রিকেট মানচিত্রে মেলে ধরেছিলেন রসুল। টিম ইন্ডিয়ার হয়েও অতীতে একটি একদিনের ম্যাচ ও একটি টি২০ খেলেছেন তিনি। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মতো দলের হয়ে আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তাঁর। যদিও শেষ কয়েক বছর ধরে ক্রিকেটের মূল স্রোতে ছিলেন না তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ারে দীর্ঘ না হলেও ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি রীতিমতো সফল। ৯৫টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৯৫৭৮ রানের পাশে ৩৫২টি উইকেটও রয়েছে অলরাউন্ডার রসুলের। আজ ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তিনি বলেছেন, 'দীর্ঘসময় ধরে ক্রিকেট খেলেছি। ক্রিকেট থেকে প্রচুর সম্মানও পেয়েছি। অবশেষে অবসরের সিদ্ধান্ত নিলাম। আগামীদিনেও ক্রিকেটের সঙ্গেই জড়িয়ে থাকতে চাই।' রসুল ঠিক কীভাবে ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবেন, একমাত্র সময়ই তার জবাব দেবে।

অ্যাডিলেড পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া

'পয়া' মাঠে রানের সন্ধানে মরিয়া বিরাট

অ্যাডিলেড, ২০ অক্টোবর : মঞ্চ তৈরিই ছিল। হাজির ছিলেন নায়করাও। কিন্তু ২২৪ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ব্যাট হাতে ব্যর্থ বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারা। 'রোকো'-র ব্যর্থতার প্রভাব পড়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরেও। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে হারতে হয়েছে ভারতকে। সঙ্গে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজে পিছিয়েও পড়েছে টিম ইন্ডিয়া। পারথের প্রত্যাবর্তনের মঞ্চকে অতীত করে দিয়ে টিম ইন্ডিয়া এখন সামনে তাকাতে চাইছে। সামনে তাকানোর লক্ষ্য আজ পারথ থেকে ভারতীয় দল পৌঁছে গিয়েছে অ্যাডিলেডে। যেখানে বৃহস্পতিবার সিরিজের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ। সেই ম্যাচ নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ায়। যার নেপথ্যে সেই 'রোকো' জুটি।

আরও স্পষ্ট করে বললে, অ্যাডিলেডে মূল আকর্ষণের কেন্দ্রে হিটম্যানের চেয়েও বেশি করে বিরাট। সৌজন্যে অ্যাডিলেড ওভালে তিন ফরম্যাটে কোহলির পরিসংখ্যান। চমকে দেওয়ার মতো পরিসংখ্যান অবশ্যই সবই আগের। বিরাটের সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে গতকালের পর সমর্থকদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। অনেকেই মনে করছেন, দীর্ঘদিন ম্যাচ প্র্যাকটিসে না থাকার প্রভাব পড়েছে কোহলির ব্যাটিংয়ে। যার পরিণাম, ৮ বলে ০ রানের ইনিংস। ইরফান পাঠানের মতো কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টেস্ট সিরিজের সময়ের মতো বেহাল দশা হতে চলেছে বিরাটের। মিচেল স্টার্কের যে ডেলিভারিতে তিনি আউট হয়েছেন, অতীতে সেইরকম ডেলিভারি বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিতেন কোহলি। সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, দুর্দান্ত ফিট থাকলেই কি ব্যাট হাতে সফল হওয়া যায়?

অ্যাডিলেড বরাবরই বিরাটের 'পয়া' মাঠ। এই মাঠে টেস্টে দশ ইনিংসে কোহলির মোট রান ৫২৭। রয়েছে তিনটি শতরান। একদিনের ক্রিকেটে চার ইনিংসে মোট রান ২৪৪। যার মধ্যে রয়েছে জোড়া শতরান। অ্যাডিলেডের মাঠে কুড়ির ক্রিকেটে কোহলির শতরান না থাকলেও তিন ম্যাচে মোট রান ২০৪। সর্বোচ্চ ৯০। সাফল্যে মোড়া এমন মাঠে কি বৃহস্পতিবার নয়া বিরাটকে দেখবে দুনিয়া? গতকাল ম্যাচ হারের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে জোরে বোলার অর্শদীপ সিং জানিয়েছিলেন, কোহলির রানে ফেরা সময়ের অপেক্ষা। আগামীকাল অ্যাডিলেডের স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটে থেকে অনুশীলন রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। ভারতীয় দলের অনুশীলনে অপটাস স্টেডিয়ামের মতো অ্যাডিলেডেও 'রোকো'-কে দেখার জন্য প্রচুর ক্রিকেটপ্রেমী হাজির হতে চলেছেন বলে খবর। যার জন্য স্থানীয় প্রশাসনের তরফে স্টেডিয়াম চত্বরে নিরাপত্তাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচ টিম ইন্ডিয়ার জন্য মরণ-বাঁচনের। হারলে সিরিজ হাতছাড়া হবে। এমন অবস্থায় দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ভারতীয় একাদশে কিছু রদবদল হওয়ার সম্ভাবনার খবর সামনে আসছে। রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবকে প্রথম একাদশে ফেরানো হতে পারে। হয়তো ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিবর্তে তিনি প্রথম একাদশে আসবেন। নিয়মিতভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর হর্ষিত রানাকে দলে রেখে দেওয়া নিয়েও কোচ গৌতম গম্ভীরের প্রবল সমালোচনা চলছে। হর্ষিত অ্যাডিলেডে প্রথম একাদশে থাকলে সত্যিই অবাক হওয়ার মতো ঘটনা হবে।

গতকালই অভিষেক হওয়া নীতীশ কুমার রেড্ডিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন রোহিত। পারথে জাতীয় দলের টুপি তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার সময় রোহিত বলেন, 'টুপি নম্বর ২৬০। নতুন ক্লাবে স্বাগত নীতীশকে। দারুণভাবে কেরিয়ার শুরু করেছ। মন দিয়ে খেলো বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। যা ধরে রাখতে পারলে দীর্ঘদিন জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পাবে।'

দ্বিতীয় ওডিআইয়ের জন্য অ্যাডিলেডে শুভমান গিল (বাঁয়ে), অক্ষর প্যাটেল ও মহম্মদ সিরাজ।

সামি বিতর্কে অভাব বোঝাপড়ার : অশ্বীন

চেন্নাই, ২০ অক্টোবর : মহম্মদ সামি-অজিত আগরকারের বাগযুদ্ধ নিয়ে তোপ দাগলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকার দাবি করেন, ফিটনেসের কারণেই মূলত সামিকে দলে রাখা হয়নি। সামি যদিও প্রকাশ্যেই যে দাবি উড়িয়ে দেন। পালটা প্রশ্ন, বাংলার হয়ে রনজি ট্রফি খেলতে সমস্যা হচ্ছে না। তাহলে ওডিআইয়ে দশ ওভার করতে কেন অসুবিধা হবে?

ভারতীয় দলের সিনিয়ার সদস্য ও নির্বাচক কমিটির প্রধানের প্রকাশ্যে যে মৌখিক যুদ্ধে রীতিমতো অবাক অশ্বীন। প্রাক্তন অফস্পিনারের সাফ কথা, এটা কী হচ্ছে। দল নির্বাচনের বিষয় চার দেওয়ালের মধ্যে থাকা উচিত। প্রকাশ্যে এভাবে পরস্পরের দিকে আঙুল তোলা শোভনীয় নয়। যাই ঘটুক, নিজেদের মধ্যে কথা বলে তা পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত।

ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীনের দাবি, ভারতীয় ক্রিকেটে এখন বোধহয় সবকিছু চলছে পরোক্ষ কথাবার্তায়। প্রশাসনিক পদাধিকারী হোক বা ক্রিকেটার-প্রত্যেকের উচিত যা বদলানো। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া থাকা প্রয়োজন। প্রকাশ্যে এভাবে প্রতিক্রিয়া দেওয়ার বদলে প্লেয়ার, ক্রিকেট পদাধিকারীদের উচিত সরাসরি কথা বলে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া।

অশ্বীনের দাবি, 'সামির দিকে তাকান। রনজি ম্যাচে সাফল্যের পর সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ খুলেছে। এর মধ্যে ভুলের কিছু দেখছি না। কিন্তু প্রশ্ন, কেন ওকে এই সব বলতে হচ্ছে? আমার ধারণা, দল নির্বাচন নিয়ে ওর সঙ্গে পরিষ্কারভাবে কথা বলা হয়নি। যদি পরিষ্কার ছবিটা ওকে দেওয়া হত, তাহলে সেইমতো প্রতিক্রিয়া দিত সামি। তবে নেপথ্যে ঠিক কী হয়েছে, বোঝা কঠিন।'

এদিকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ওডিআইয়ে কুলদীপ যাদবকে বসিয়ে রাখার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না অশ্বীন। প্রাক্তন স্পিনারের মতে, বোলিংয়ের দিকে বাড়তি নজর দেওয়াও উচিত। দরকার কুলদীপকে প্রথম একাদশে খেলানো। গৌতম গম্ভীরের উদ্দেশে অশ্বীন বলেছেন, 'ব্যাটিং, বোলিং, দুই বিভাগে ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ। অলরাউন্ডার নিয়ে ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।' অশ্বীন আরও বলেছেন, 'দুই স্পিন-অলরাউন্ডারের সঙ্গে নীতীশ কুমার রেড্ডি। ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর প্রয়াস। কিন্তু বাস্তব হল, এখানকার বড় মাঠে কুলদীপকে খেলালে লাভবান হবে দল। বড় বাউন্ডারিতে বোলিংয়ে বাড়তি স্বাধীনতা পেত ও। বাউন্সও কার্যকর হত। তাই এখানেই যদি কুলদীপকে না খেলানো হয়, তাহলে কোথায় খেলবে ও? ব্যাটিং গভীরতা সবকিছু নয়। জিততে হলে সেরা বোলারকে খেলাতে হবে, বরাবরই একথা বলে এসেছি। আর কতজন অলরাউন্ডার দরকার? তিনজন তো রয়েইছে। তারপর নীতীশ। ফলে সেরা বোলার বাইরে! এটা ভুল।'

পরামর্শ কুলদীপকে খেলানোর

> ব্যাটিং, বোলিং, দুই বিভাগে ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ। অলরাউন্ডার নিয়ে ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।
>
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

আজ শুরু বাংলার অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অক্টোবর : উত্তরাখণ্ড ম্যাচ এখন অতীত। লড়াই করে ছয় পয়েন্ট পেয়েছে বাংলা দল। সামনে গুজরাট ম্যাচ। শনিবার থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হয়ে যাবে বাংলা বনাম গুজরাট যুদ্ধ।

তার আগে কালীপুজো ও দীপাবলির দুই দিনের ছুটি কাটিয়ে মঙ্গলবার থেকে ইডেনে শুরু হয়ে যাচ্ছে বাংলা দলের অনুশীলন। কালকের অনুশীলনে মহম্মদ সামি থাকছেন না। উত্তরাখণ্ড ম্যাচের পরই তিনি নয়াদিল্লি উড়ে গিয়েছিলেন। আকাশ দীপও থাকছেন না কালকের অনুশীলনে। উত্তরাখণ্ড ম্যাচ জয়ের রাতেই আকাশ গাড়ি নিয়ে বিহারের সাসারামের বাড়িতে ফিরেছেন। সামি-আকাশদের ঠিক কবে অনুশীলনে পাওয়া যাবে, রাত পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারেনি বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। তাছাড়া অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও আকাশের দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় 'এ' দলের ম্যাচে খেলার কথা। ৩০ অক্টোবর থেকে বেঙ্গালুরুতে শুরু হতে চলা সেই ম্যাচের দল নির্বাচন হয়নি এখনও। ফলে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা নিশ্চিত নন আকাশদের গুজরাট ম্যাচে দলে পাওয়ার ব্যাপারে। বাংলা কোচের কথায়, 'ভারতীয় 'এ' দলে আকাশরা সুযোগ পেলে অবশ্যই খেলতে যাবে। তখন আমাদের বিকল্প ভাবনা ভাবতে হবে।' তার আগে আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা অনুশীলনে দলের ব্যাটিং ও বোলিং, দুই বিভাগেই আরও উন্নতি ও ধারাবাহিকতার লক্ষ্যে কাজ শুরু করতে চাইছে বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট।

ফের ব্যর্থ বাবর

রাওয়ালপিন্ডি, ২০ অক্টোবর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টেও রান এল না বাবর আজমের ব্যাট থেকে। ১৬ রান করেই অফস্পিনার সাইমন হার্মারের (৭৫/২) শিকার হয়ে যান। তবে প্রথম দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে ২৫৯/৫ স্কোর নিয়ে অনেকটাই স্বস্তিতে পাকিস্তান। ৩৫ রানের মাথায় ইমাম-উল-হককে (১৭) হারানোর পর দলের হাল ধরেন অধিনায়ক শান মাসুদ (৮৭) ও অপর ওপেনার আবদুল্লাহ শফিক (৫৭)। এরপর সাউদ শাকিলও (অপরাজিত ৪২) রান পেয়ে যাওয়ায় সমস্যা হয়নি পাকিস্তানের। তবে কাগিসো রাবাদা শেষবেলায় মহম্মদ রিজওয়ানকে (১৯) ফিরিয়ে প্রোটিয়াদের প্রত্যাবর্তনের রাস্তা খুলে দিয়েছেন।

অ্যাডিলেডেই স্বমেজাজে ফিরবে রোকো, বিশ্বাস সানির

নয়াদিল্লি, ২০ অক্টোবর : সাত মাস পর ভারতীয় দলের জার্সিতে প্রত্যাবর্তন।

ফেরাটা যদিও সুখের হয়নি। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি দুজনেই ব্যর্থ দুই অঙ্কের স্কোরে পা রাখতে। রোহিতের সংগ্রহ ৮। খাতা খুলতে পারেননি বিরাট। 'রোকো'-র যে ব্যর্থতার প্রতিফলন পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম ম্যাচে। আগাগোড়া নড়বড়ে টিম ইন্ডিয়া। প্রশ্ন ২৩ অক্টোবর অ্যাডিলেডের দ্বিতীয় ম্যাচে কী অপেক্ষা করছে?

পারথের ব্যর্থতার পর দোলাচল থাকলেও সুনীল গাভাসকার আস্থা রাখছেন দুই উত্তরসূরির ওপর। বিশ্বাস, অ্যাডিলেডে চেনা মেজাজে দেখা যাবে বিরাট-রোহিতকে। অবাক হবেন না, সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে দুইজনেই বড় স্কোর করলে। পারথের ব্যর্থতা নিয়ে গাভাসকার বলেছেন, 'সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বাউন্সি উইকেটে খেলতে হয়েছে ওদের। দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকা কারও পক্ষে যে পিচে মানিয়ে নেওয়া মোটেই সহজ ছিল না। এমনকি এই পিচ পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে নিয়মিত ক্রিকেটের মধ্যে থাকা শুভমান গিল, শ্রেয়স আইয়ারদেরও।'

ঘুরে দাঁড়ানোর টিপসও দিয়ে রাখলেন বিরাট-রোহিতদের। অজি পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে নেটে বাড়তি সময় দিক দুইজনে। প্রয়োজন অনুশীলনে বেশি করে থ্রো-ডাউন নেওয়া। অজি পিচের গতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে নেট সেশনে ২২ গজের বদলে ২০ গজ দূর থেকে করা পেস বলে খেলার পরামর্শ দিচ্ছেন। পাশাপাশি গাভাসকারের বিশ্বাস, 'ভারত যথেষ্ট ভালো দল। বিরাট, রোহিতদের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন চলে না। পরের দুই ম্যাচে ওরা বড় রান পেলে অবাক হব না। দুইজনের রানে ফেরা মানে, ভারতের স্কোর ৩০০ বা ৩০০ প্লাসে পৌঁছে যাবে।'

অ্যাডিলেডে পৌঁছে গেলেন রোহিত।

পারথে পূর্ণ আধিপত্য দেখিয়ে জয়ী অজিরা। তবে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন পদ্ধতির সমীকরণ একেবারেই পছন্দ হয়নি গাভাসকারের। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ২৬ ওভারে ভারতের স্কোর ছিল ১৩৬/৯। যদিও বৃষ্টি নিয়মে তা কমে অজিদের টার্গেট দাঁড়ায় ১৩১। প্রাক্তনের মতে, ডিএলএসের জটিল পদ্ধতি বেশিরভাগ মানুষেরই বোধগম্য নয়। অথচ, দীর্ঘদিন ধরে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। গাভাসকারের দাবি, ডিএলএস নিয়মের চেয়ে ভালো ভারতীয় ক্রিকেটে ব্যবহৃত ভিজেডি পদ্ধতি। ভিজেডি-তে দুই পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে। ডিএলএসে যা সবসময় হয় না। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উচিত, বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যাতে সঠিক ভারসাম্য বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করা।

সুপার কাপের আগে অশান্তি ইস্টবেঙ্গলে

অস্কারের কাছে অপমানিত সন্দীপ ফিরলেন গোয়া থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অক্টোবর : সুপার কাপের আগে অশান্তি লাল-হলুদ শিবিরে। গোয়া পৌঁছেই অস্কার ব্রুজোঁর কাছে অপমানিত হয়ে হোটেল ছেড়ে কলকাতায় ফিরে এলেন গোলকিপিং কোচ সন্দীপ নন্দী।

এই দিন কয়েক আগেও যখন অশান্তিতে পুড়ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট তখন ইস্টবেঙ্গল ছিল সুখী পরিবার। আইএফএ শিল্ড ফাইনালে এক হারেই সেই পরিবারে অশান্তির আগুন। সুপার কাপ খেলতে এদিনই গোয়া গিয়ে পৌঁছায় ইস্টবেঙ্গল। বিমানবন্দরে নামার পরই সন্দীপকে বিশ্রি ভাষায় অপমান করতে শুরু করেন অস্কার। ফুটবলারদের সামনেই এভাবে তাঁকে অপমান করায় প্রতিবাদ করেন সন্দীপ। এবং তিনি তখনই ফিরে আসতে চান। থংবোই সিংটো বিষয়টি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেও থামেননি অস্কার। তিনি ক্রমাগত সন্দীপকে আইএফএ শিল্ড ফাইনালে হারের জন্য দায়ী করে চিৎকার করতে থাকেন। থংবোইয়ের পরামর্শ ছিল, সন্দীপের সঙ্গে হোটেলে বসে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করার। কিন্তু যাওয়ার পথে বাসে সন্দীপের উদ্দেশ্যে যা-তা বলতে থাকেন অস্কার। সন্দীপ এরপর হোটেলে আর চেক-ইন করেননি। শেষমুহূর্তে আর সরাসরি কোনও উড়ান না পেয়ে গোয়া থেকে হায়দরাবাদ হয়ে ফিরে আসার টিকিট কেটে রাতেই কলকাতায় এসে পৌঁছান।

বিদেশি কোচ বলেই কি ভারতীয়দের অপমান করার অধিকার জন্মে যায়? এঁদের এত সাহস হয় কীভাবে? -সন্দীপ নন্দী

গোয়া বিমানবন্দর থেকে উড়ানে বসা অবস্থায় সন্দীপকে ফোনে ধরা হলে তাঁর গলায় ক্ষোভের আগুন, 'বিদেশি কোচ বলেই কি ভারতীয়দের অপমান করার অধিকার জন্মে যায়? এঁদের এত সাহস হয় কীভাবে?' তিনি যোগ করেছেন, 'দেখুন শিল্ডে হারের পর কষ্ট হয়েছিল এবং আমি নিজে গিয়ে কোচকে সরি বলি। কারণ আমিও বুঝেছিলাম আমার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল না। কিন্তু ও সেদিনও আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। এদিন গোয়ায় পৌঁছে লাগেজের জন্য দাঁড়ানোর সময়ে আমি গুড মর্নিং বললে অস্কার আমাকে জিজ্ঞাসা করে কেমন আছো? উত্তরে বলি যে আমি মানসিকভাবে ভালো নেই কারণ হারটা মেনে নিতে পারছি না। আমার ভুলেই এমন হল। সঙ্গে সঙ্গে ও বলতে শুরু করে যে এসব বলে কোনও লাভ নেই। তুমি ইচ্ছা করেই আমাকে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছো। তোমাকে কে বলেছিল আমাকে গোলকিপার বদল করানোর পরামর্শ দিতে? জানি তুমি অন্য কারোর প্ররোচনায়, কারও নির্দেশে আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করিয়েছো।' স্বাভাবিকভাবেই তাঁর এই বিশ্রি ইঙ্গিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ সন্দীপ তাঁকে পালটা বলেন যে, 'তুমি কি জানো যে গত ৩০ বছর ধরে ফুটবলই আমার পেশা? আমার ট্র্যাক রেকর্ড সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে তোমার? দেবজিৎ মজুমদার পেনাল্টি বাঁচানোর রেকর্ড ভালো বলেই এই পরামর্শ দিয়েছিলাম।' ওখান থেকেই এরপর সন্দীপ ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেও তাঁকে নিরস্ত করেন থংবোই।

সুপার কাপের আগে ইস্টবেঙ্গল থেকে দূরত্ব বাড়ালেন সন্দীপ নন্দী।

হোটেলে যাওয়ার সময়ে বাসে ফের তাঁকে ক্রমাগত অপমানজনক কথাবার্তা বলতে থাকায় সন্দীপ আর চেক-ইন করেননি। নিজের পদত্যাগের কথা তিনি ক্লাব কর্তা এবং ইমামিতে ফুটবলের দায়িত্বে থাকা বিভাস আগরওয়ালকে জানিয়ে ফিরে আসেন। সন্দীপ শুধু বলেছেন, 'প্রথমদিন থেকেই কাজ করতে দিত না। ক্লাব আমাকে রিক্রুট করে। যা ওর অপছন্দ ছিল।' তাঁর সঙ্গে হওয়া অসম্মানজনক আচরণের এবার জবাব চান সন্দীপ।

সমর্থকদের পাশে চাইছেন দিমিত্রিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অক্টোবর : ইরান খেলতে না যাওয়া নিয়ে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সমালোচিত হয়েছিলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

এমনিতেই চলতি মরশুমে সেভাবে ছন্দে দেখা যায়নি অজি বিশ্বকাপারকে। আইএফএ শিল্ডের গ্রুপপর্বে ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে অবশ্য গোল করেছিলেন তিনি। তাতেও সমর্থকদের ক্ষোভ মেটেনি। আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সেই সমর্থকদের দলের পাশে চাইছেন দিমি। তিনি বলেছেন, 'আমি সমর্থকদের বলব, সবসময় দলের পাশে থাকুন। ওরাই ম্যাচে দ্বাদশ ব্যক্তির ভূমিকা পালন করে। ওদের জন্যই খেলতে নামি। আমাদের কাজ মোহনবাগান জার্সিতে নিজেদের সেরাটা দেওয়া।'

এদিকে, আইএফএ শিল্ড জয় ভুলে মঙ্গলবার থেকেই সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করছে মোহনবাগান। সোমবার আইএফএ শিল্ড জেতার জন্য সবুজ-মেরুন শিবিরকে অভিনন্দন জানিয়ে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে মিষ্টি পাঠানো হয়েছে।

গোয়ায় এলেন না রোনাল্ডো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অক্টোবর : এফসি গোয়ার বিপক্ষে ম্যাচ খেলতে এলেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। গত কয়েকদিনের জল্পনার পর সোমবার সন্ধ্যায় আল নাসের জানিয়ে দেয়, তাঁর না আসার কথা। বেশি রাতে গোয়ায় পা রাখে আল নাসের দল।

বেশ কিছুদিন ধরেই সিআর সেভেনকে নিয়ে উন্মাদনা ছিল গোয়ায়। এই ম্যাচের টিকিটের দাম সর্বাধিক ৮ হাজার পর্যন্ত রাখে এফসি গোয়া কর্তৃপক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী নিজে পর্যন্ত এই ম্যাচ এবং রোনাল্ডোর আসা নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত হতাশই হতে হল মুখ্যমন্ত্রী থেকে সাধারণ ফুটবল সমর্থক, সকলকেই। সৌদি আরবের সংবাদপত্র আল রিয়াদিয়া আগেই রোনাল্ডোর ভারতে না আসার খবর দেয়। যদিও এফসি গোয়া কর্ণধার রবি পুষ্কর নিজেই জানান, তাঁরা বারবারই নিরাপত্তার কারণে আল নাসেরের কাছে জানতে চাইলেও তারা পরিষ্কার কোনও চিত্র এদিনের আগে পর্যন্ত রোনাল্ডো সম্পর্কে দেয়নি। ঘটনা হল, রোনাল্ডোর ক্লাব এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্রুপ 'ডি'-র গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে আসছে। কোনও প্রীতি ম্যাচ নয়। নিরাপত্তার দিক মাথায় রেখেই আগাম জানার চেষ্টা করে গোয়া।

ভারতে না এলেও শরীরচর্চায় খামতি নেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর।

ফলে কোচের নির্দেশেই অনেক সময় এই ধোঁয়াশা তৈরি করা হয়। কিন্তু রোনাল্ডোর মতো মহাতারকার রোনাল্ডো না এলেও সাদিও মানে সহ বাকি সব তারকা আসছেন দলের সঙ্গে।

মুখ্যমন্ত্রীর ওপরই ভরসা রাখছে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অক্টোবর : অন্য কোনও পথ নেই। তা বেশ বুঝে গিয়েছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

গত কয়েক মাস ইনভেস্টরের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরেছেন মহমেডান কর্তারা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হয়েছেন অনেক আগেই। তাঁর সূত্র ধরে বেশ কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে আলোচনাও হয়। তবে যে দুটি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পথে এগোচ্ছিল তা এখন অথই জলে।

এই পরিস্থিতিতে জটিলতা কাটাতে নতুন করে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিল মহমেডান। ক্লাব সভাপতি আমিরুদ্দিন ববির দাবি, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দীপাবলির পরই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সাদা-কালো কর্তারাও আশাবাদী, মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে অন্ধকার কাটবে মহমেডানে।

জয় ইংল্যান্ডের

ক্রাইস্টচার্চ, ২০ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে জয় পেল ইংল্যান্ড।

টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার। ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ফিরে যান ওপেনার জস বাটলার (৪)। প্রাথমিক ধাক্কা সামলে ৪ উইকেটে ২৩৬ রান সংগ্রহ করে ইংল্যান্ড। ওপেনার ফিল সল্ট ৮৫ ও অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক ৭৮ রান করেন। কিউয়িদের পক্ষে কাইল জেমিসন ২ উইকেট পান।

জবাবে শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে কিউয়িরা। ব্যাট হাতে ব্যর্থ ওপেনার টিম রবিনসন (৭), রাচিন রবীন্দ্র (৮)। উইকেটকিপার টিম সেইফার্ট (৩৯), অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার (৩৬) ও মার্ক চ্যাপম্যান (২৮) ছাড়া সেভাবে কেউ ইংলিশ বোলিংয়ের মোকাবিলা করতে পারেননি। ১৮ ওভারে তাদের ইনিংস শেষ হয় ১৭১ রানে। ফলে ৬৫ রানে ম্যাচ পকেটে পুরে নেয় ইংল্যান্ড। তাদের পক্ষে আদিল রশিদ ৪ উইকেট নেন। মজার বিষয়, এই ম্যাচে দশজন কিউয়ি ব্যাটারই ক্যাচ আউট হয়েছেন। তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজে আপাতত ইংল্যান্ড ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে।

ডেম্বেলে স্বস্তি নিয়ে নামছে সাঁ জাঁ

মাদ্রিদ ও মিউনিখ, ২০ অক্টোবর : দুরন্ত ছন্দে থেকেও গত মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিততে ব্যর্থ বার্সেলোনা।

চলতি মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ-র কাছে হারতে হয়েছে হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেদের। লা লিগাতেও রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। কিছুটা হলেও চাপে রয়েছেন বার্সা কোচ। এই অবস্থায় মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের তৃতীয় ম্যাচে অলিম্পিয়াকোসের বিরুদ্ধে খেলতে নামবে কাটালান ক্লাবটি।

অপেক্ষাকৃত দুর্বল অলিম্পিয়াকোসের বিরুদ্ধে অনিশ্চিত নির্ভরযোগ্য মিডিও গাভি। এই প্রসঙ্গে ফ্লিক বলেছেন, 'অলিম্পিয়াকোসের বিরুদ্ধে গাভি অনিশ্চিত। এই পর্যায়ের ম্যাচ খেলার জায়গায় ও নেই।' তবে পেদ্রি, মার্কাস র‍্যাশফোর্ডদের ফর্ম ভরসা জোগাচ্ছে বার্সেলোনাকে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে ঘরের মাঠে জার্মান ক্লাব বেয়ার লেভারকুসেন মুখোমুখি হবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন পিএসজি-র। শোনা যাচ্ছে, এই ম্যাচে দলে ফিরতে পারেন পিএসজি তারকা ওসমানে ডেম্বেলে। তবে চোটের জন্য দলে থাকবেন না ডিফেন্ডার মার্কুইনহোস। এমনিতেই চ্যাম্পিয়ন্স প্রথম দুইটি ম্যাচ জিতেছে পিএসজি। তার ওপর প্রতিপক্ষ লেভারকুসেন এখনও পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় জয়ের মুখ দেখেনি। ফলে ম্যাচ জয়ের ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী ফরাসি ক্লাবটি।

অলিম্পিয়াকোস ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছেন বার্সেলোনার লামিনে ইয়ামাল।

এদিকে, ঘরের মাঠে আর্সেনাল মুখোমুখি হবে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের। প্রথম দুইটি ম্যাচ জয় পেয়েছে মিকেল আর্তেতার দল। তার ওপর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে

পেদ্রি ভরসা জোগাচ্ছেন বার্সাকে

টানা পাঁচটি ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাসী গানার্স। উলটোদিকে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদও বেশ ভালো ছন্দে রয়েছে। ফলে ঘরের মাঠে কাজটা মোটেও সহজ হবে না আর্তেতার ছেলেদের।

পাশাপাশি অন্য ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি খেলবে ভিয়ারিয়ালের বিরুদ্ধে। দুরন্ত ছন্দে থাকা পেপ গুয়ার্দিওলার দল সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে শেষ নয়টি ম্যাচে অপরাজিত। বিধ্বংসী ছন্দে রয়েছেন তাদের গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। ফলে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে জেতার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ম্যান সিটি।

অনুশীলনের ফাঁকে খুনশুটিতে মজে ডেকলান রাইস, উইলিয়াম সালিবা, ভিক্টর গিয়োকেরেসরা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

বার্সেলোনা বনাম অলিম্পিয়াকোস
এফসি কাইরাত বনাম পাফোস এফসি
সময় : রাত ১০.১৫ মিনিট

আর্সেনাল বনাম অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
ভিয়ারিয়াল বনাম ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
বেয়ার লেভারকুসেন বনাম প্যারিস সাঁ জাঁ
নিউক্যাসল ইউনাইটেড বনাম বেনফিকা
পিএসভি আইন্দহোভেন বনাম নাপোলি
ইউনিয়ন সেইন্ট গিল্লোইসে বনাম ইন্টার মিলান
এফসি কোপেনহেগেন বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

দলকে জিতিয়ে আত্মতুষ্ট নন ম্যাগুয়ের

লন্ডন, ২০ অক্টোবর : নয় বছর পর অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের বিরুদ্ধে জয় ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের। আর জেতালেন কে? রেড ডেভিলসের সবচেয়ে সমালোচিত ফুটবলার হ্যারি ম্যাগুয়ের।

শনিবার লিভারপুলের বিরুদ্ধে ৮৪ মিনিটে জয়সূচক গোলটি করেছেন হ্যারি ম্যাগুয়ের। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে তাঁকেই বারবার কাঠগড়ায় তুলেছেন সমর্থকরা। শনিবার 'খলনায়ক' থেকে 'নায়ক' হয়েও আবেগে ভাসছেন না ম্যাগুয়ের। তিনি বলেছেন, 'সাম্প্রতিক সময়ে লিভারপুল দুরন্ত ফুটবল খেলছে। ওদের হারাতে পেরে ভালো লাগছে। তবে আত্মতুষ্ট হলে চলবে না। সামনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রয়েছে। আমাদের ছন্দ ধরে রাখতে হবে। লিভারপুল ম্যাচে জয় আমাদের পরের ম্যাচগুলিতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

কোচ রুবেন অ্যামোরিম অবশ্য লিভারপুলের বিরুদ্ধে জয়ে উচ্ছ্বসিত। বলেছেন, 'লিভারপুলের বিরুদ্ধে এই জয়টা আমার কাছে স্পেশাল। আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বীকে তাদের মাঠে হারিয়েছি। ছেলেরা গোটা ম্যাচেই ঐক্যবদ্ধ ফুটবল খেলেছে।' পরে ম্যাগুয়েরের প্রশংসা করে বলেছেন, 'হ্যারি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এদিন দুর্দান্ত খেলেছে। ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়ন ম্যাচের জন্য ওকে তৈরি থাকতে হবে।'

এমবাপের গোলে শীর্ষেই রিয়াল

মাদ্রিদ, ২০ অক্টোবর : লা লিগায় অপ্রতিরোধ্য রিয়াল মাদ্রিদ।

রবিবার ভারতীয় সময় রাতে গেটাফের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ১-০ গোলে জয় পেয়েছে রিয়াল। জয়সূচক গোলটি করে যান ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে।

ম্যাচের শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও গোলের জন্য রিয়ালকে অপেক্ষা করতে হয় ৮০ মিনিট পর্যন্ত। আরদা গুলারের পাস থেকে ফিনিশ করে যান এমবাপে। এই নিয়ে লা লিগায় ৯ ম্যাচে ১০ গোল করে ফেললেন এই ফরাসি তারকা। সেইসঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পর এই প্রথম রিয়ালের কোনও ফুটবলার লা লিগায় মাত্র ৯ ম্যাচেই গোলসংখ্যা দুই অঙ্কে নিয়ে গিয়েছেন। বিধ্বংসী ফর্মে থাকা এমবাপে আপাতত ক্লাব ও দেশের জার্সিতে সব মিলিয়ে টানা ১১টি ম্যাচে গোল করেছেন।

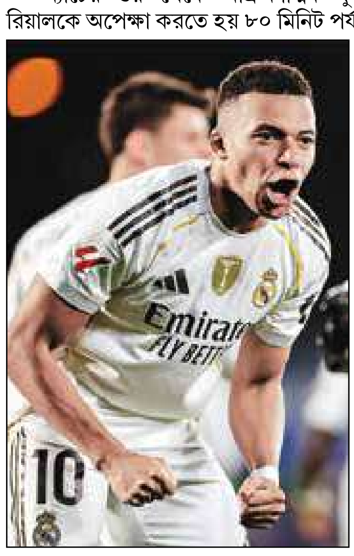
গোলের পর উল্লাস কিলিয়ান এমবাপের।

ম্যাচের পর রিয়াল কোচ জাভি অলন্সো বলেছেন, 'বেশ কঠিন ম্যাচ ছিল। কিন্তু ছেলেরা জানত, ম্যাচ জিততে গেলে কী করতে হবে। ওরা সেটা মাঠে করে দেখিয়েছে।' পরে এমবাপের প্রশংসা করে তিনি বলেছেন, 'এমবাপের পারফরমেন্সে আমরা সবাই খুশি। ও গোল করে দলকে ম্যাচ জেতাতে সাহায্য করেছে। গোল অবশ্য পয়েন্ট এনে দেয়, কিন্তু ম্যাচ জিততে গেলে সবাইকে দায়িত্ব নিয়ে খেলতে হবে।'

আপাতত ৯ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে উঠে এসেছে রিয়াল মাদ্রিদ।

ট্রফি নিচ্ছে মিঠাপুর একাদশ। ছবি : অনুপ মণ্ডল

চ্যাম্পিয়ন মিঠাপুর

বুনিয়াদপুর, ২০ অক্টোবর : জোড়দিঘি এসটিএফসি ক্লাবের ১৬ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল মিঠাপুকুর একাদশ। সোমবার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ১-০ গোলে লওগা এফসি-কে হারিয়েছে। মহুগ্রাম জুনিয়ার হাইস্কুল মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল।

শুরু রাইজিংয়ের ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ অক্টোবর : গোঁসাইপুরের মিলনি ক্লাবের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে রাইজিং স্টার্স স্পোর্টস ফাউন্ডেশন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির পথচলা রবিবার শুরু হয়েছে। ক্যাম্পে কোচের দায়িত্বে রয়েছেন অভিষেক শিকদার। ৫ থেকে ১৩ বছরের ১৫ জন ছেলেমেয়েকে নিয়ে তারা কাজ শুরু করেছে।

সরকারি আবাস না পেয়ে হতাশ প্রীতিকার বাবা

রায়গঞ্জ, ২০ অক্টোবর : ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৭ মহিলা ফুটবল দলের সদস্যা প্রীতিকা বর্মনকে সংবর্ধনা দিলেন রায়গঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত সহ অন্যরা। গত রবিবার রাতে কাজাখস্তান থেকে রায়গঞ্জে ফিরেছে প্রীতিকা। সোমবার সকালে রায়গঞ্জ ব্লকের নুরিপুর গ্রামে প্রীতিকার বাড়ি পৌঁছে যান মোহিতবাবুরা। তার হাতে ফুলের তোরা, মিষ্টির প্যাকেট, স্মারক, শাল ও নগদ অর্থ তুলে দেন। বাঁশের বেড়া আর মরচে পড়া টিন ছাউনির একফালি ঘরের ভেতরে প্রীতিকার সাজানো স্মারক, পদক ও সার্টিফিকেট দেখে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। গ্রাম পঞ্চায়েত কেন প্রীতিকার সরকারি আবাস তৈরি করে দেননি বাসিন্দাদের কাছে জানতে চান মোহিত। তিনি অভিযোগ করেন, 'এই পরিবারের নাম তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রীতিকা যে গোটা ভারতের সম্পদ গ্রাম পঞ্চায়েত জানে না।'

প্রীতিকা বর্মনকে সংবর্ধনা দিচ্ছেন প্রাক্তন বিধায়ক মোহিত সেনগুপ্ত। -দীপঙ্কর মিত্র

প্রীতিকার বাবা কাশীনাথ বর্মন ও মা পুতুলিকা বর্মন হতাশার সুরে বলেছেন, 'অনেক আবেদন নিবেদন করেছি, কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। তাই ভাঙা ঘরেই পাঁচ ছেলেমেয়েকে নিয়ে কষ্টের মধ্যে থাকতে হয়। প্রীতিকা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ঘর বানাবে।' যদিও মোহিত এই বিষয়ে মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতির সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান এবং পরিবারের পাশে থাকবেন বলে কথা দেন।